

বেসিক ২ আলী

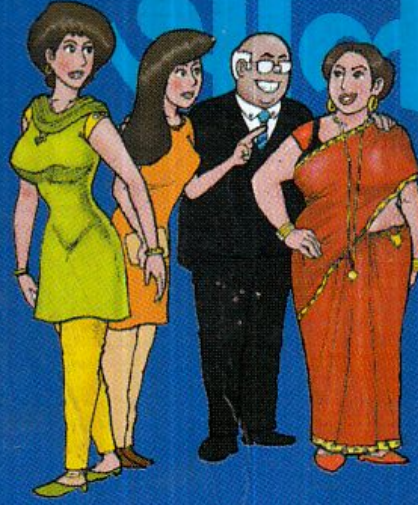
শাহরিয়ার



পাঠক



বেসিক আলী



www.panjeree.com

আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

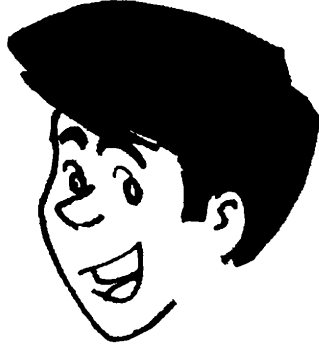
বেসিক আলী কার্টুন স্ট্রিপের প্রথম আত্মপ্রকাশ
'প্রথম আলো'র উপসম্পাদকীয় পাতায় নভেম্বর ২০০৬-এ।
প্রতিদিনের এ স্ট্রিপ কার্টুনের মূল বিষয় হচ্ছে পরিবার, বন্ধুত্ব
এবং অফিস ঘিরে মজার মজার ঘটনা। বেসিক আলী হচ্ছে
বিশিষ্ট ঋণখেলাপী ব্যবসায়ী তালিব আলী ও তাঁর স্ত্রী মলি
আলীর বড় ছেলে। বেসিকের ছোট বোন নেচার আলী
মেডিকেল কলেজের ছাত্রী এবং ছোট ভাই ম্যাজিক স্কুলের
ছাত্র। বেসিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মভোলা হিল্লোল এবং
বেসিকের হৃদকম্প হচ্ছে অফিস কলিগ রিয়া হক। এদের
সবাইকে নিয়েই অনবদ্য কার্টুন স্ট্রিপ- বেসিক আলী।



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.



বেমিক ২ আলী



শা হ রি য়া র



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.



কিন্তু এত জায়গা থাকতে ওপাশ থেকে এসে ধাক্কা
মেরে যাচ্ছেন কেন?



আমি মিনিবাস চালাই তো... তাই
অভ্যাসডা একটু খারাপ!





বেলু মিয়া, একটা কলা দাও তো!



অনেক খিধা পেয়েছে!



?

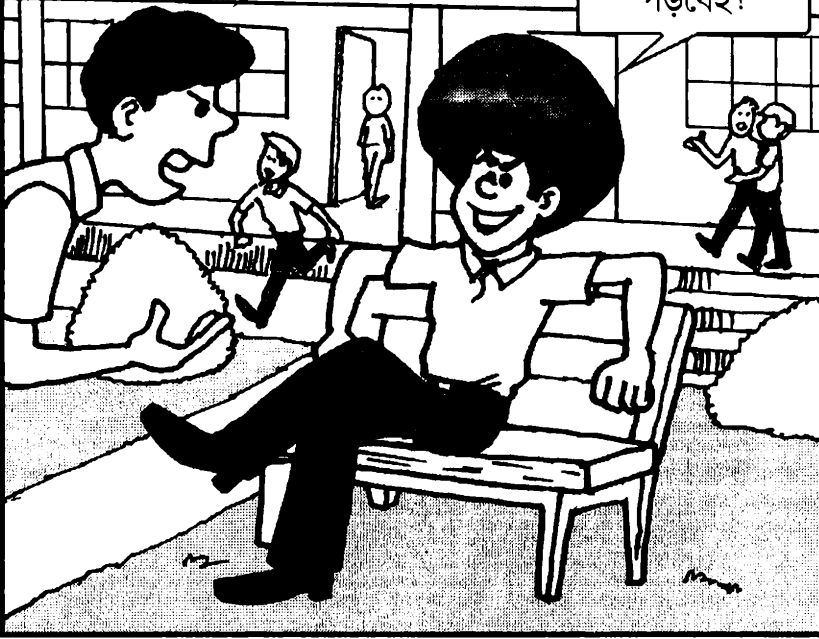


সেকি!! তুই কি ভুল করে কলাটা ফেলে দিয়ে
খোসাটা খেয়ে ফেলেছিস?

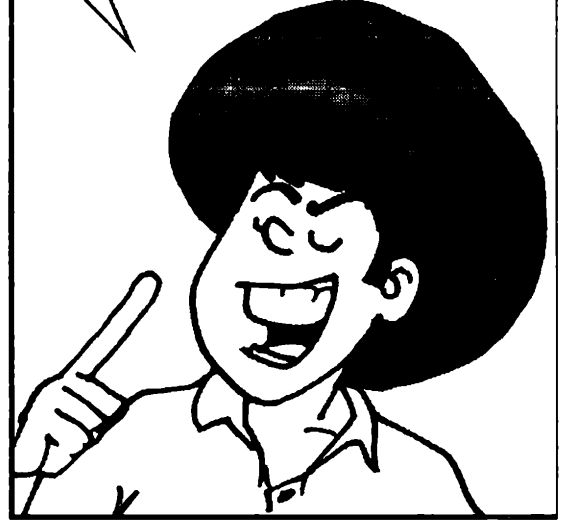


প্রতিদিন কোনো এক বদমাশ টিফিন টাইমে আমাদের
টিফিন গায়েব করে দিচ্ছে! একটা কিছু
কর, ম্যাজিক!

জানি! এবং
আজ সে ধরা
পড়বেই!

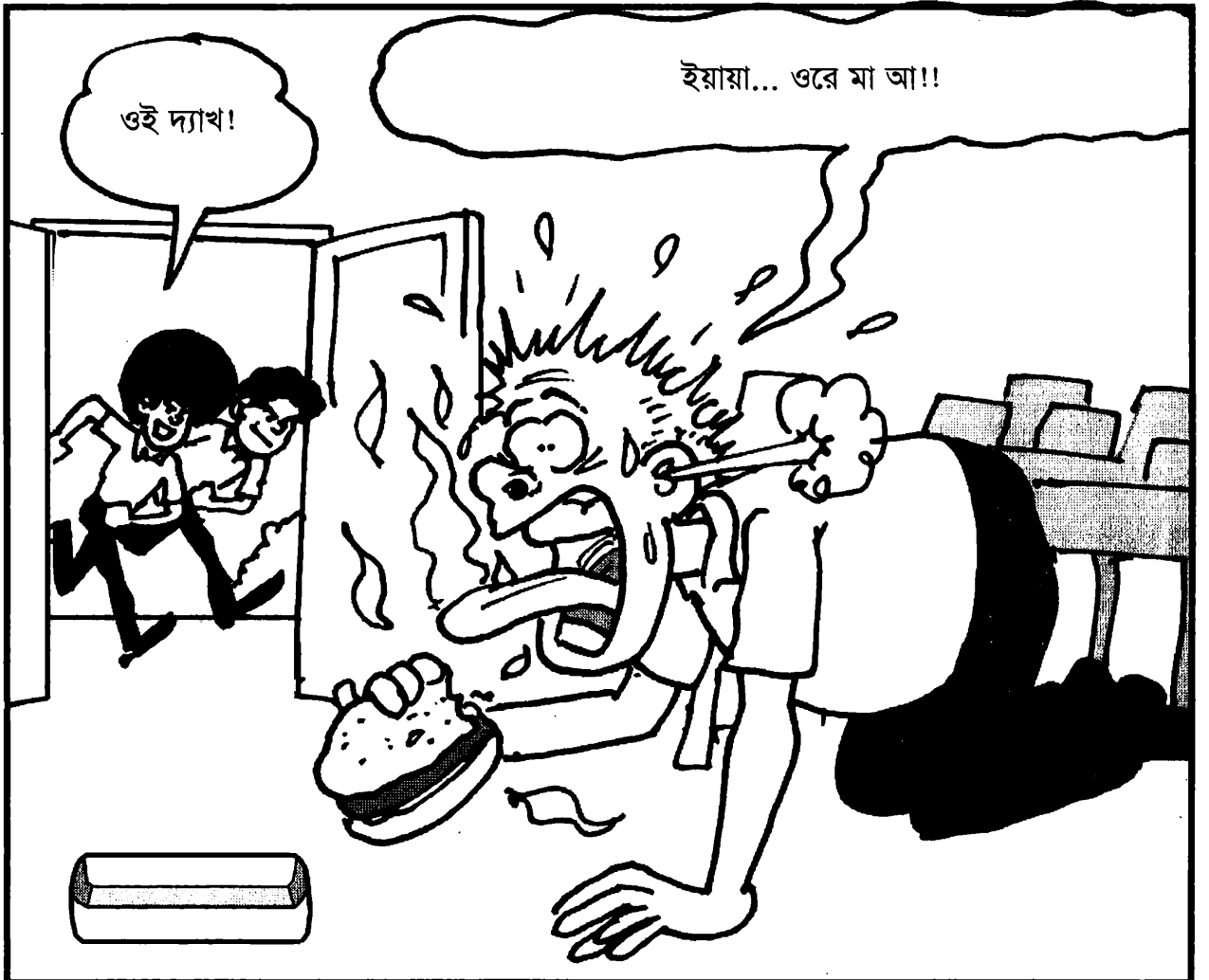


আমার টিফিনের বার্গারের ভেতর একটা
বোম্বাই মরিচ ঢুকিয়ে ক্লাসে রেখে এসেছি।
এক্ষুনি একটা চিৎকার শুনব আমরা!



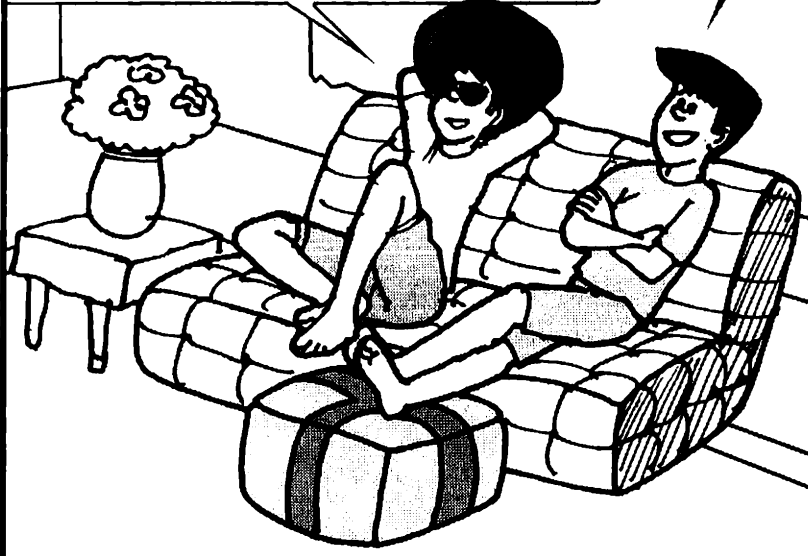
ওই দ্যাখ!

ইয়ায়া... ওরে মা আ!!



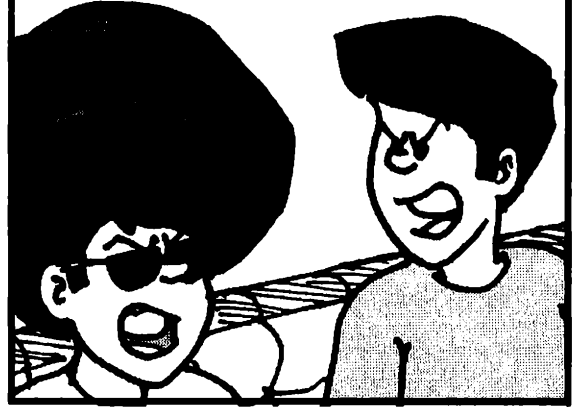
হ্যারে শয়তান, ফ্যানটা ছাড় তো!

সুইচটা তো তোমার থেকে কাছে।
তুমিই ছাড়ো!

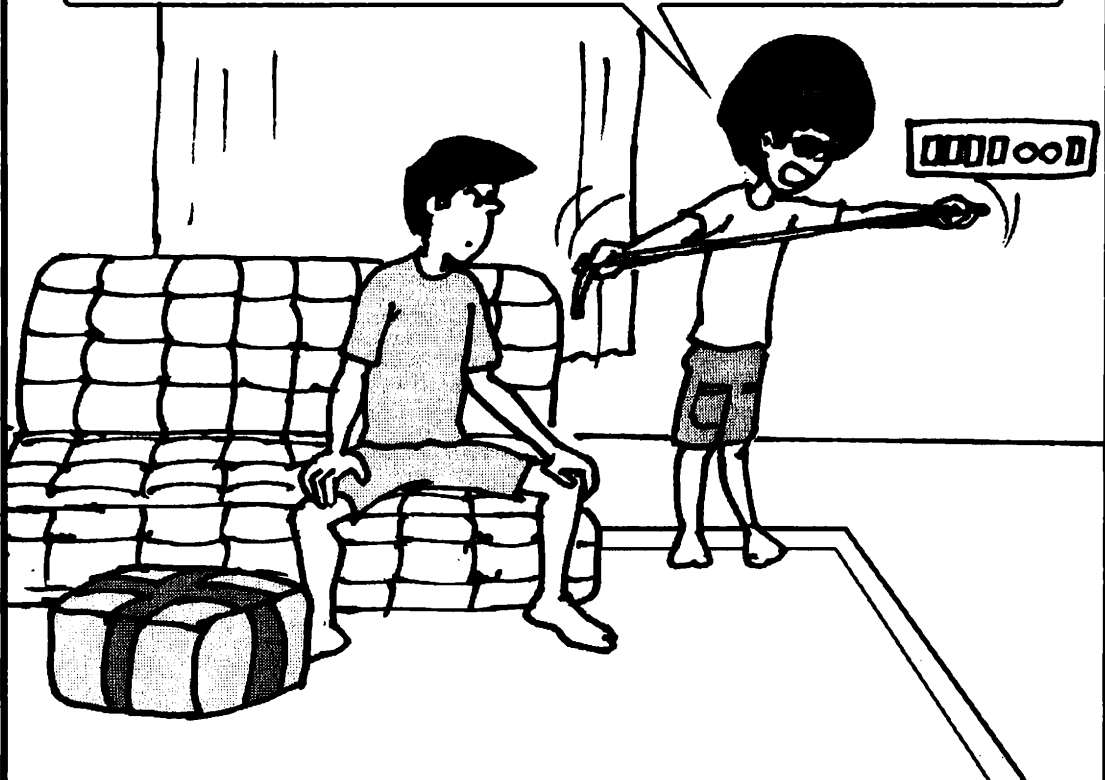


ফ্যানের সুইচটা তোর দিক
থেকে বেশি কাছে!

না! তোমার দিকে
কাছে!



এই দ্যাখো! তোমার থেকে সুইচটা ৬.৫ ফিট দূরে আর আমার
থেকে ৭.৩ ফিট! অতএব সুইচটা তুমি টিপবে!!



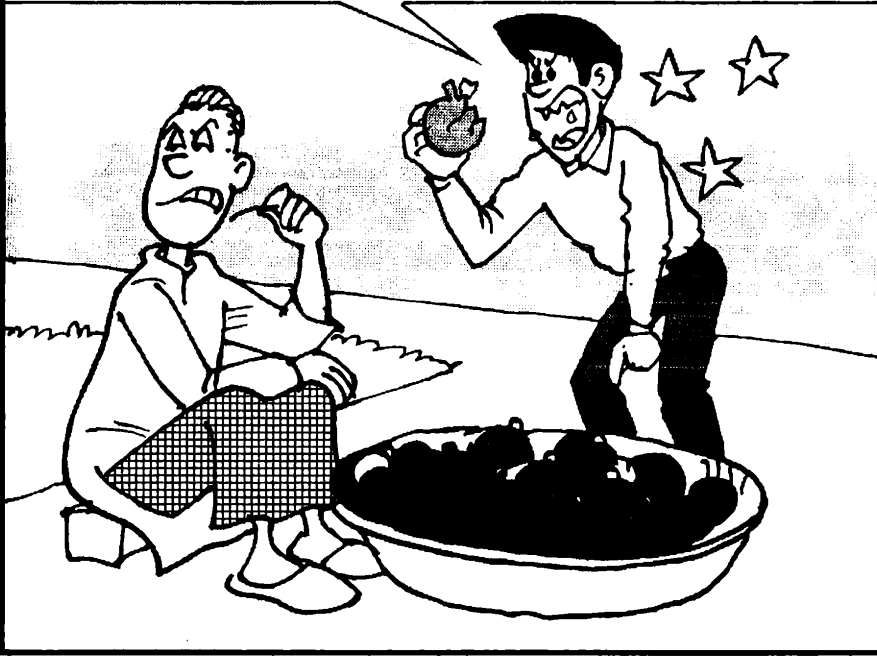
বাঃ বেশ টসটসে আপেল দেখা যাচ্ছে।
চাচা, আপেল কত করে?

একটা আপেল মাত্র পাঁচ টাকা?
বলে কী? দেখি তো একটা...
ভালো লাগলে আরও নেব!

আরে মিয়া করেন কি-
এইডা তো শো-পিস,
মাটির আপেল!

কটাক্ষ!

এই মিয়া তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে নকল ও মাটির ফল বেচছ কেন?
বাটপার! এদিকে তাকাছ না কেন?



আপনে ভুল কইরা মাটির ফলরে
আসল ফল ভাইবা কামড়াইছেন।
আমি তাকায়া থাকলে
কী লাভ হইত?

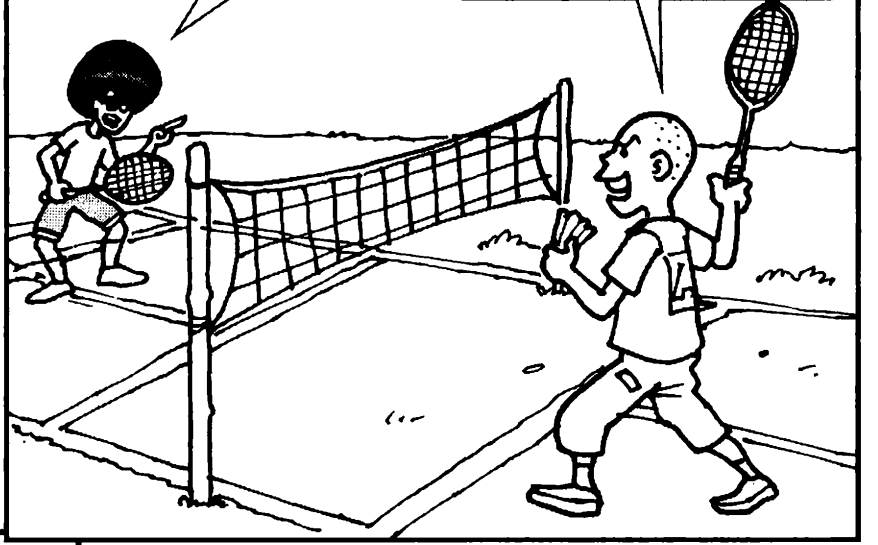


আমি ঠিকই সব দেখতে পাই। আমার জিনিস ইটা দিয়া ভাঙলে
আপনের খবর আছে!

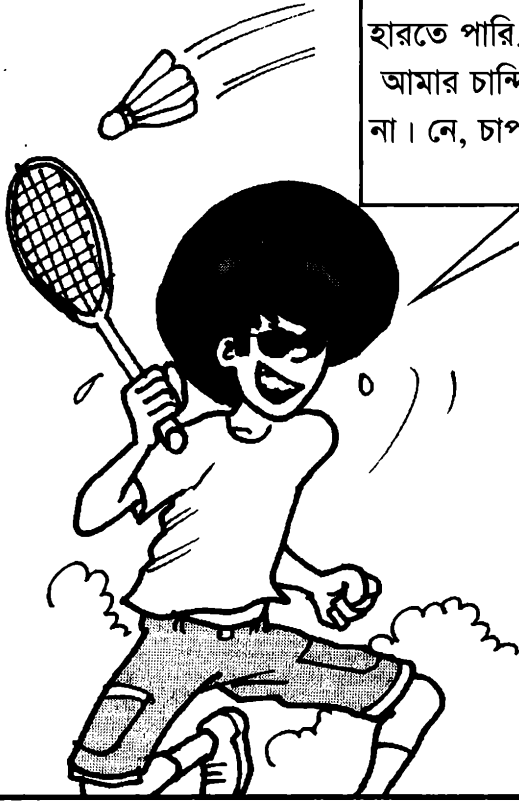


দ্যাখ চান্দিছিলা, আমাকে আরেক বার হারু ম্যাজিক বলবি
তো তোকে শেষ করে দেব!

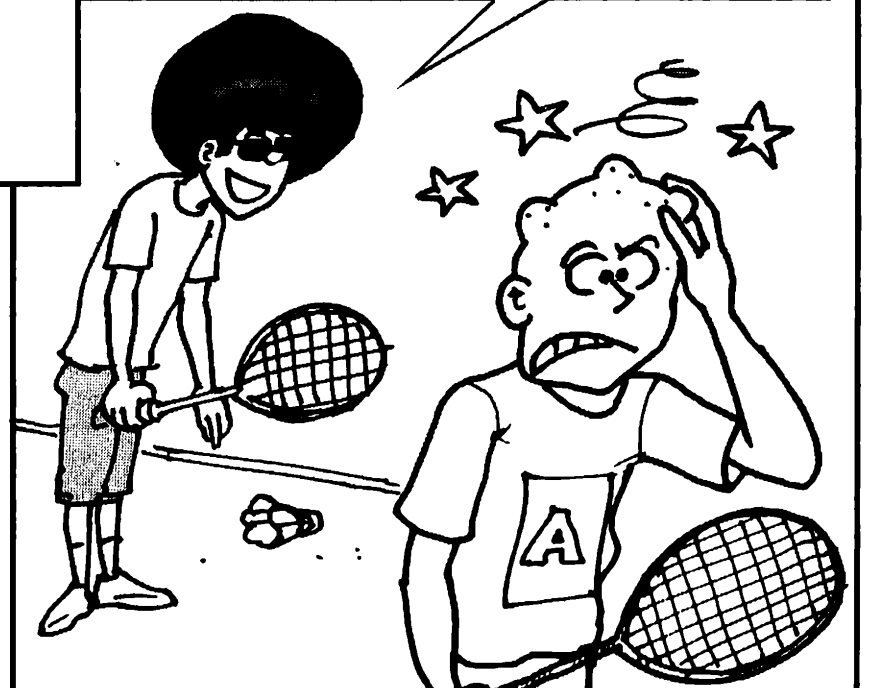
তুই তো হারছিসই,
হারু ম্যাজিক!



হারতে পারি... কিন্তু
আমার চান্দি ছিল
না। নে, চাপ ঠেকা!

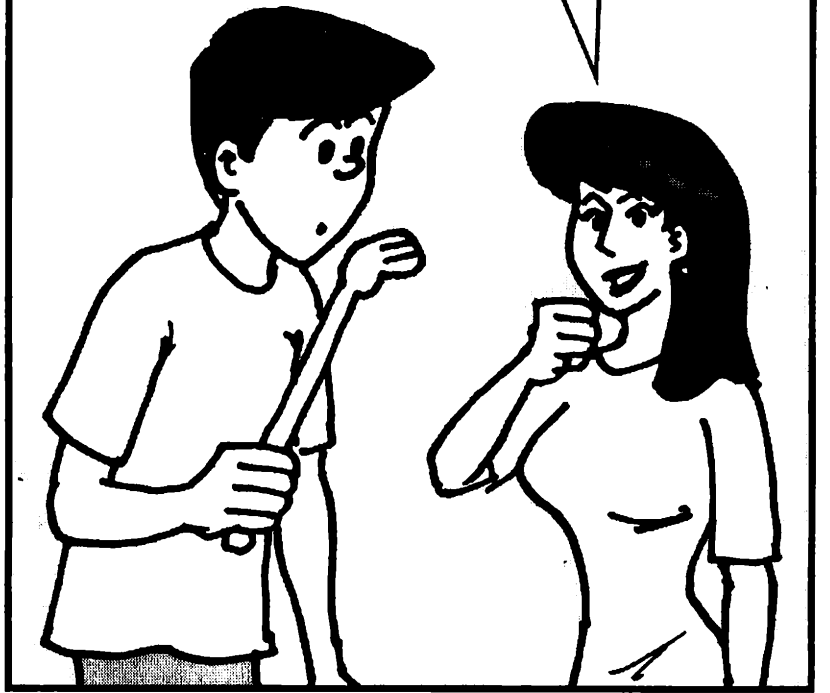


নাঃ হেরে গেলাম... তোর চান্দিতে চাপ মারার
লোভ সামলাতে পারিনি!

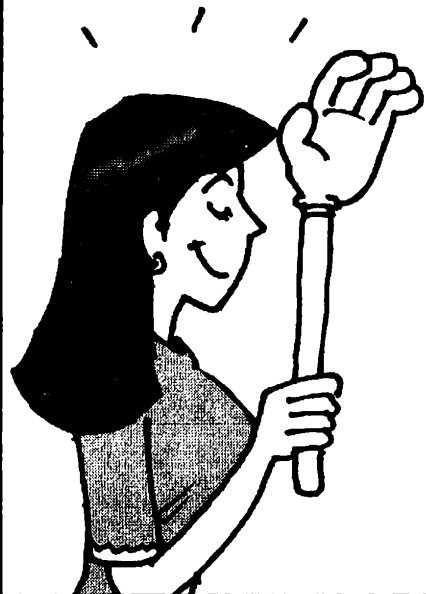




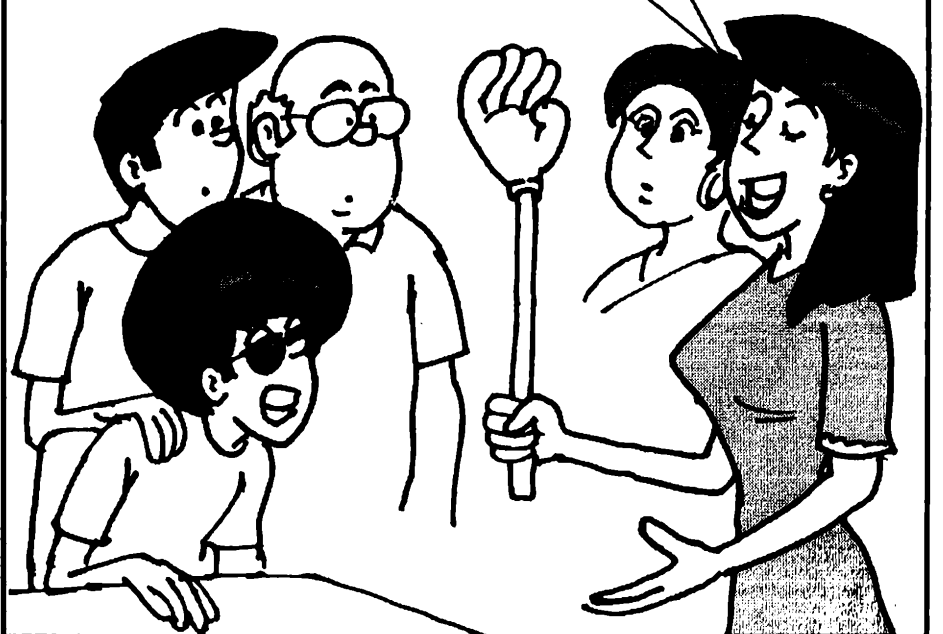
ভাইয়া, তোর এই পিঠ চুলকানির কাঠের হাত দেখে আমার
মাথায় বিপ্লবী এক IDEA এসেছে। কালই একটা
জিনিস দেখাব!

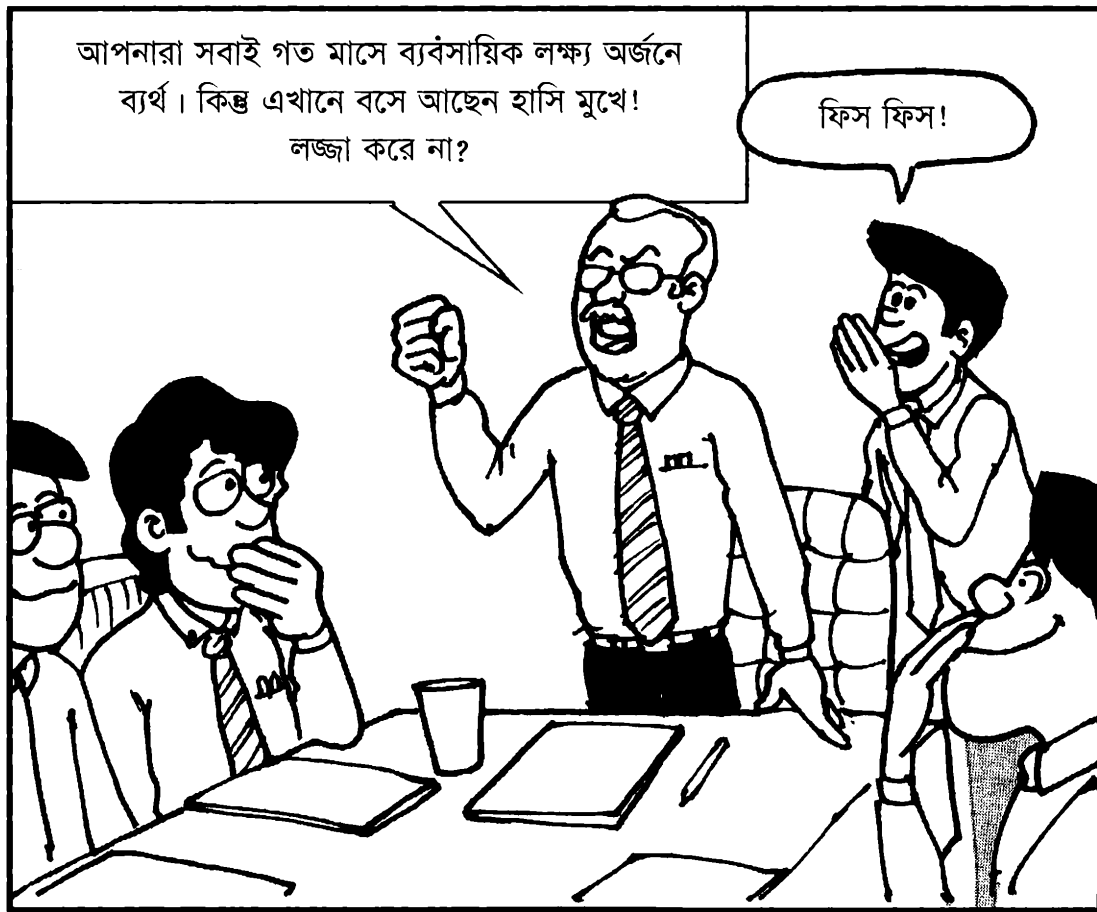


পরদিন



আমার নতুন আবিষ্কার 'বাথরুম অ্যাসিস্টেন্ট'!
এখন থেকে নিজ হাতে শৌচকর্ম নয়... কে
প্রথমে টেস্ট করবে?

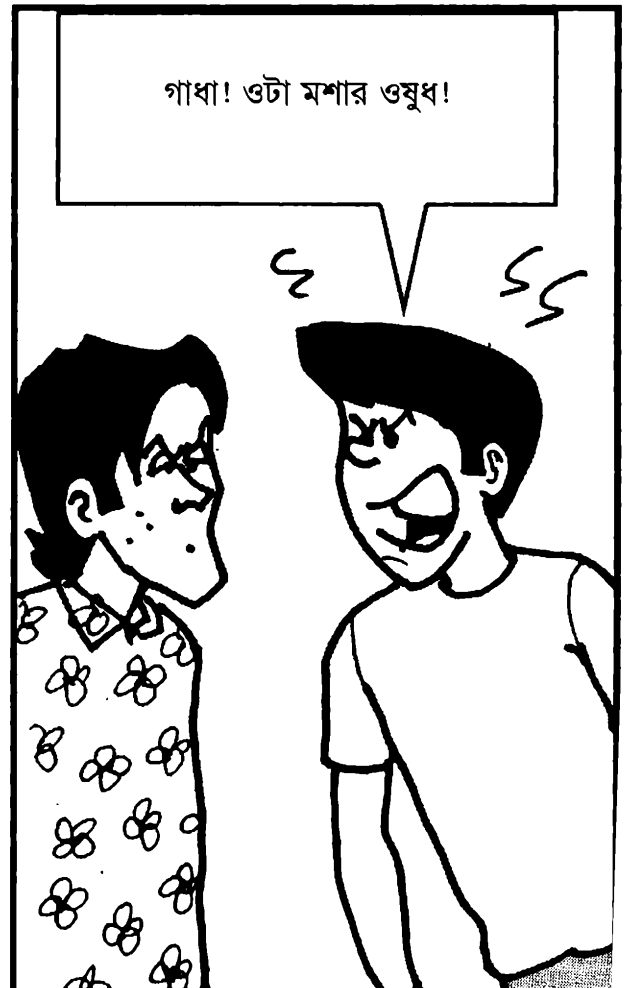
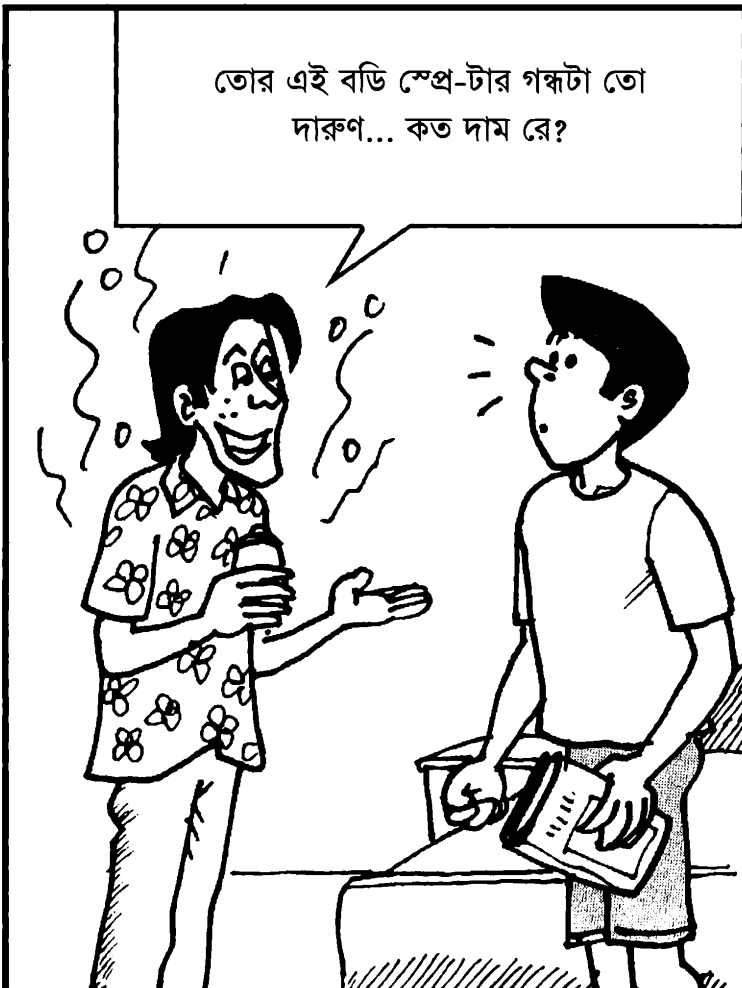












মা কিছু ভুল বলেনি, মলি আপা। তুমি শুকিয়ে
গেছ- একটু মোটা হওয়া উচিত!

অ্যা? পাগল
নাকি তুই,
রেবেকা?

আমি জীবনে এমন অদ্ভুত
কথা শুনিনি। আমাকে
ত্রিশ-চল্লিশ পাউন্ড ওজন
কমাতে হবে!

না আপা, তুমি আর একটু মোটা হলে
আমাকে একটু শুকনো দেখাবে!

হু, এখানটায় দাঁড়াও!

হেঃ হেঃ সাত-আট বছর আগেও তোর
মা আর মামী ছিল ফটো সুন্দরী।

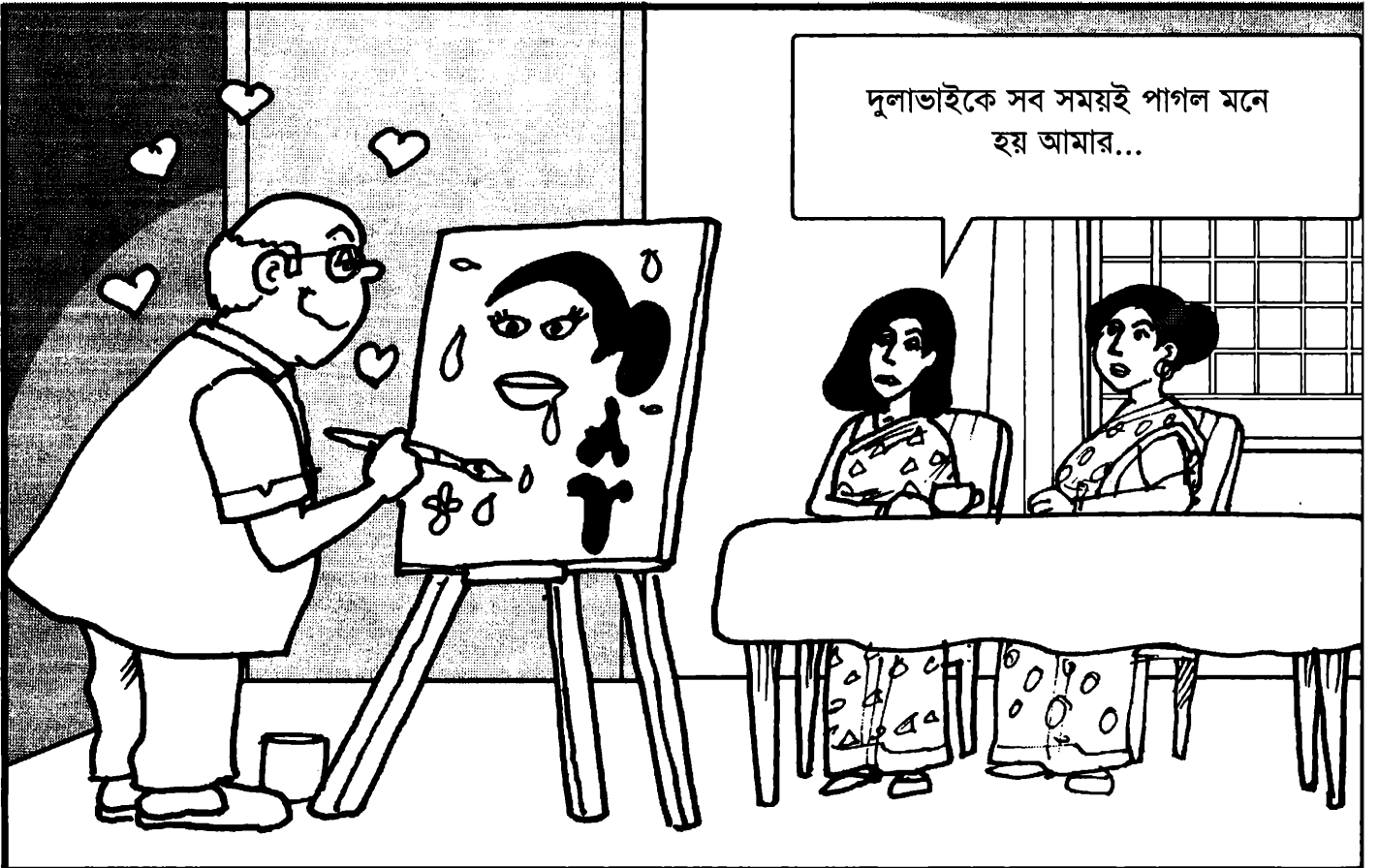
এখন ওরা ভটু
সুন্দরী!

হুঁ! আর তুমি তো মিয়া টেকো,
বুড়া, হোৎকা MR. UNIVERSE!

বুঝলে নীলা, বিয়ের আটাশ বছর পরও তোমার
দুলাভাই আমার জন্য পাগল!



দুলাভাইকে সব সময়ই পাগল মনে
হয় আমার...

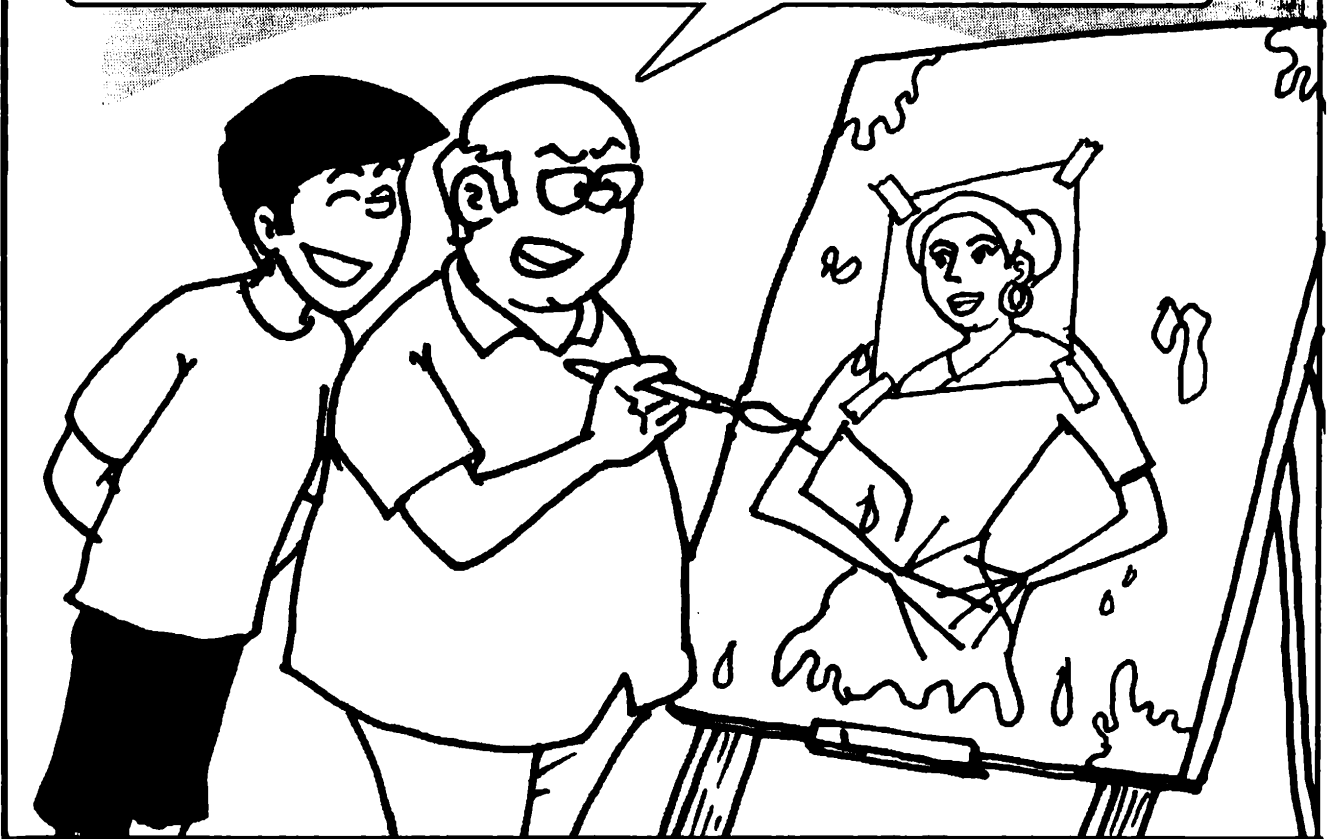


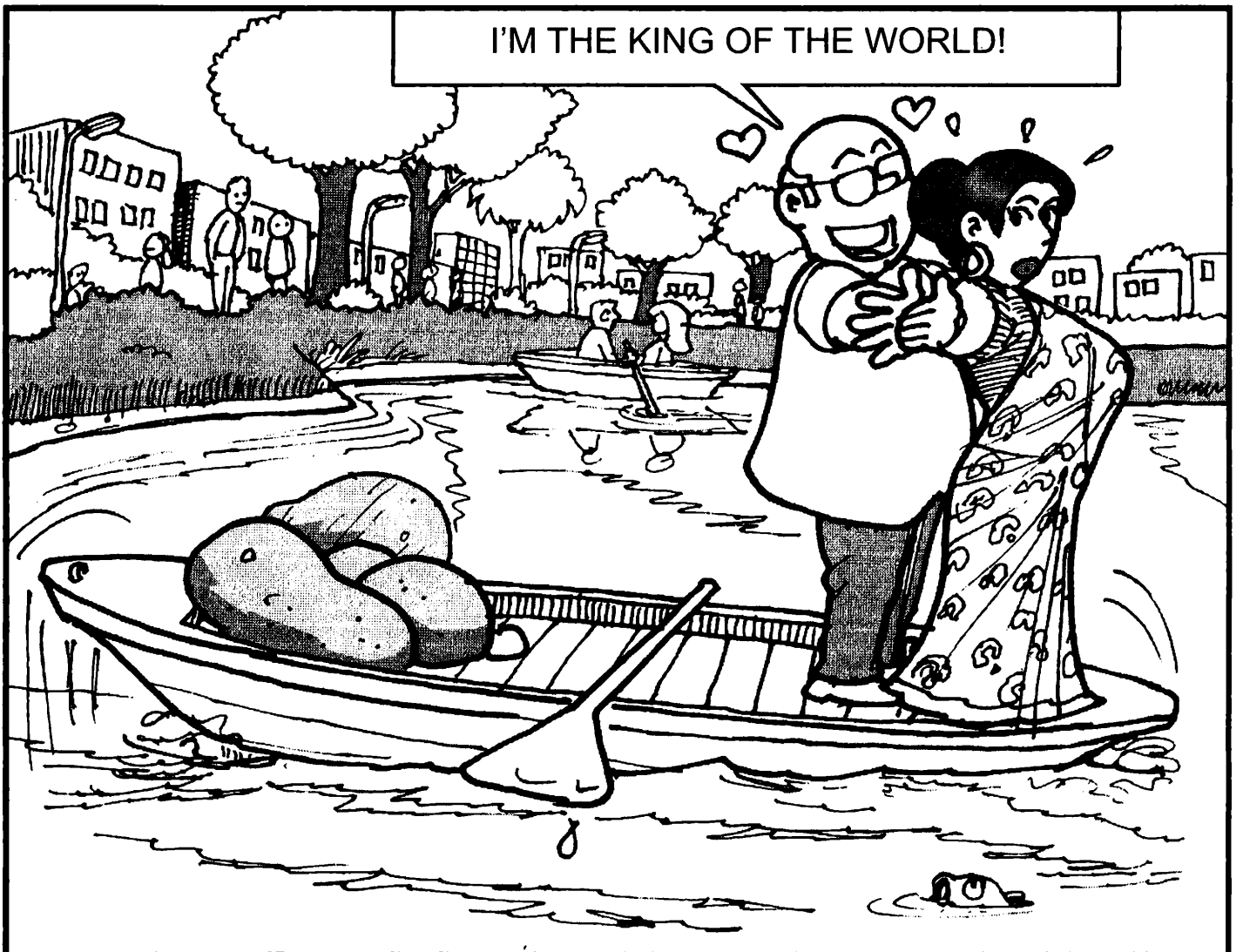
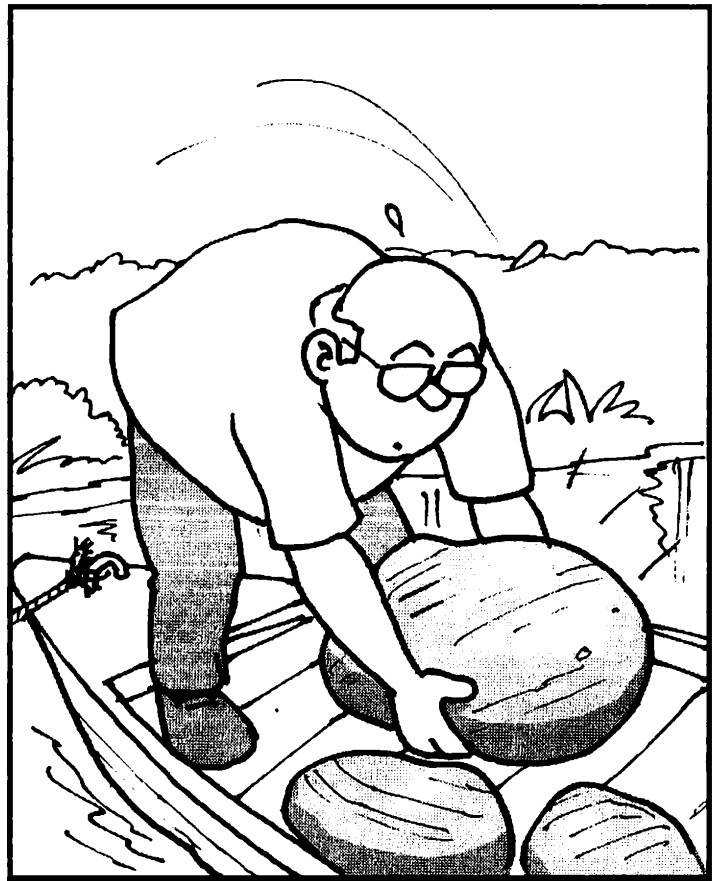
বাবা, তুমি তো কোনো কালেই
শিল্পী ছিলে না।

প্রেম আমাকে শিল্পী
বানিয়েছে! তোর মায়ের
প্রতিকৃতি মোনালিসার পর
এক বৃহৎ শিল্পকর্ম!



.. খালি চেহারাটা মিলাতে তোর মায়ের একটা
ফটো স্টেটে দিয়েছি!





বুঝলে বেসিক, আমাদের নতুন ভিপি হাদ্দাদ সাহেব ভালো
ব্যাকার হলেও জঘন্য লোক। সে এত খারাপ যে তার
বউ-বাচ্চারা বাড়ি থেকে পালিয়েছে!



চরম প্রতিক্রিয়াশীল আর সবাইকে
গালাগালি করে... ডেইলি কাউকে
গালি না দিলে তার ভাত হজম হয়
না। ছুটির দিনে বাসায়
যখন একা থাকে...

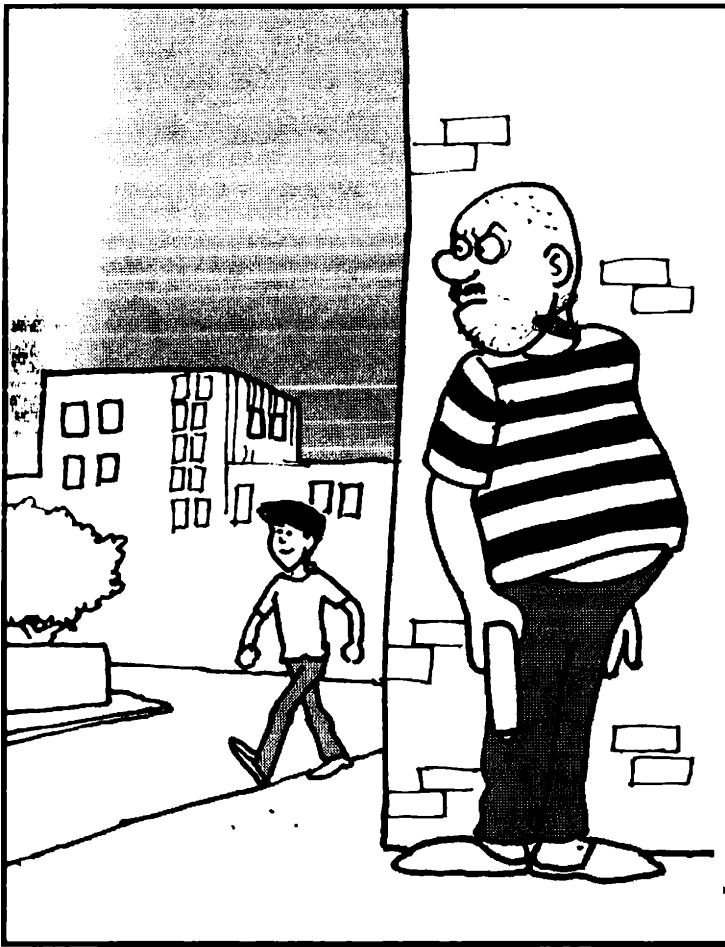


.. তখন নিজেকে নিজে গালাগালি করে।

ব্যাটা শয়তান, তোকে
দেখিয়ে দেব...









সত্যি, আমার কাছে কিছু নেই। যা ছিল তা এক মিনিট
আগে ওই ভিক্ষুককে দিয়ে ফেলেছি!

আবার
ভিক্ষুক?

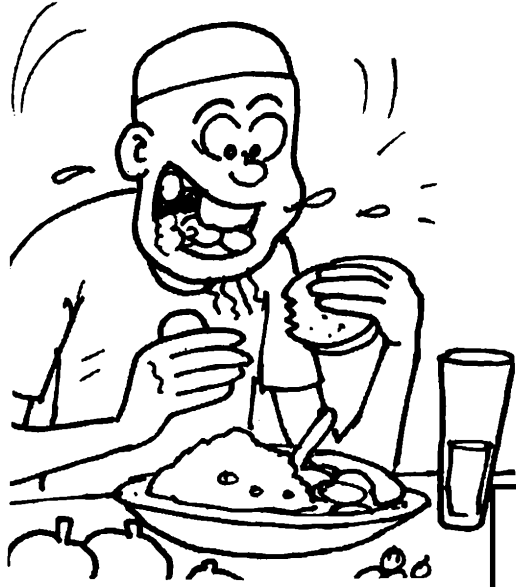
ব্যাটা ভিক্ষুকের বাচ্চা! আমার মক্কেল
থেকে এক মিনিট আগে যা লইছস তা
ফিরৎ দে- নইলে মাইরা ফালামু!!



একটা সিরগেটের লেগা আমারে মারবেন?
লন, এইডা লইয়া যান!



ফকির মিয়া, মিলাদ উপলক্ষে তোমার জন্য নিজ হাতে
শাহী খানা বানিয়েছি! খেয়ো।



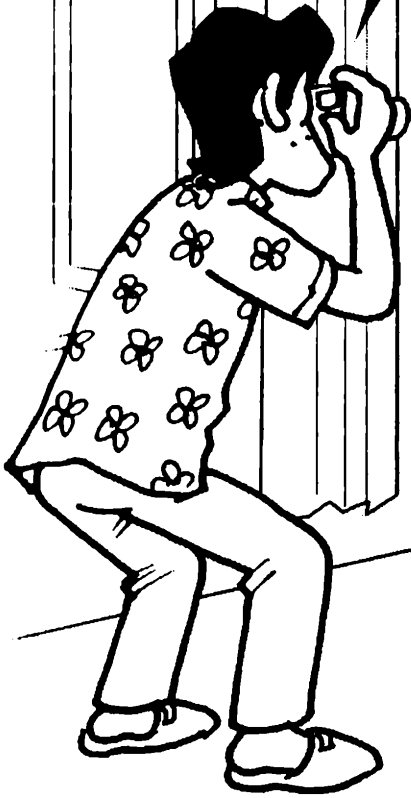
চাকুম!
চুকুম!

বললাম গরিব মানুষকে এভাবে শাহী খাবার খাওয়ালে
অসুস্থ হয়ে যায়... না, শুনলে না!



ধৈর্য ধর, ফোকাস করছি। এটা সাধারণ ডিজিটাল ক্যামেরা না...

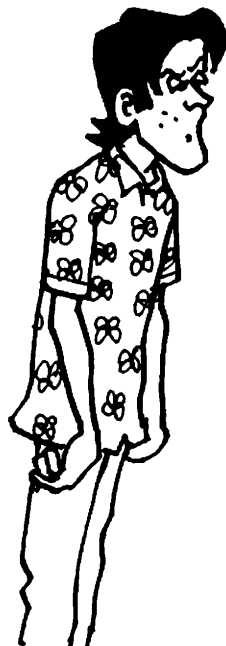
উঃ আর কতক্ষণ?



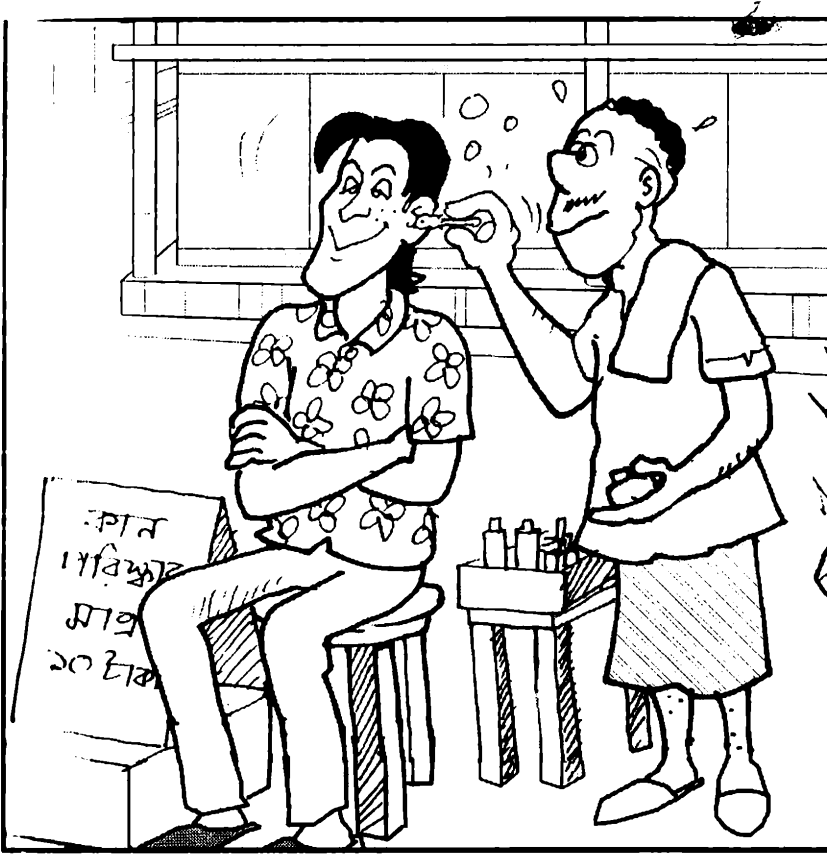
এই দ্যাখ, কী দুর্দান্ত ছবি
উঠেছে এ ক্যামেরায়!

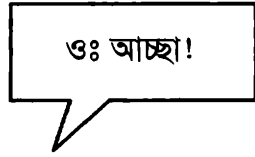
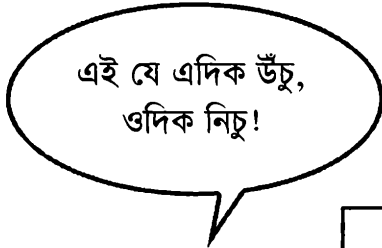


সানগ্লাস? জ্যাকেট? একি, তুই তো আমার
দার্জিলিংয়ের ছবির ছবি তুলেছিস!!







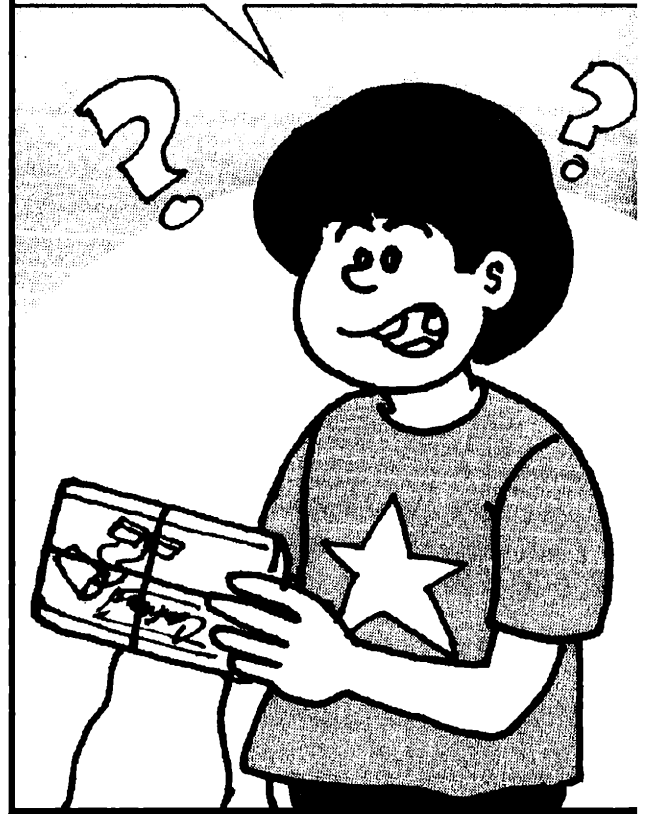




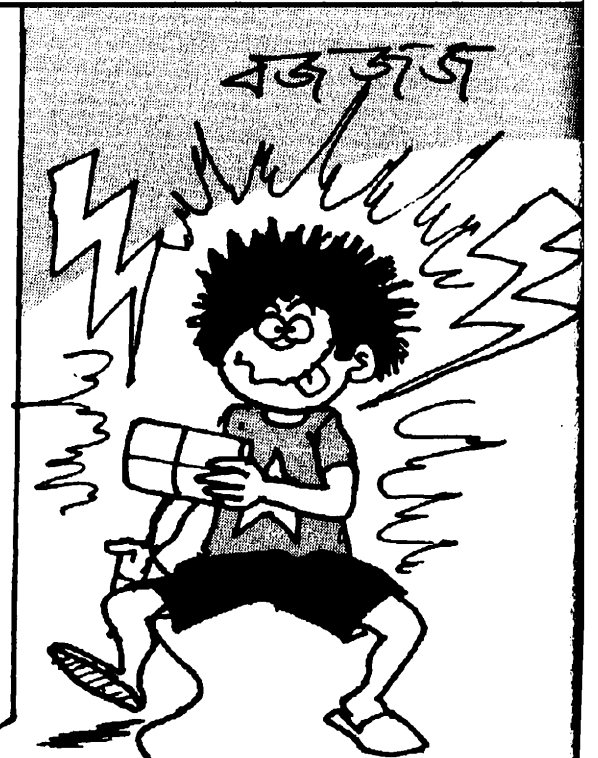
আরে! একটা চকোলেট বার!



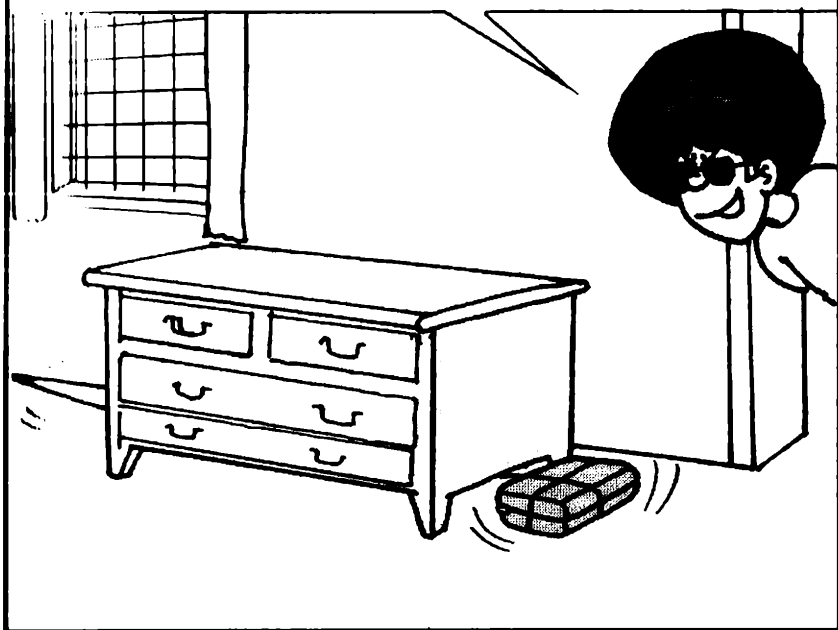
আশ্চর্য! এটা তার দিয়ে
প্যাঁচানো কেন?



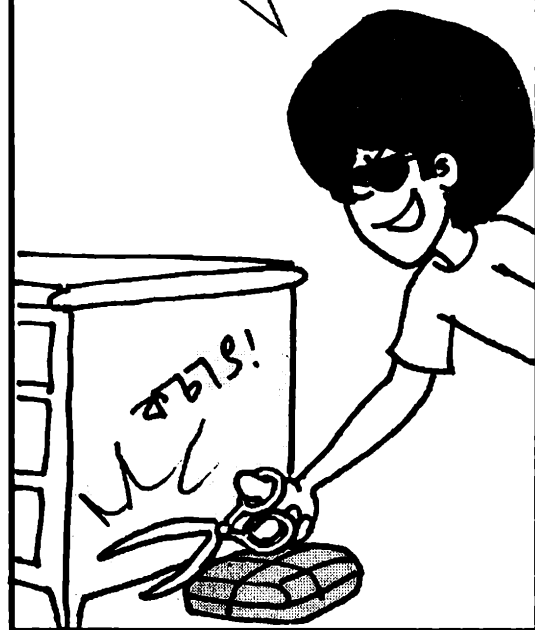
ভিকটিম নং দুই!



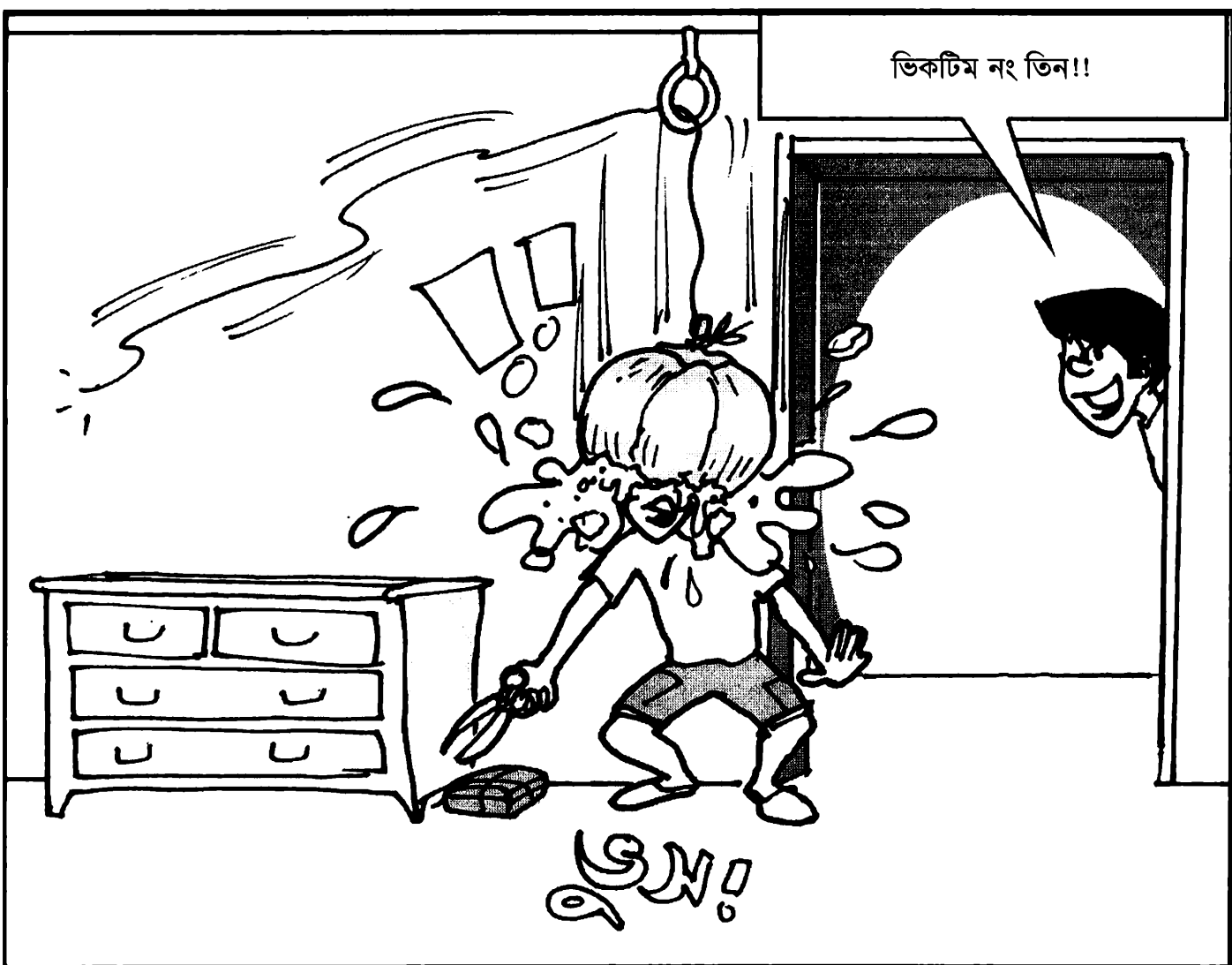
হাঃ! আমার বুদ্ধি দিয়ে আমাকে শক খাওয়ানোর চেষ্টা!
ভেবেছে আমার গেমবয় তার দিয়ে পেচিয়ে কোণায়
রেখে দিলে তার দেখতে পাব না!

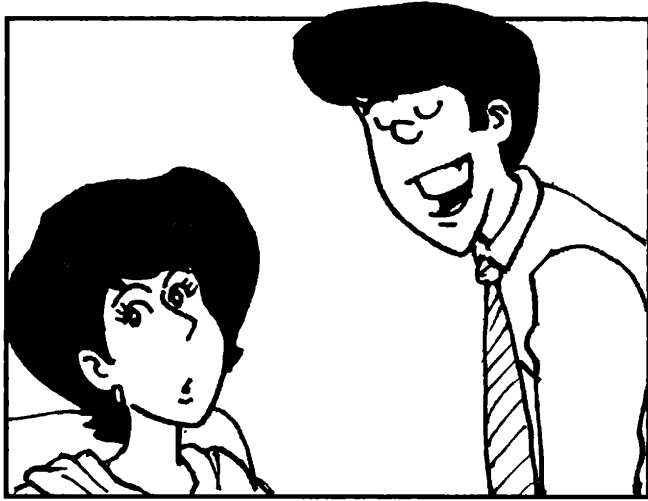


ভাইয়ার কোনো
কল্পনাশক্তি নেই!



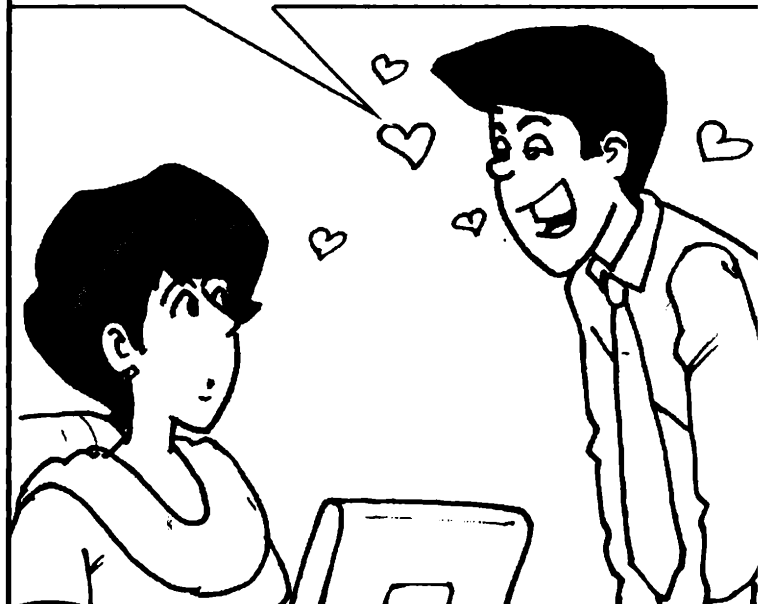
ভিকটিম নং তিন!!



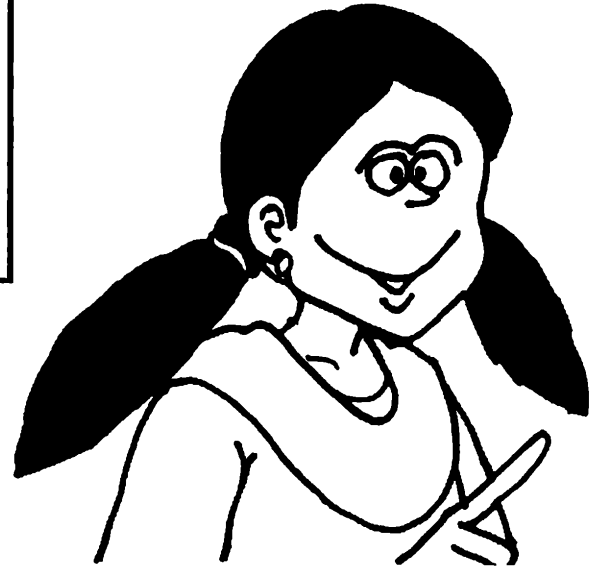
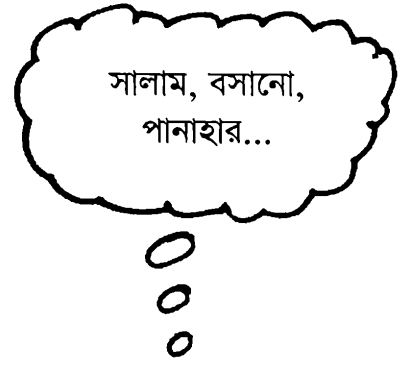
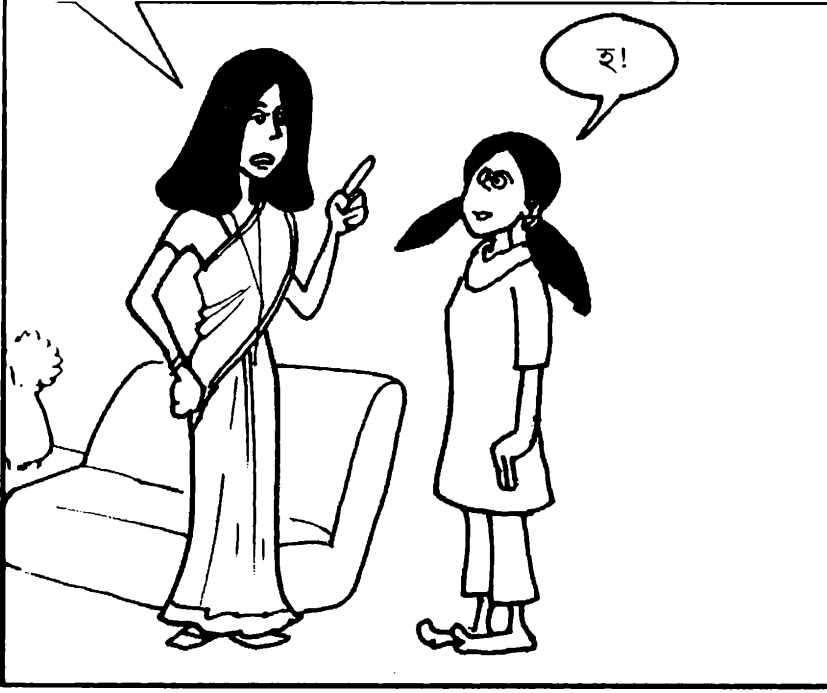


হাদ্দাদ সাহেব, আমরা প্রেম নয়,
ঝগড়া করছি!

আমি ওকে যতই বলছি যে নীল পোশাকে ওকে দারুণ
লাগে- ও বলছে, না! ভীষণ ঝগড়া করছি!



জিয়া, তোমার আদব-কায়দা আরও ভালো রপ্ত করতে হবে।
বাসায় ভাবীর মতো কেউ এলে সালাম দিবে, বসাবে আর
পানাহার করাবে, ঠিক আছে?



সেদিন বিকেলে...

নেন খালাম্মা,
পান আহার করেন।

বাঁচাও!



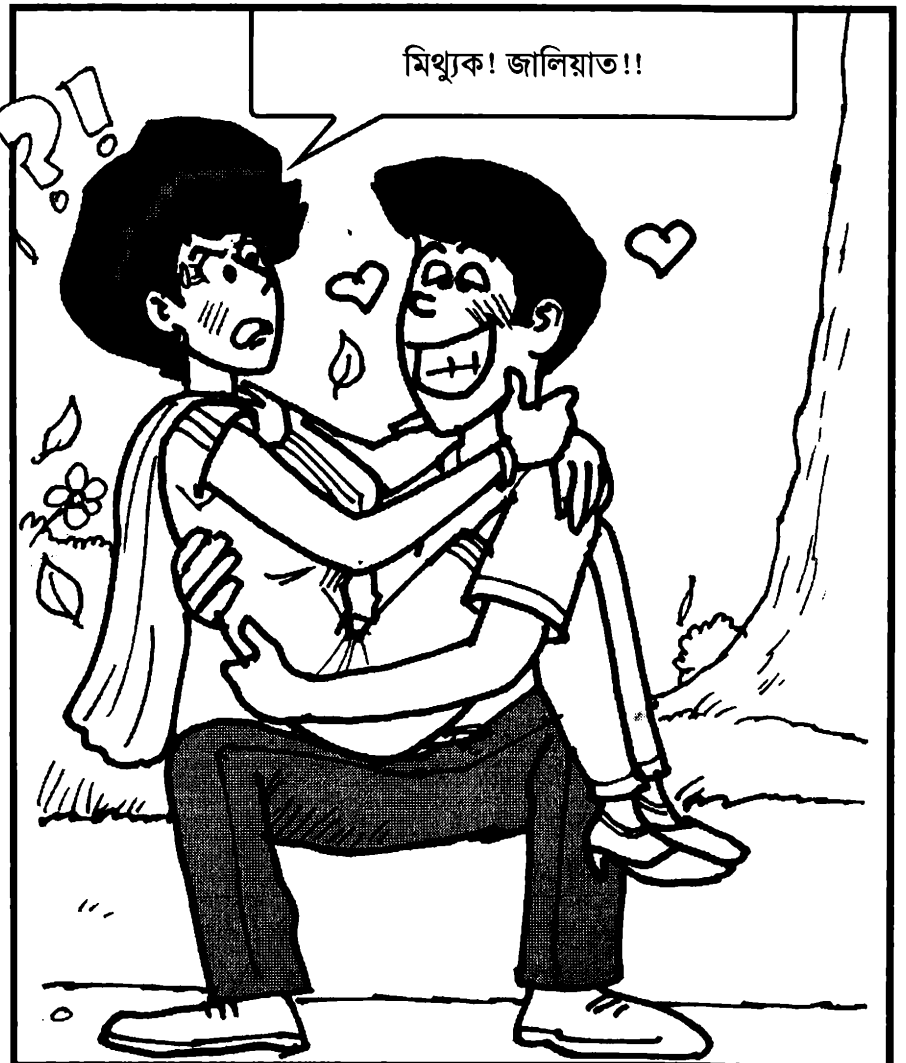




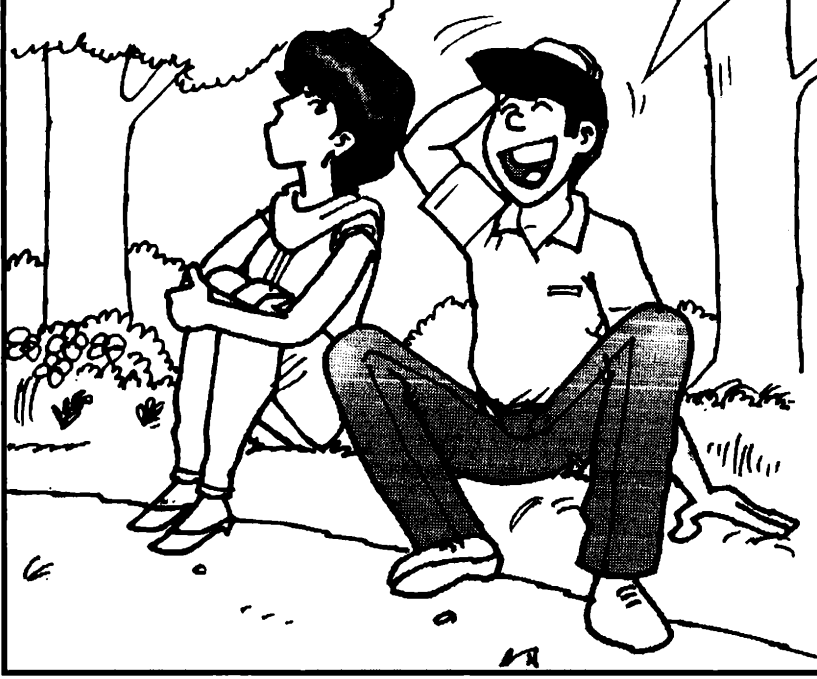
হু! সব এঁটে গেছে। যা, এগুলো আমার
বাসায় নামিয়ে দে!







পিঁপড়াকে ভয় পায় রিয়া... হা হা হা... এমনকি
আমার FUNNY মাও তোমার কাছে-ধারে নেই...



খুবই খারাপ ব্যবহার করছ। সবারই কিছু
না কিছু ভয় থাকে! তোমারও আছে!

হা-হা... আমাকে ভয়
দেখাও তো...



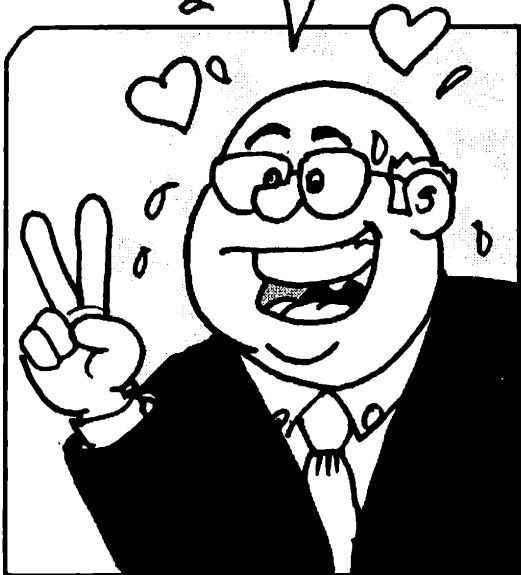
তেলাপোকা! মৌমাছি! প্রজাপতি! বস! অঙ্ক শিক্ষক...



আজ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রচারবিমুখ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী।
তো তালিব ভাই, আপনার মতে অর্থনীতির কী হাল?



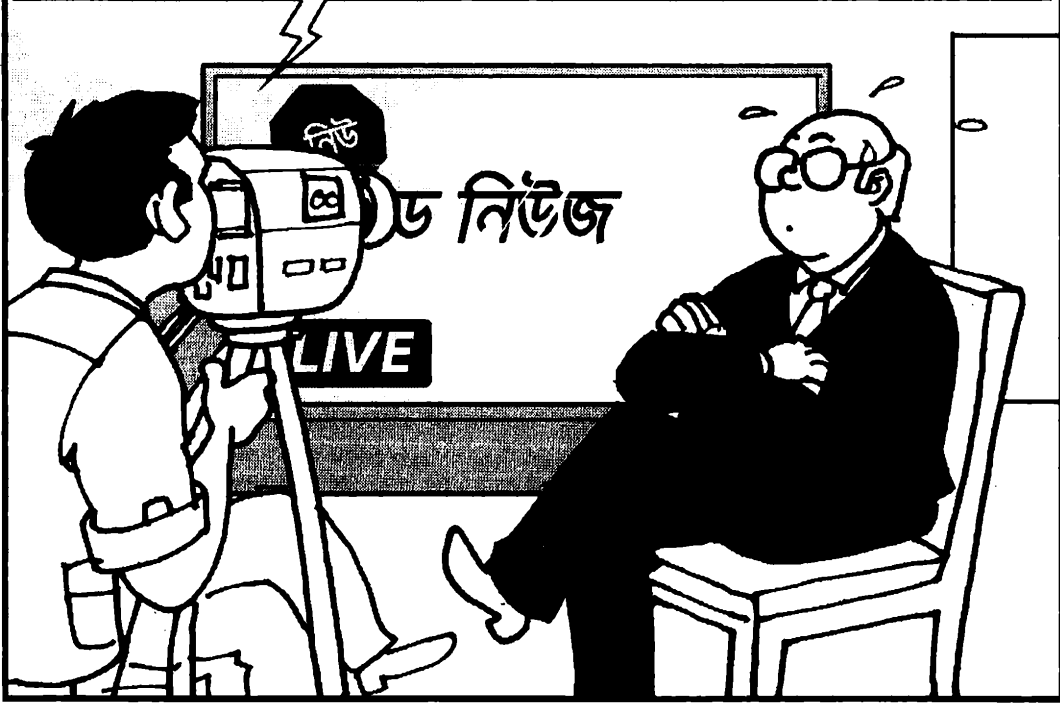
মলি! I LOVE YOU!!!



এসব কী বলছেন, তালিব ভাই!
এটা LIVE শো হচ্ছে!



আমাদের অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী এখন দর্শকদের কাছ থেকে সরাসরি প্রশ্ন নেবেন। খেয়াল রাখবেন প্রশ্নগুলো যেন অর্থনীতিবিষয়ক হয়... এই এল প্রথম ফোন!



হ্যালো, আমার নাম নওশাদ হক। আমি ব্যাংকার। আমার প্রশ্ন ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী তালিবালীর কাছে ...

জি, বলুন!

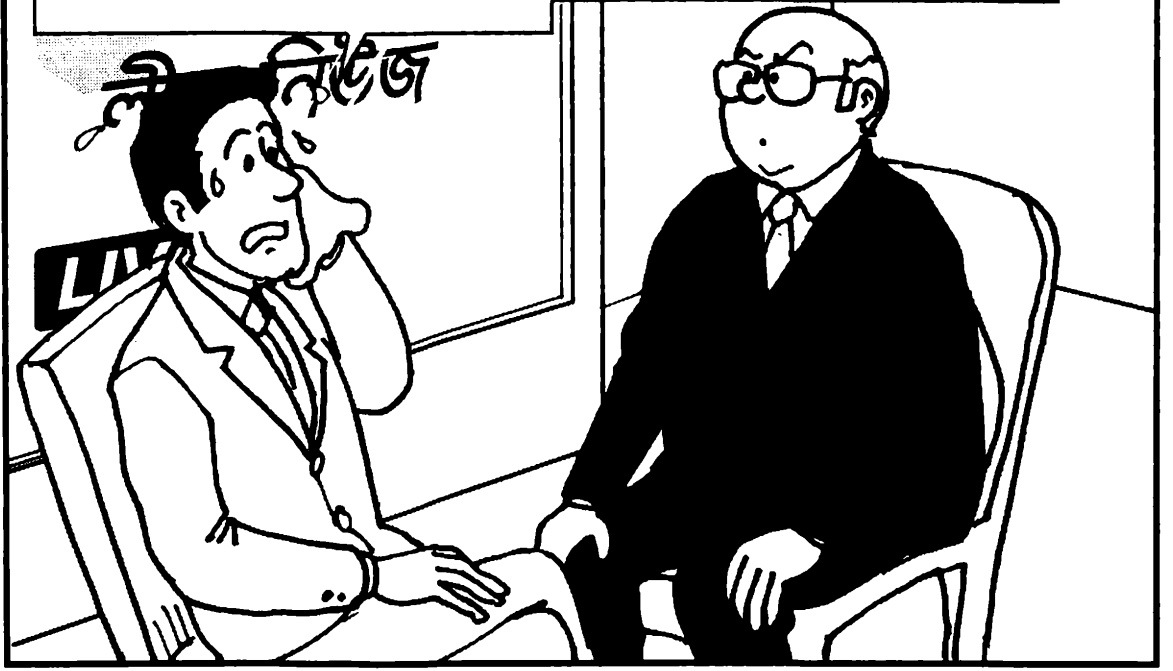


ওরে তালেইব্বা- ১৯৮০ সালে আমার দুই টাকা মেরে দিয়েছিলি, মনে আছে? মুদ্রাস্ফীতির হিসেবে সেই দুই টাকা আজ বিশহাজার টাকার সমান! চোরা...

নইশ্যা!



টেলিফোনে প্রশ্নকারী-দর্শকদের কাছে অনুরোধ আপনারা তালিব আলীকে ব্যক্তিগত নয়, অর্থনীতি নিয়ে প্রশ্ন করুন। ইঁ্যা, দ্বিতীয় কল এসেছে। জি বলুন?



.. এইডা কই?

জি? কাওরান বাজার।

আপনে ক্যাডা?

তা-তালিব আলী!



এটু নাসিমার মায়েরে দ্যান!

ভাই, আপনি বোধ হয় রং নাম্বারে ফোন করেছেন!

কী? আমি রং করি? এইডা দহথাম না?







আমি নাকি তোমার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ? কেন
তুমিও তো আমার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ!

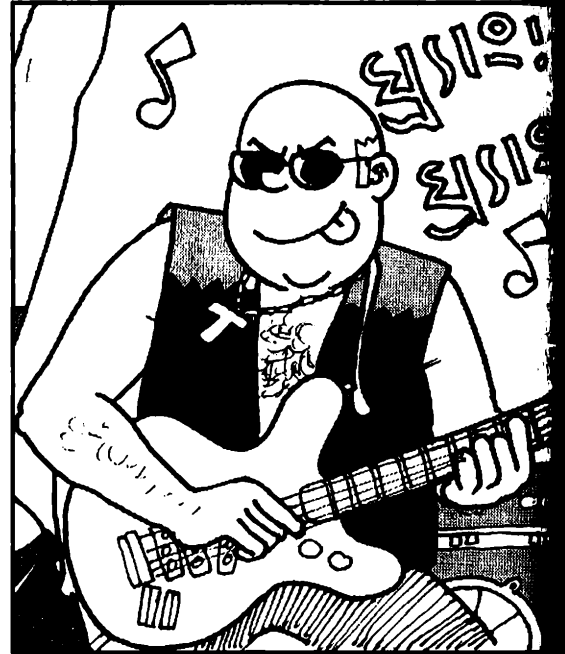
এর মানে?



মানে আমি যেমন তোমার মনের মতো
ছেলে নই, তুমিও তেমন আমার মনের
মতো বাবা নও!



প্রত্যাশা ছিল আমার বাবা হবেন একজন ঝাকড়া চুলের
রক গ্রুপের ড্রামার। বন্ধুরা ঈর্ষা করত... তার বদলে
জীবনে কী পেলাম? এক টেকো ব্যবসায়ী বাবা!



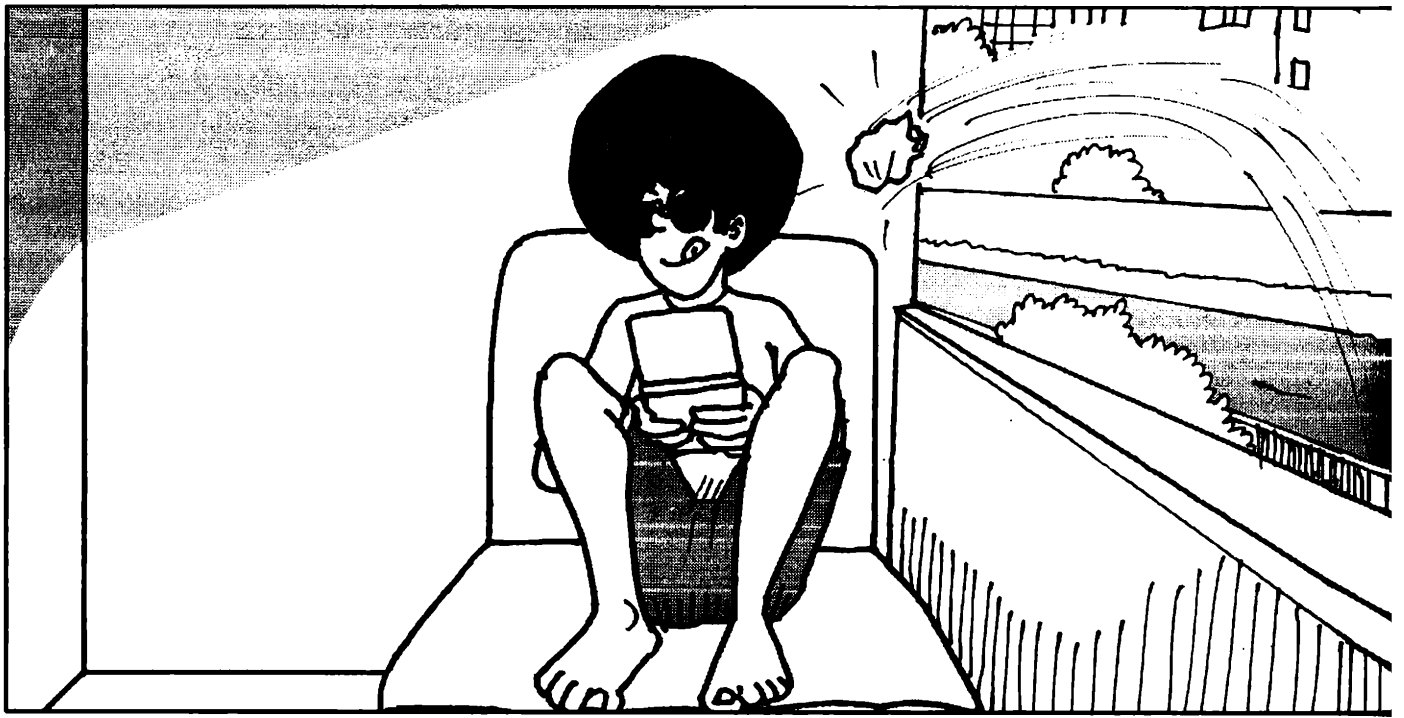
ওরে সালেকা!
ওরে মালেকা!

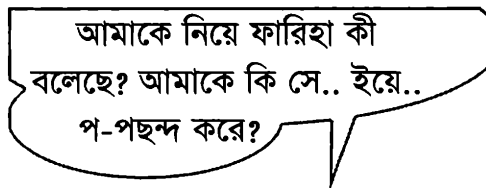


এই ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য তুই দায়ী! কারণ তুই বাবাকে
বলেছিস সে ROCK STAR হলে তুই নাকি সুখী হতি!











হুঁ হুঁ, ম্যাজিক এসে তোর জিভ ছিঁড়ে
জবান বন্ধ করে দেবে।

যত্নসব!



নোহ! তোমার মেয়ে রিয়া অবশেষে একটা ছেলেকে পছন্দ করেছে!



ছেলেটা ড্রাইংরুমে বসে ছোট
ছেলে রাজীবের সাথে গল্প করছে!
যাও, দেখে এসো!

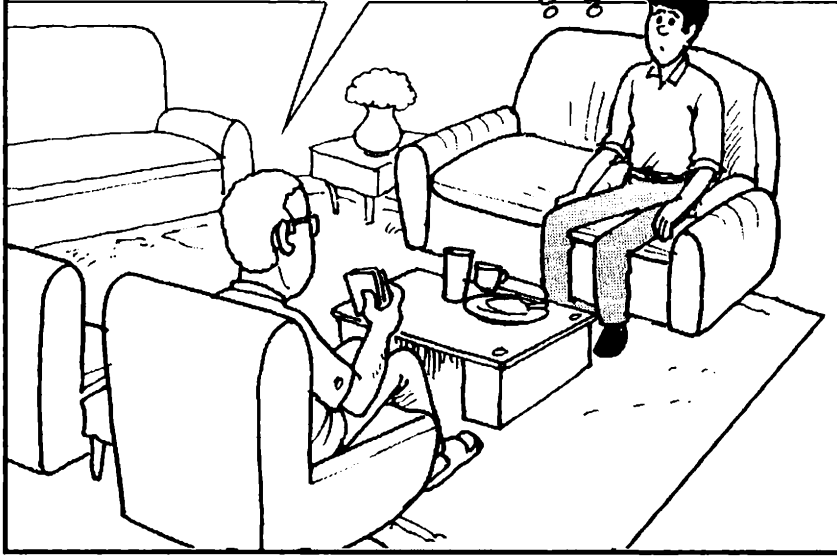






তুমি একটু জোকার টাইপের ছেলে... তবে যেহেতু রিয়া তোমাকে পছন্দ করেছে, তোমাকে একটা সুযোগ দেব রিয়াকে জয় করার...

??



আমার সাথে এ বেলা তাস খেলে জিততে হবে। নাও, কার্ড দিচ্ছি!



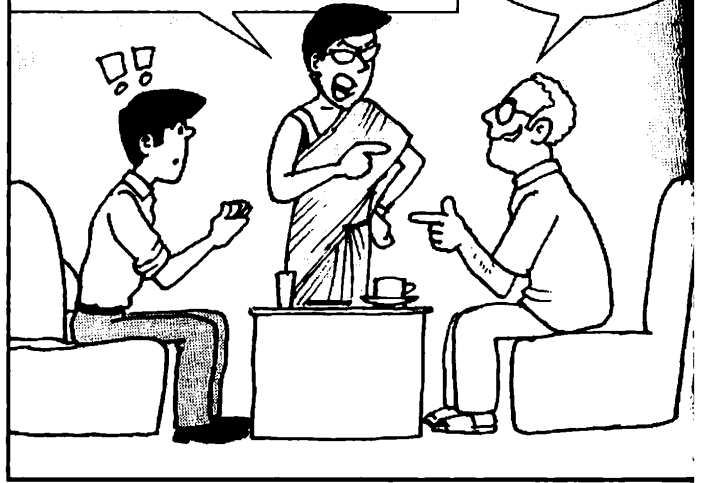
নওশাদ হক? আবারও চালাকি করে ছুতো বানিয়ে জুয়া খেলছ?!

আরে নাঃ... ইয়ে...



নওশাদ, আমি কিছুতেই তোমাকে এই নিষ্পাপ খেলের সাথে খেলতে দেব না!

শোনো দিয়া- ও নিষ্পাপ নয়, পোংটা ছেলে!



না! মনে আছে- ১৯৭৯ সালে জুয়ার কারণে তোমার প্রিয় বন্ধু তালিব হয়ে গেল তোমার শত্রু?



তালিব! ওই প্রতারকের কথা মনে করিয়ে দিলে মেজাজটা খারাপ করে। ওই প্রতারকের জন্য আমি আজ জুয়া খেলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত!!



আরে মা, তোর বুঝি ওই ফাজিল ছেলে বেসিককে পছন্দ
হয়েছে? আমারও পছন্দ...

বাবা... যাও!!

আরে লজ্জার কী আছে?
আমি আগামী সপ্তাহে
ছেলেটার বাসায় যেতে চাই।
বেসিকের সাথে বিয়ে।
তাকে দারুণ মানাবে!!

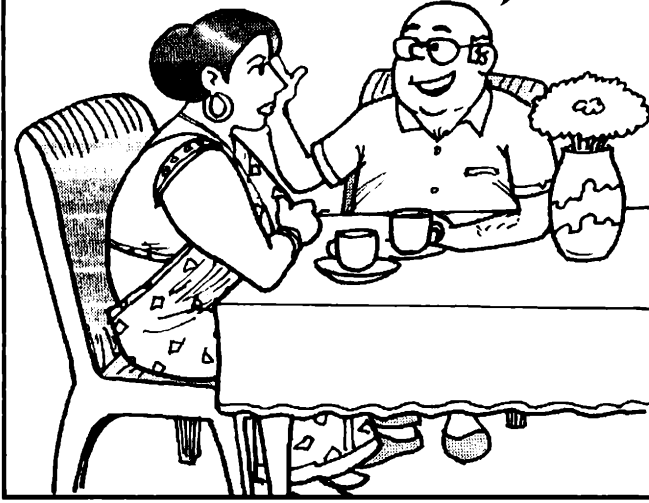


বেসিককে বিয়ে? হায়...

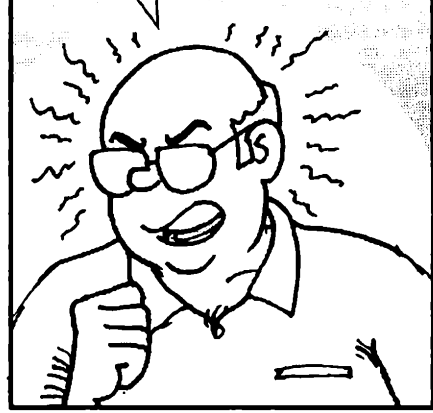
ধ্যাৎ... ভুলেই গিয়েছিলাম
মেয়েটা বেশি সেনসিটিভ!



মেয়ের বাবা এন হক আমাদের বাসায় আসতে
চায়? অবশ্যই! এ তো আমার মনের কথা...
বাউডুলে বেসিকটার বিয়ে হবে!!



আচ্ছা এন হকটা কে? ব্যাংকার?
মানে ওই শয়তান নওশাদ হক
নইশ্যা না তো... দেখো মলি,
নওশাদ হলে এ বিয়ে হবে না!
ওকি, তুমি ওটা কী বের করছ?



ইইই...! মাকড়শা! ওরে বাবা এগুলো
তুমি পুষছ কেন... আমাকে দেখাচ্ছ
কেন?

এগুলো ছেলের বিয়ের
নিশ্চয়তা!



মাকড়শা দিয়ে ভয় দেখিয়ে
বেসিকের বিয়ের নিশ্চয়তা
চাইছ কেন? আমি তো
এমনিই রাজি!!

রিয়া হক হচ্ছে
তোমার শত্রু
নইশ্যার মেয়ে!



রিয়া নইশ্যার... মানে
নসূর মেয়ে? নেহী ইই!
NOO... হবে না... এ
বিয়ে হবে না! মাকড়শা
দিয়ে ভয় দেখালেও
হবে না!!



তাই? এই কাঁটাটা প্লেটে
ঘষলে একটা দাঁত
শিরশিরানো শব্দ হয়...



বলো রাজি?



বিল্ডিং কাঁপছে! ভূমিকম্প নাকি?



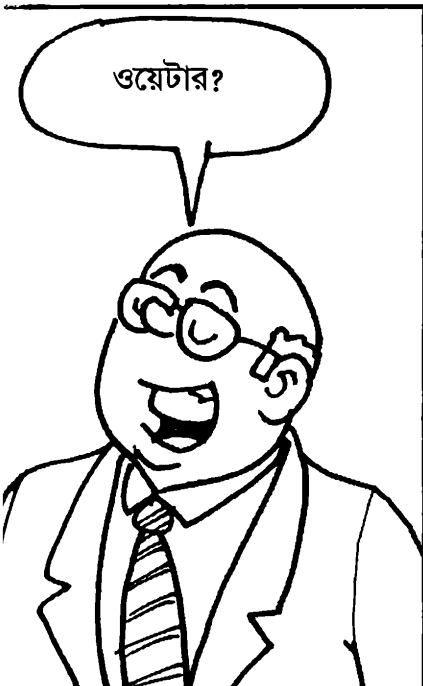
কম্পনটা ডাইনিং রুম থেকে
আসছে!!



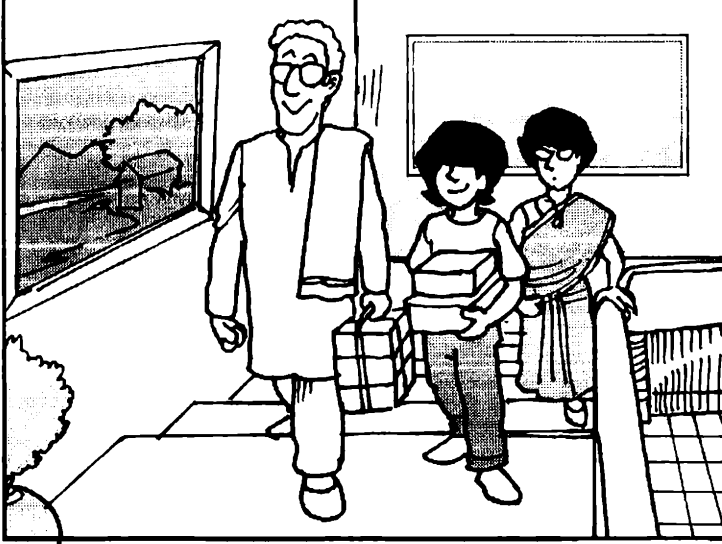
তা তা মু থৈ থৈ মু নইশ্যার মেয়ে....



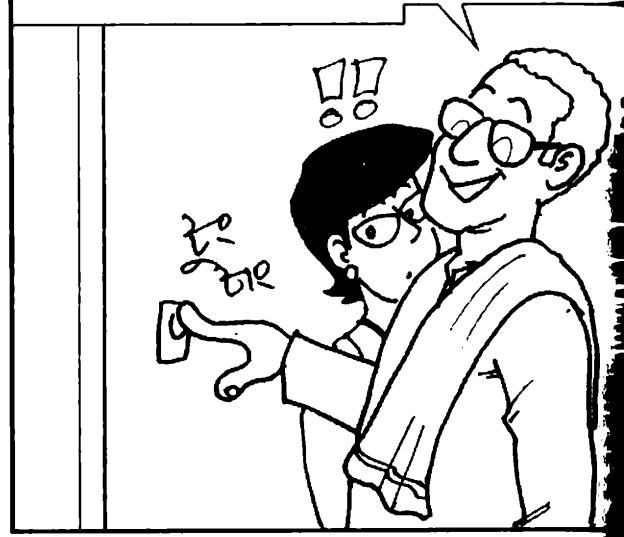




অবশেষে রিয়ার বাবা নওশাদ হক এসেছে বেসিকের বাসায়, বিয়ে নিয়ে প্রাথমিক কথা বলবে। নওশাদ এখনও জানে না, বেসিকের বাবা তালিব যে তার শত্রু।



আগেকার দিনের মতো খুব রুচিশীল বাড়ি! বোঝা যাচ্ছে বেসিকের বাবা খুবই ভদ্রলোক মানুষ... পরিবারকেন্দ্রিক... অর্থলোভী বড়লোক না!



যাক! এত দিনে সত্যটা স্বীকার করলি যে আমি ভদ্রলোক!!



তা
লে
ই
ঝা!

তোর মেয়ে যদি তোর খবিস চেহারাটা পেত, কখনোই তার সাথে বেসিকের বিয়ের কথা ভাবতাম না!

বেসিককে কখনো জামাই বানাব না



তোরা ভেতরে বস, আমি ওদের ভেতরে আনছি!

মেথর!
পামড়!
চামাড়!

ইতর!
বানর!
জোকার!

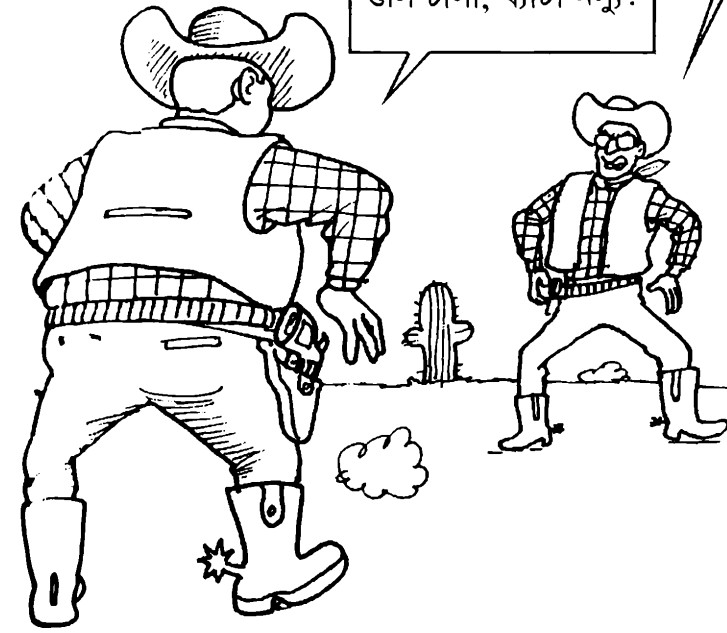


তালিব! নওশাদ! যাও ভেতরে গিয়ে মারামারি করো, না হয় আমি তোমাদের মার লাগাব!



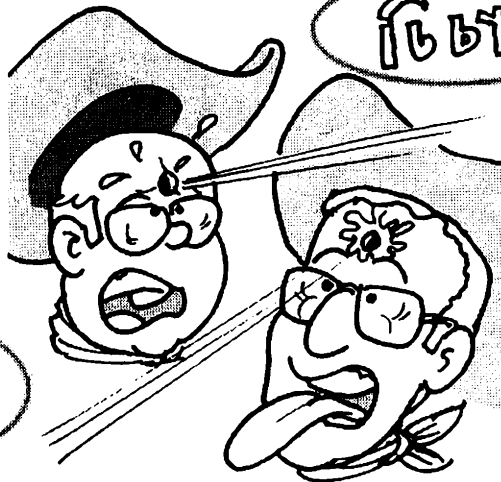
আমি ডুয়েল লড়ে তোর সাথে দফা-রফা হবে, তালেইব্বা!

গুলি চালা, ব্যাটা নস্যু!

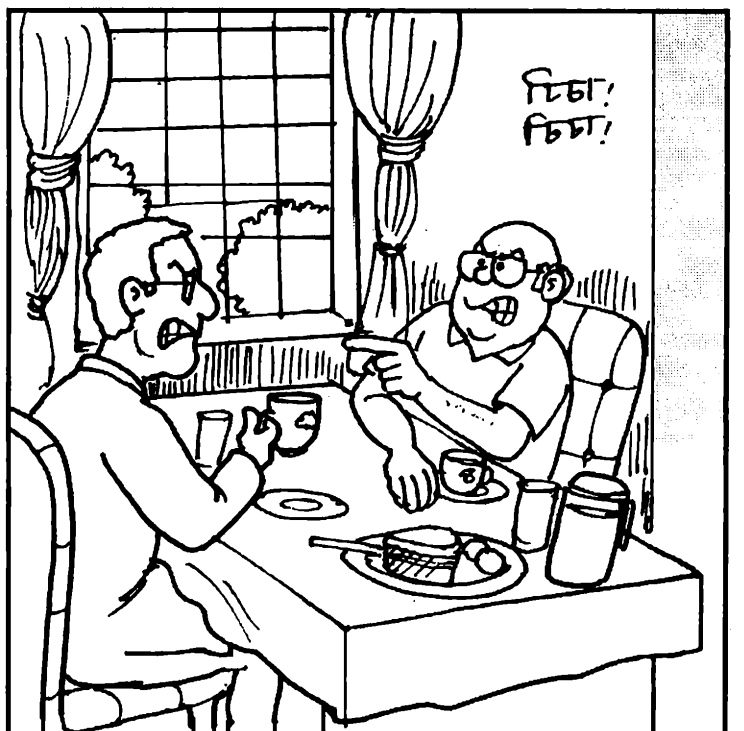


টিট!

টিটু!



টিটা!
টিটা!



মলি তো কিছুতেই গুপ্ত-সদৃশ তালিবের সাথে প্রেম
করবে না। কিন্তু হাত-সাফাইয়ের রাজা তালিব ঠিকই
ওর হৃদয় চুরি করে ফেলল।



এদিকে কথাবার্তায় অদক্ষ নওশাদ তালিবের
সাহায্য নিয়ে দিয়াকে জয় করার শেষ চেষ্টা
করছে- এক দান জুয়া!

যদি আমি জিতি, তুমি আমার হবে!

আর আমি জিতলে?



আমি জিতেছি!
আমি জিতেছি!

আমি হেরেছি? হায়! এখন
আমি তোমার...!



১৯৭৮ সালে তালিব এবং নওশাদ মলি ও দিয়াকে বিয়ে করে মহা আনন্দে সময় কাটাচ্ছে। স্বল্প বেতনের চাকরি করলেও ওরা নিবেদিত প্রেমিক এবং সুখী মানুষ। একসাথে বেড়াতে যাওয়া ছাড়াও তালিব আর নওশাদ নিয়মিত তাস খেলত।



তালিব তখনও জুয়াতে হারত... কিন্তু হাতে চুম্বকের বেল্ট পড়ে খেলত... যাতে সব পয়সা চুম্বকের টানে ওর কাছে চলে আসত।



আর যা-ই পারিস, তালিব- তুই কখনোই আমার সাথে জুয়ায় একবারও জিততে পারবি না!



১৯৭৯ সাল। তালিবের বাসায় নওশাদ নিয়মিত জুয়া খেলে এবং জেতে।

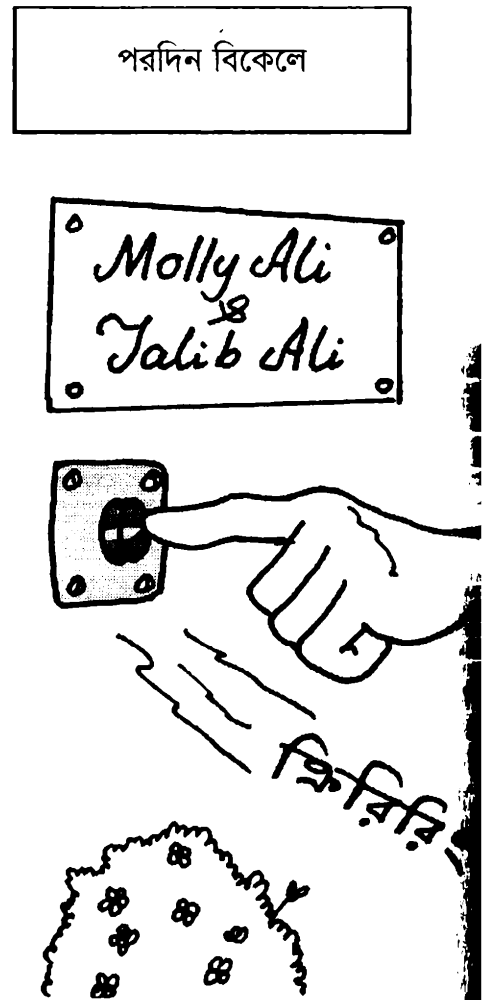
পরদিন নওশাদের পেছনে আয়না বসিয়ে তাস খেলতে বসে তালিব। জয় অনিবার্য!



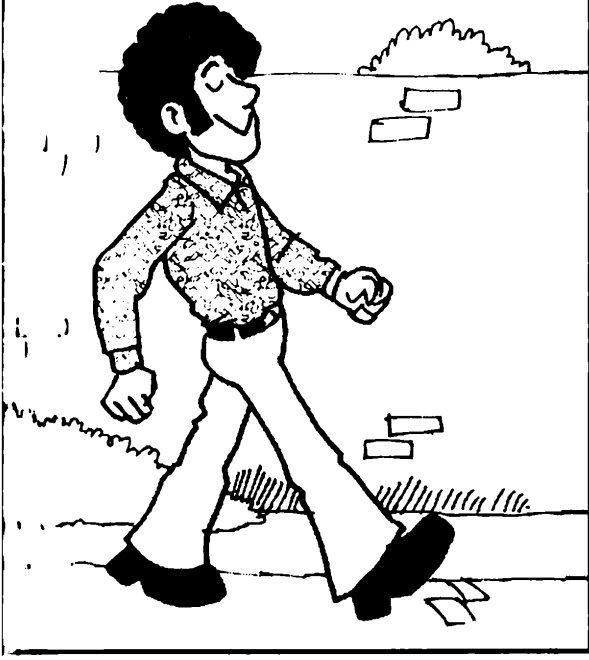
আমি তালিবের কাছে হেরে গেলাম...? অ্যাক!!



তালিবের কাছে জীবনের প্রথম জুয়ায় হেরে নওশাদ দাঁত খিঁচড়ে জ্ঞান-হারা। কত টাকা হেরেছে? $৫ \text{ পয়সা} \times ৪০ = ২ \text{ টাকা}!!$



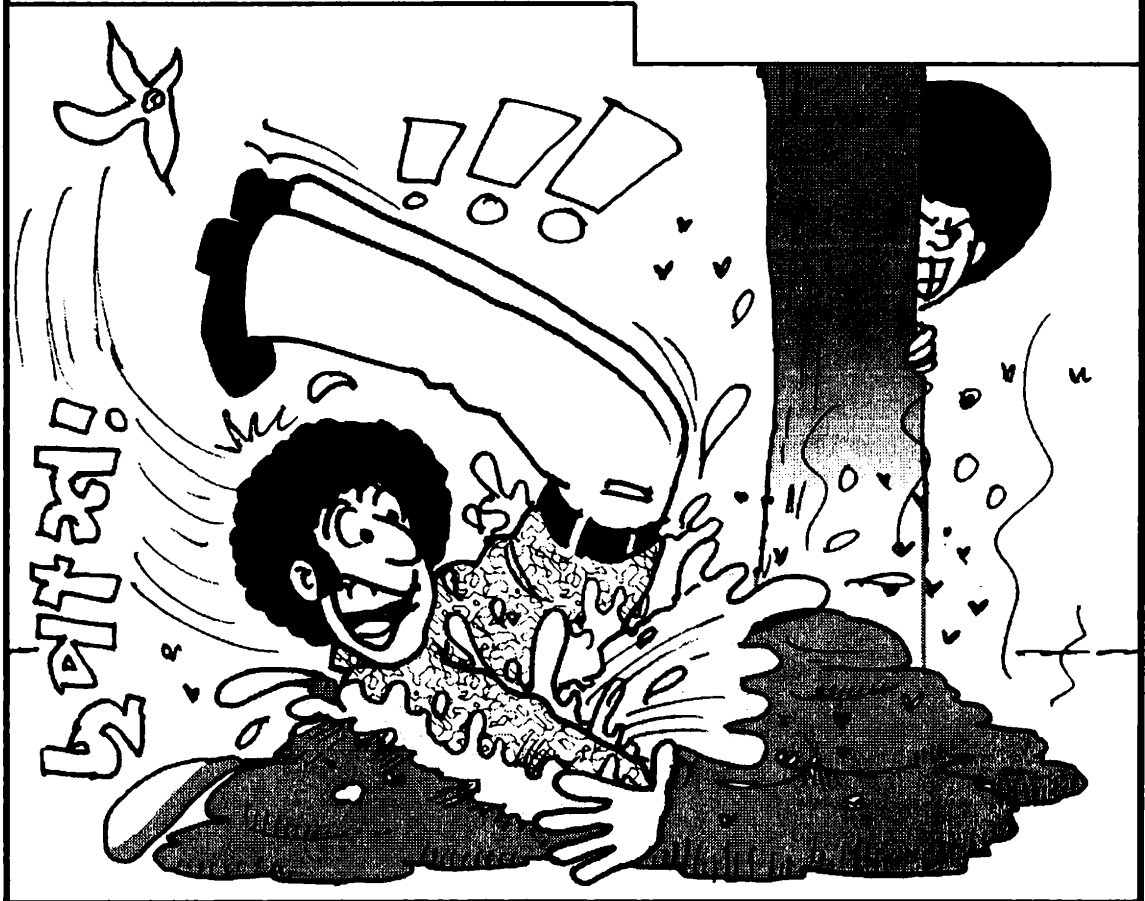
নওশাদের গোবর-কৌতুকের শিকার হয়ে পরদিন
তালিব প্রতিশোধ নেয়।



ঈদের কাপড় পরে নওশাদ এক ডজন কলার খোসায় পা
দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না!



আধমণ গোবরের স্তূপে পড়ার জন্যও সে প্রস্তুত ছিল না!



দুই বিবাহিত চাকরিরত যুবক এক জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে গোবর-যুদ্ধ শুরু করেছে! শেষে নওশাদ তালিবের জন্য দরজার ওপর এক বস্তা গোবর রেখেছে।



তালিব নওশাদের বাসায় ঢোকার সময় নওশাদের সাহিত্যিক স্বস্তুরের সামনে পড়ে যায়!



স্বস্তুরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল...



নওশাদের সাহিত্যিক স্বস্তুর খুবই সেন্টিমেন্টাল লোক। সে কিছুতেই
গোবর-মস্করার জন্য নওশাদকে ক্ষমা করল না।

বেয়াদপ জামাই!



এর জন্য দায়ী তোর
জামাইয়ের জুয়ায় আসক্তি!

তালিব জুয়ায় চুরি না
করলে এসব হতো
না!

গোবর
সন্ত্রাসী!

জোচর!
বাটপার!



বাস! এই থেকে দুই বন্ধু হয়ে গেল চির শত্রু।
নওশাদের স্বস্তুর পত্রিকায় কলাম লিখল, 'গোবরে যুব সমাজ'- আর এরপর সাতাইশ ৭৩৭
তালিব ও নওশাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ রইল।।



শাশুরের বাসা থেকে বের হবার আগে কথা দাও যে
তুমি বেসিক-রিয়ার বিয়েতে রাজি!!



এই শেষবারের মতো মিষ্টি
করে বলছি...



শে.. শেষবার?
এরপর কি তোমার
খিটখিটে বুড়ো
বাবাকে ডেকে আনবে
নাকি বাসায়?

ঠিক আছে মলি, তোমার ছেলের সাথে
রিয়ার বিয়ে হবে...

ঠিক আছে, দিয়া! মেনে
নিলাম!



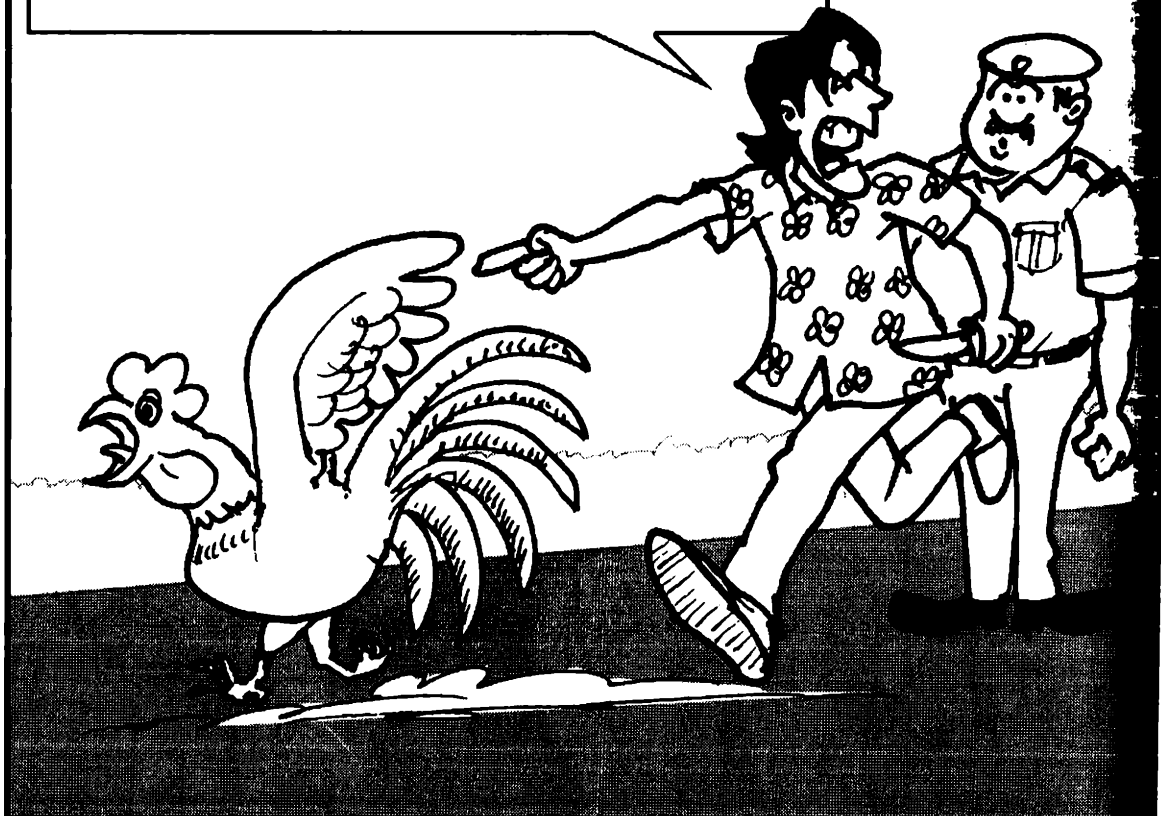
শালা, পালাবি কোথায়? দাঁড়া!!



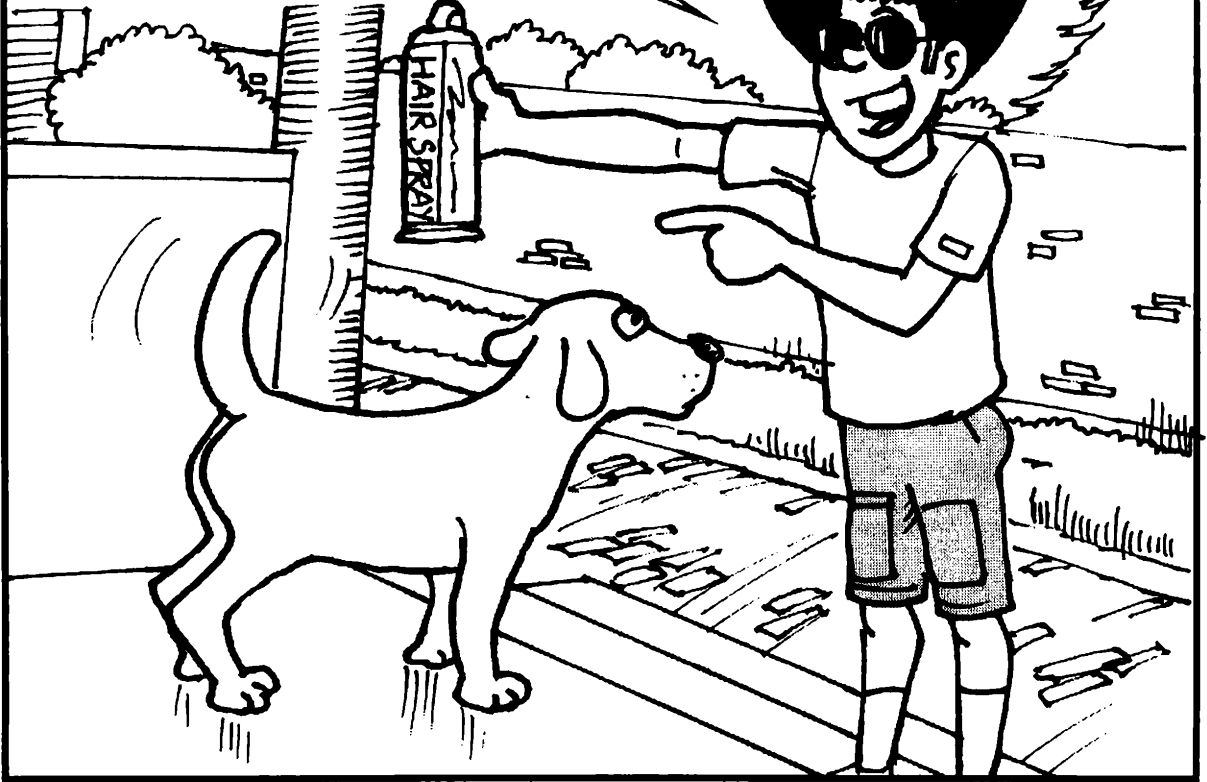
অস্ত্র নিয়ে রংবাজি!
YOU ARE UNDER ARREST!



আরে মিয়া ছাড়েন! আমার বাজারের মোরগা
পালিয়ে যাচ্ছে!



ভোলা! ATTENTION! এটা হচ্ছে HAIR SPRAY!
দেখ, এটা দিয়ে কেমন আমার চুল খাড়া করে রেখেছি!



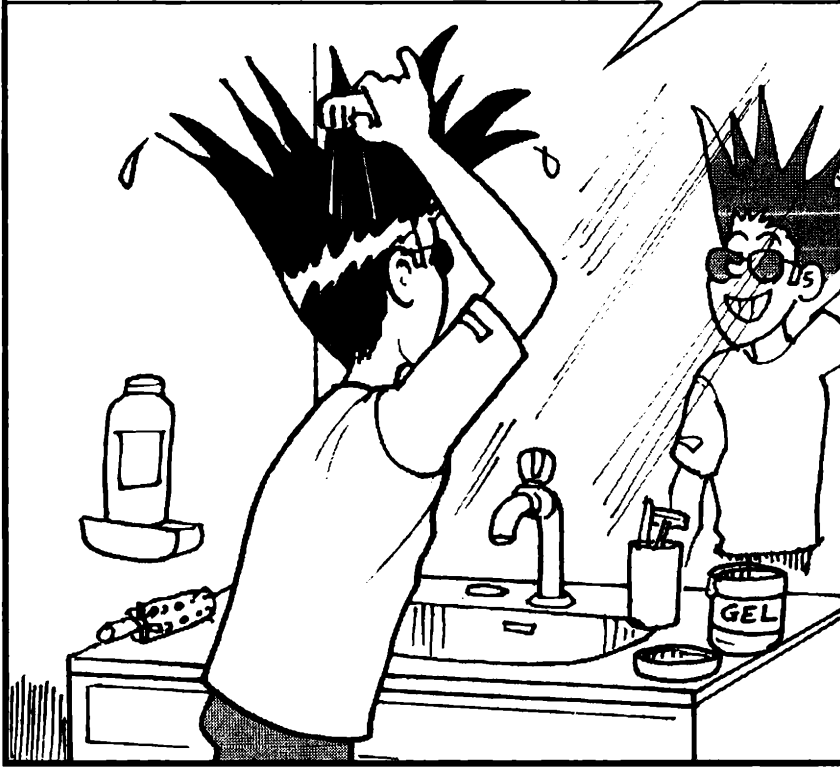
চুপচাপ দাঁড়া!



কে বলেছে কুত্তার
লেজ সোজা হয় না...
হি হি হি...!



হিঃ হিঃ ভাইয়ার জেলটা যেন.পাওয়ার জেল... আমার
পাগলা চুলকে খাড়া করে রেখেছে!



হায়! হায়! সব জেল শেষ
করে ফেলেছি! ভাইয়া তো
মেরে ফেলবে!



ফুলমতি বুয়া, জলদি এ ডিব্বায়
ভাতের মাড় দাও!

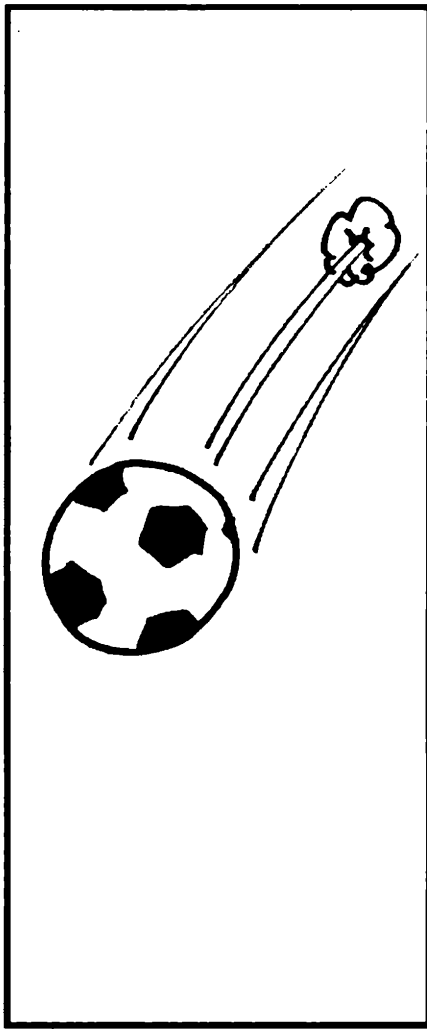


আ?

পরে

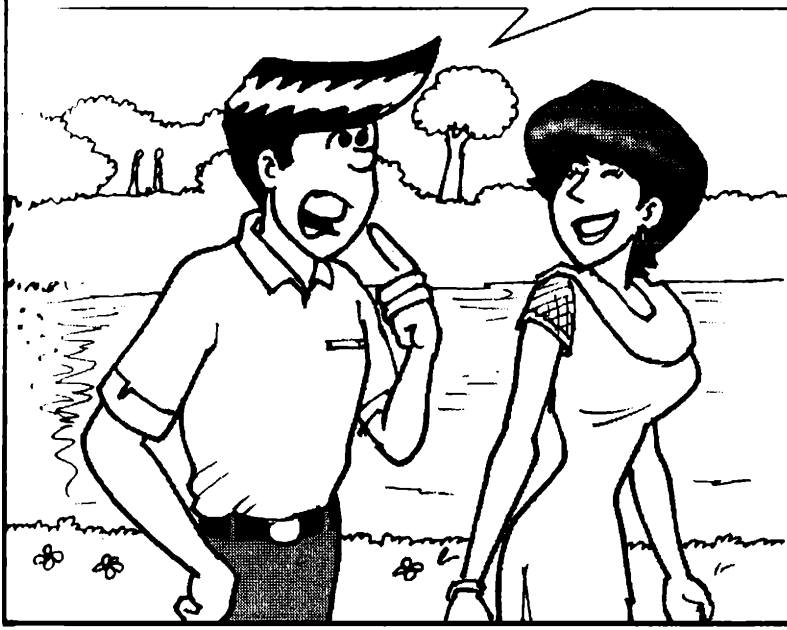
কী ব্যাপার? জেল থেকে
এমন ভাত-ভাত গন্ধ
আসছে কেন?





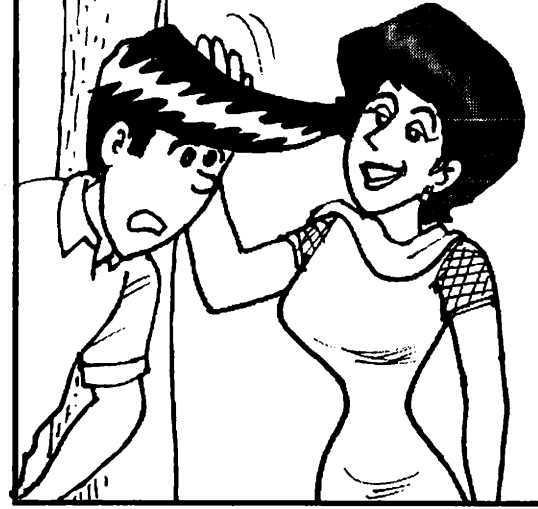


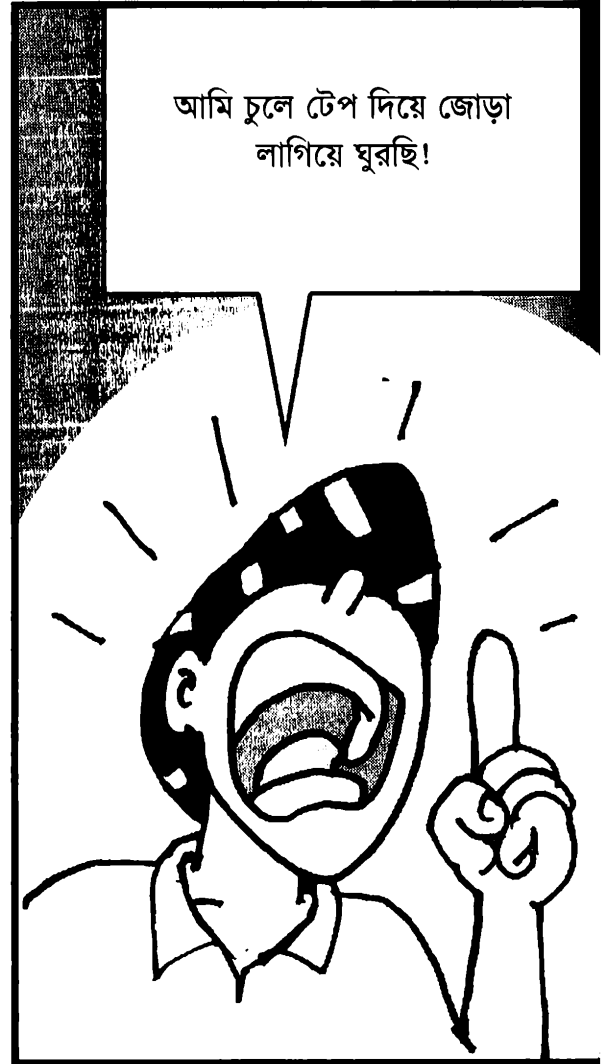
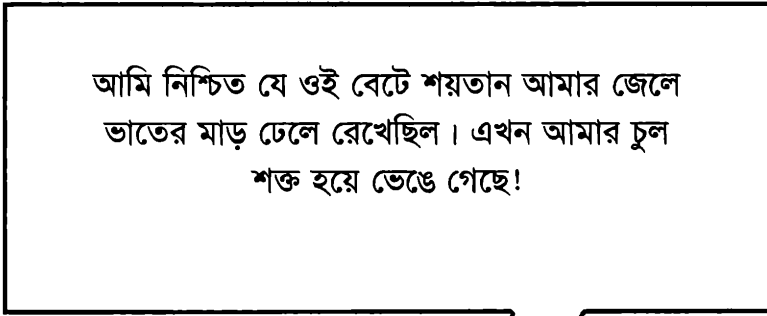
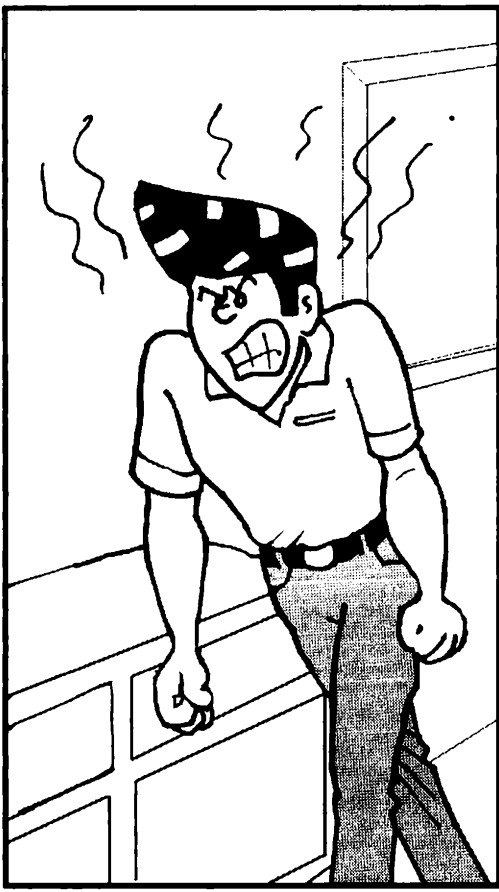
আমার চুলটা হাস্যকর লাগছে কারণ চুলে যে জেলটা
লাগিয়েছি ওটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে! মনে হয়
যেন ভাতের মাড় মেখেছি!

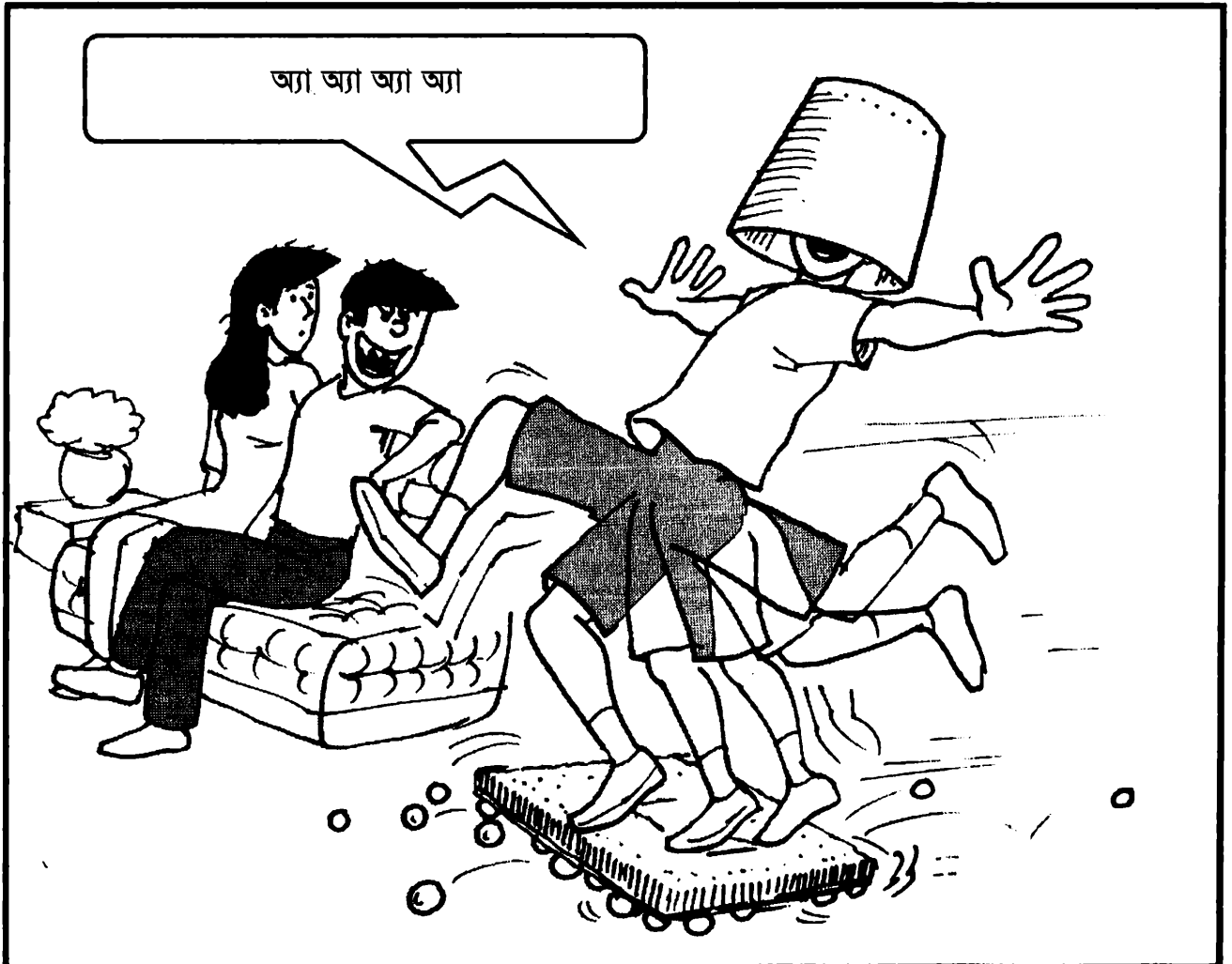


দেখো কেমন লোহা হয়ে
আছে চুলটা!

হিঃ হিঃ

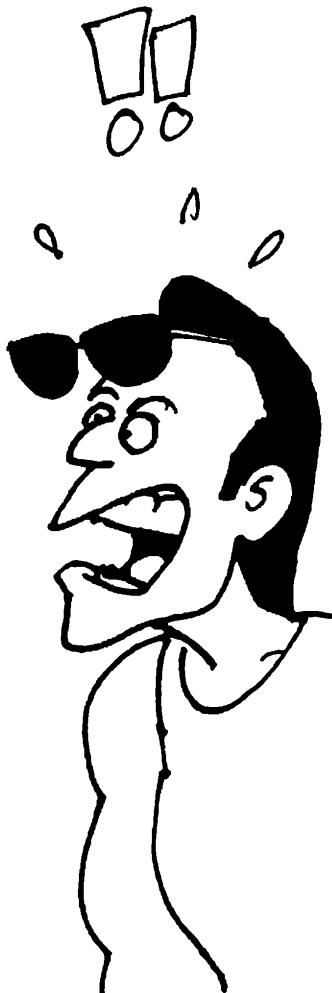
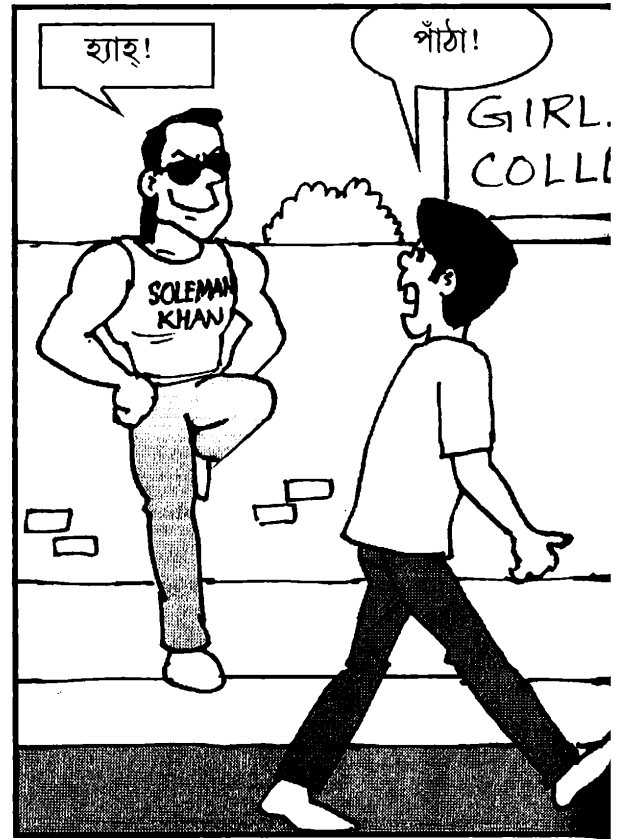


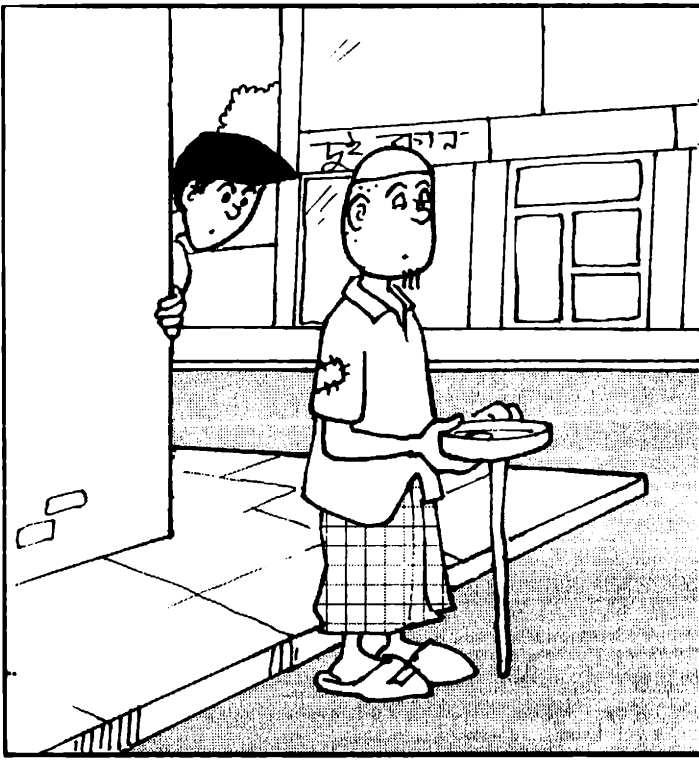


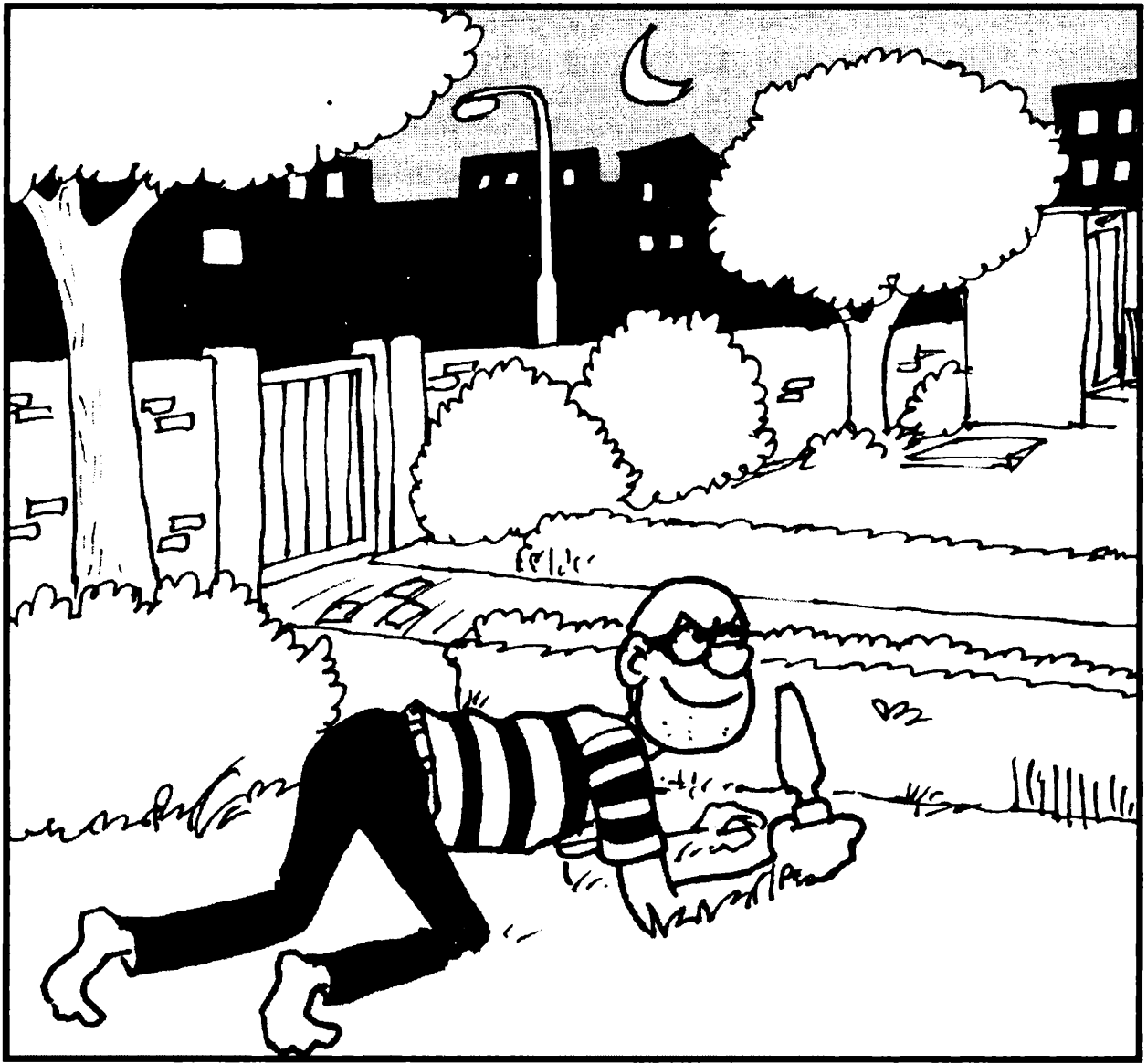


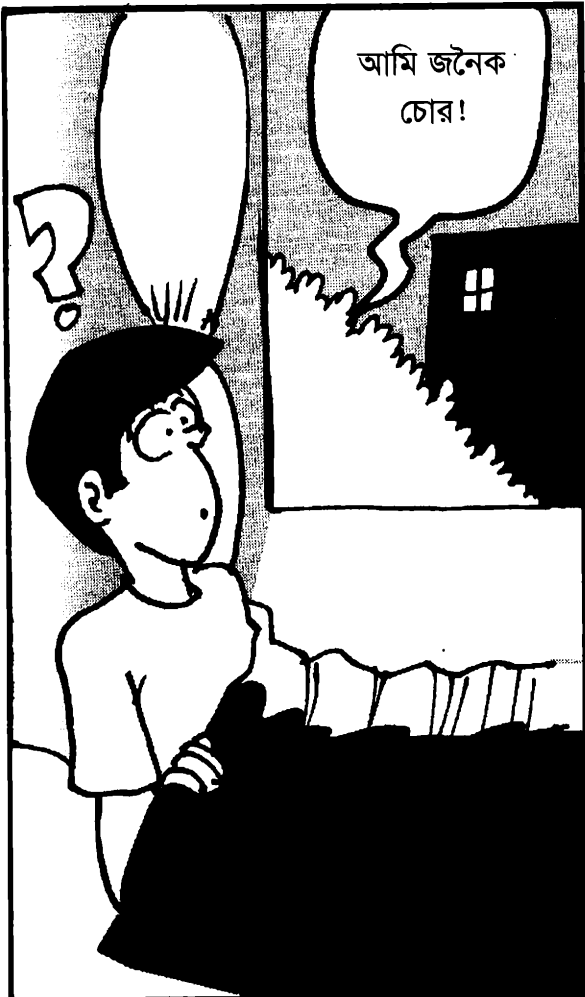
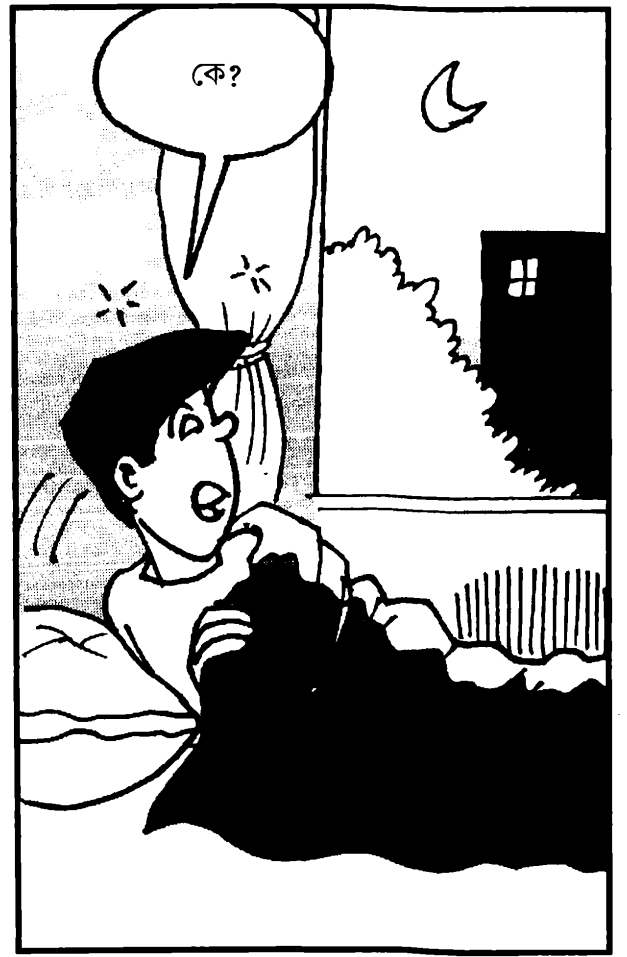


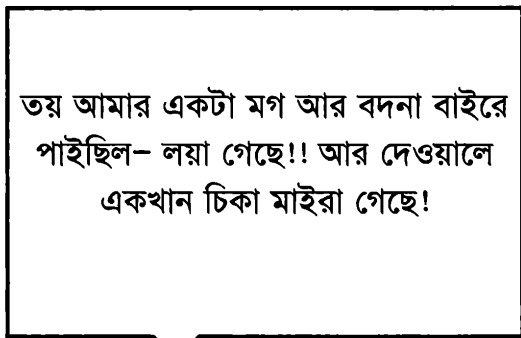


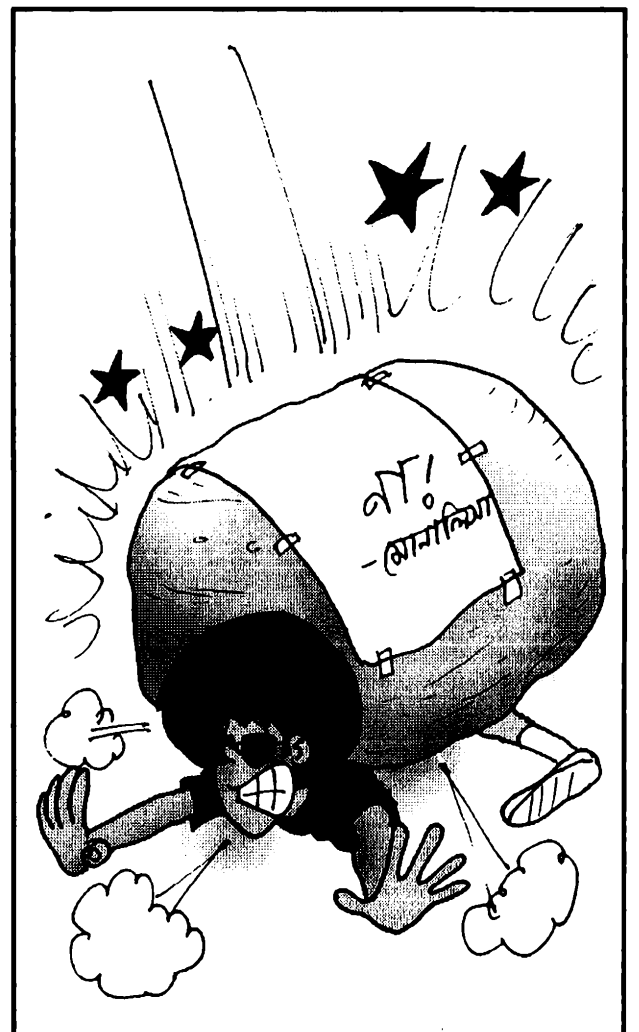
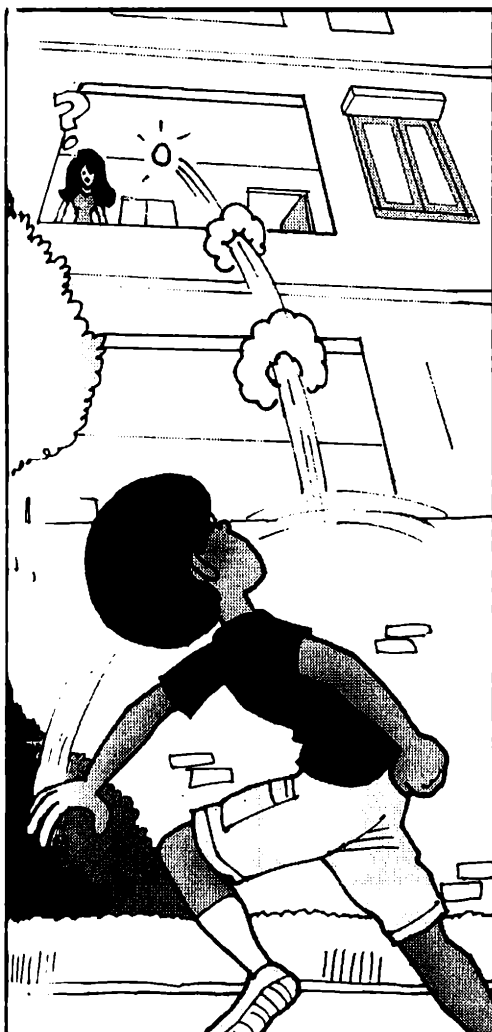
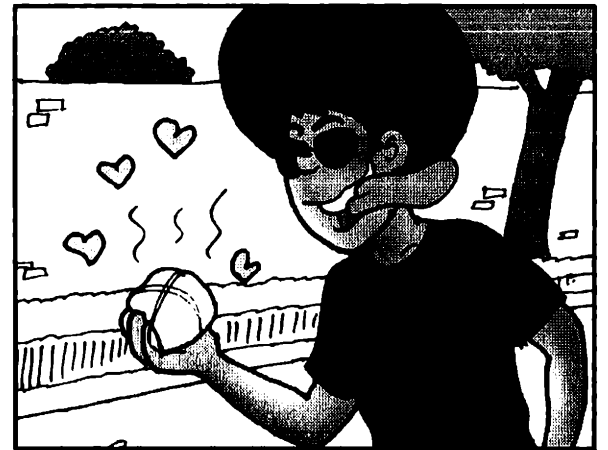














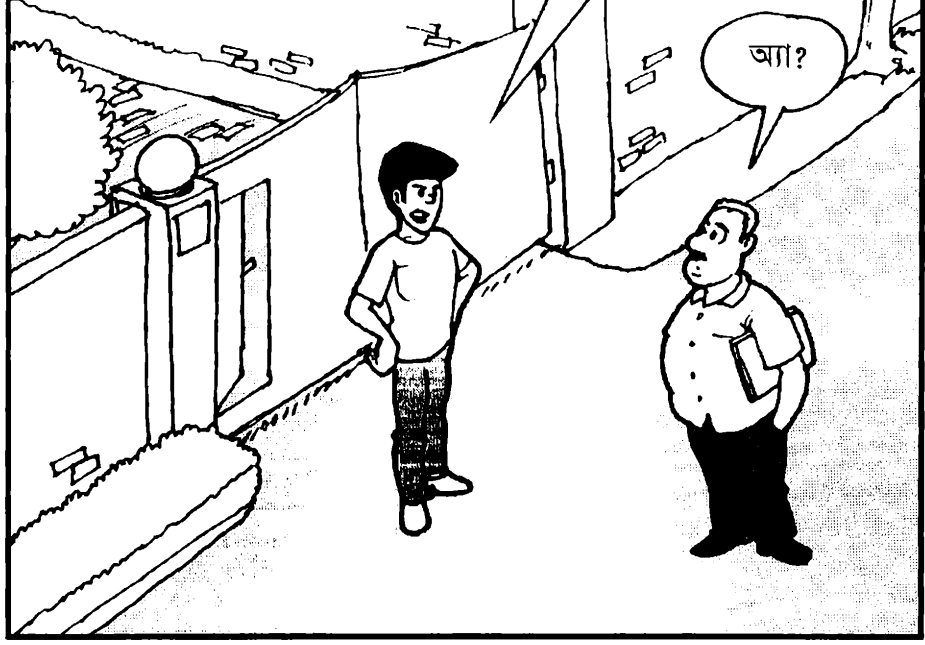






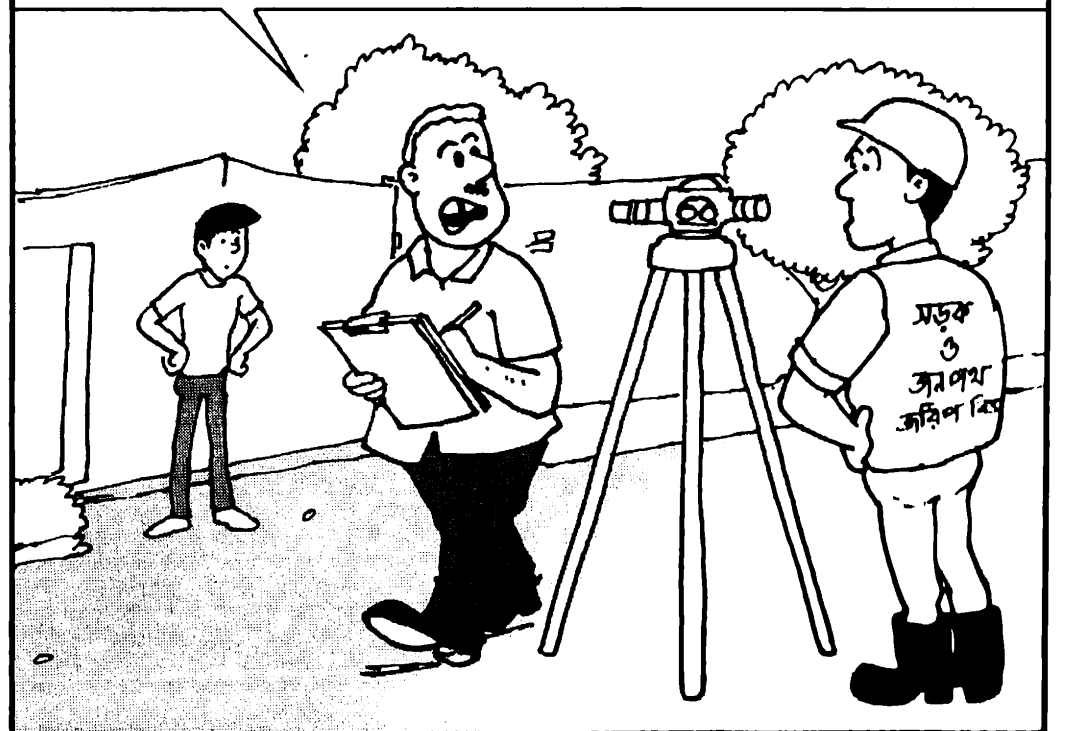


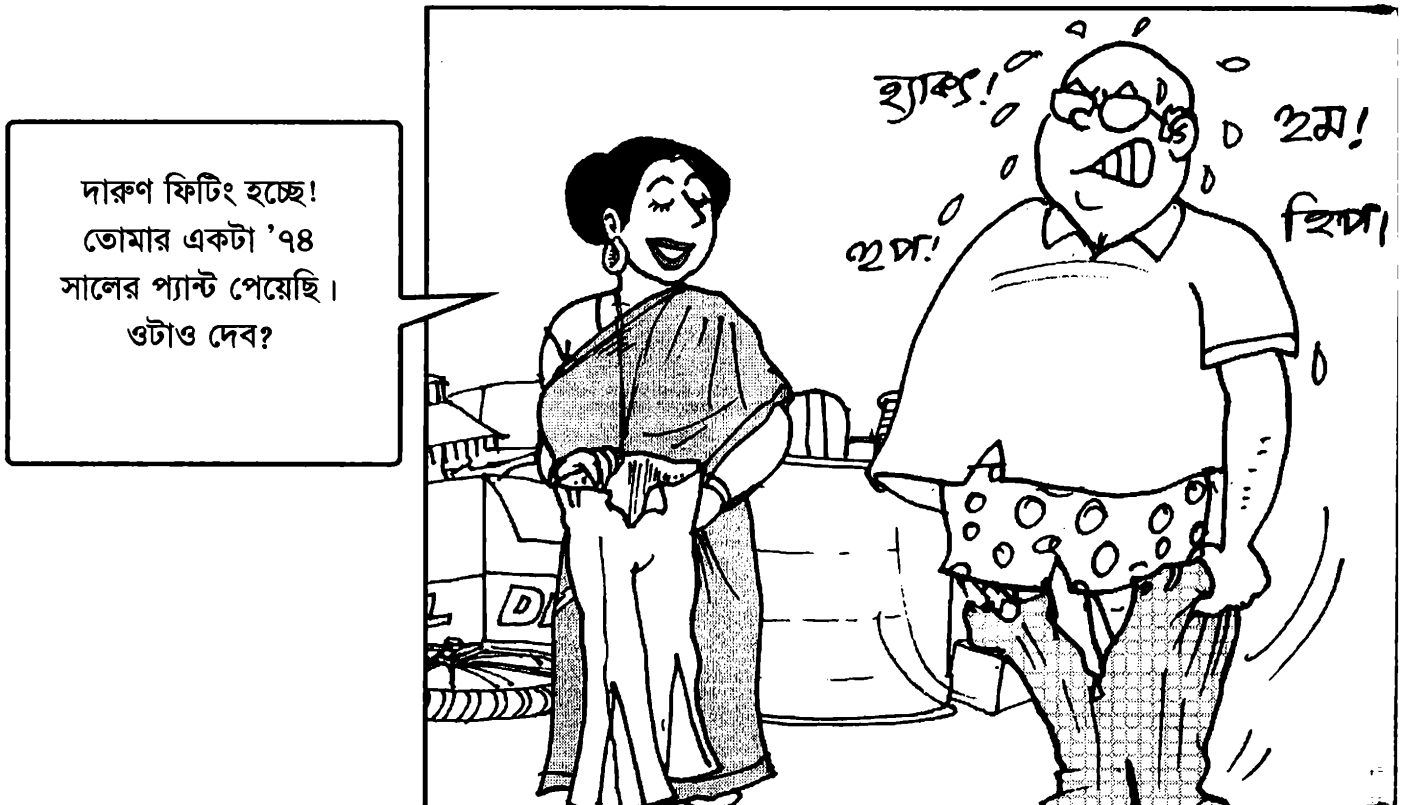
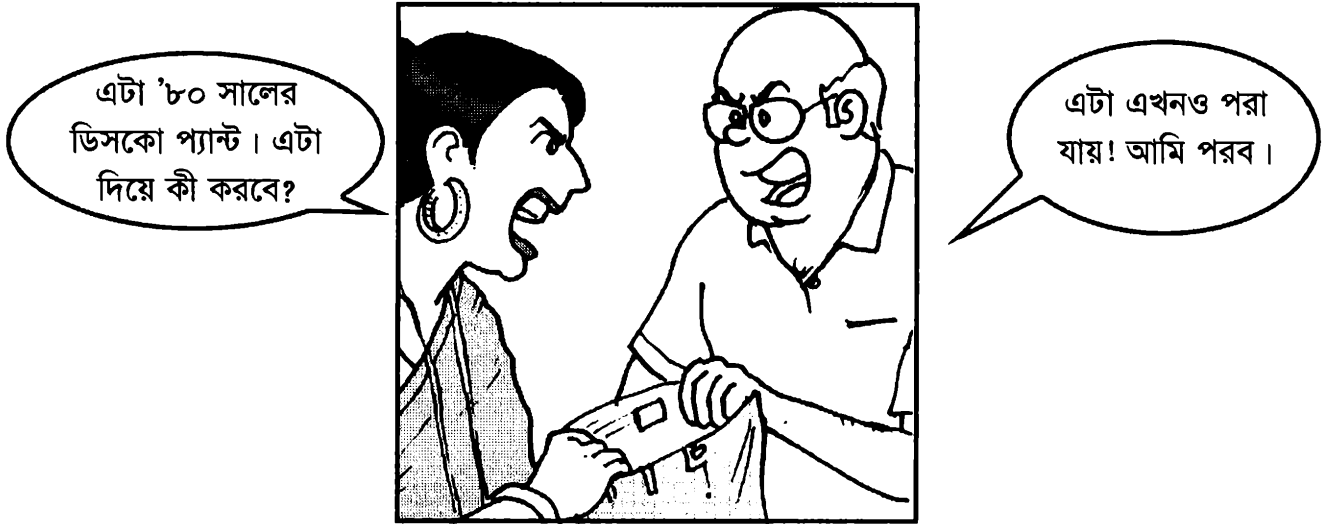
পনেরো মিনিট ধরে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন!! এ
বাসায় কাজ না থাকলে যান রাস্তা মাপেন!



না! কোনো 'আ্যা' নয়।
রাস্তা মাপেন, না হয়
পুলিশ ডাকব!

.. অনেক বিশ্রাম হয়েছে- চলো কুদ্দুস, রাস্তা মাপার কাজটা
আবার শুরু করি!





বেসিক তোর মায়ের সাথে আমি ঝগড়া
করেছি! বাসায় আয়!

খুবই চিন্তার
বিষয়!



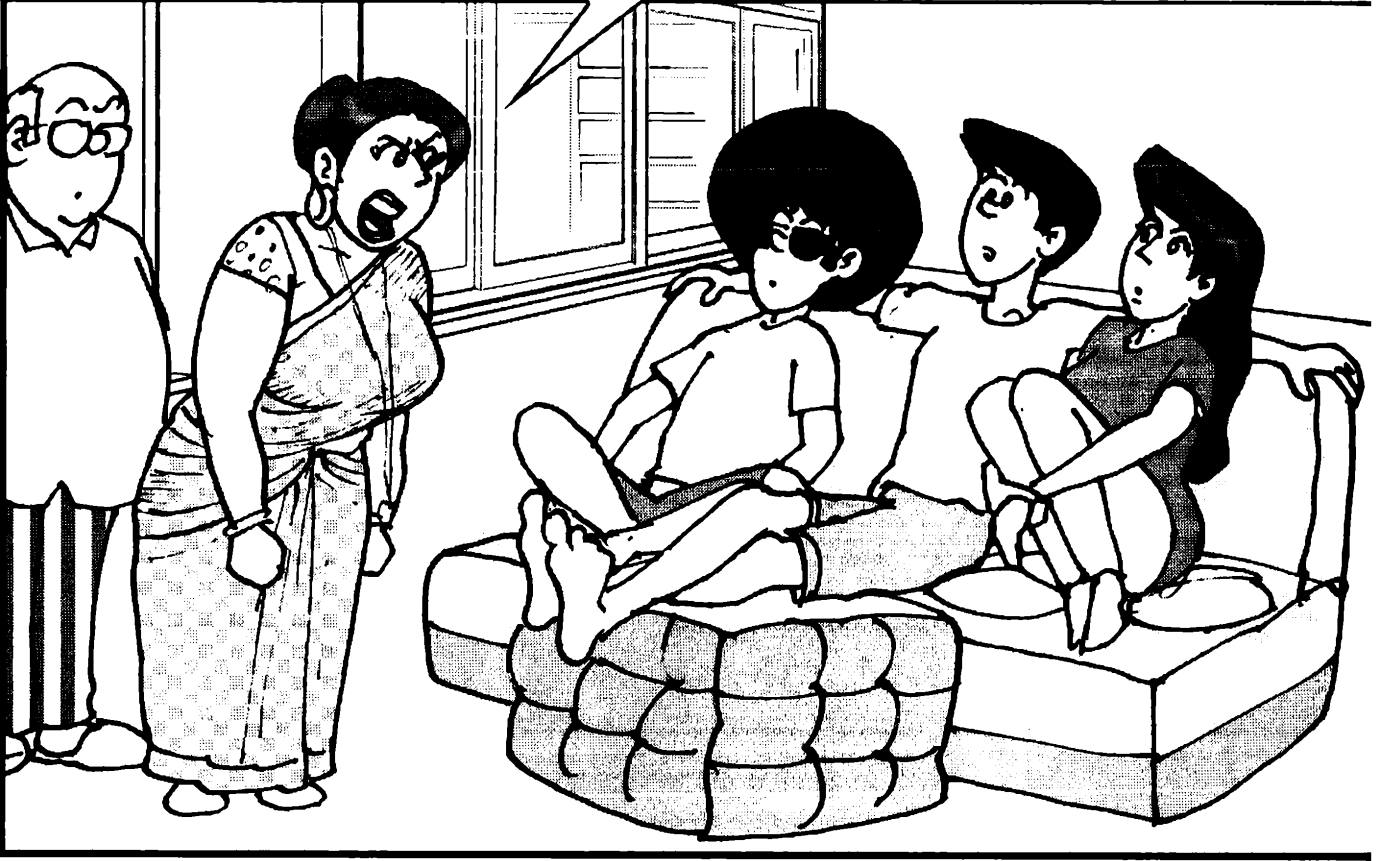
তোর মা সব পুরানো জিনিস ফেলে
দিচ্ছিল বলে ঝগড়া! বললাম, আর
কী কী পুরানো জিনিস
ফেলে দেবে...



.. তোর মা আমাকে ফেলে দিয়েছে!



তোরা মনে করিস তোদের বাপ সাধু? সে হচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণ
মানুষ। তার পুরানো কাপড় ফেলে দিয়েছি বলে সে আমার ওপর
প্রতিশোধ নিচ্ছে! সে আমার জিনিস নষ্ট করে দিচ্ছে!



মোটোও না! আমি প্রয়োজন
ছিল বলে তোমার জিনিস
ব্যবহার করেছি!
নষ্ট করিনি।



ঠিকই বলেছ... আমার এক বোতল শ্যাম্পু আর
এক বোতল কন্ডিশনার ব্যবহার করার পর
তোমার টাকটা ঝিলিক দিচ্ছে!





বাংগু মাস্টার, আমার সিল্কের শার্টটা ঠিক-ঠাক
মতো তৈরি করেছ তো?

অবশ্যই! আমার মতো
ভালো টেইলার এই যুগে
পাইবেন না!



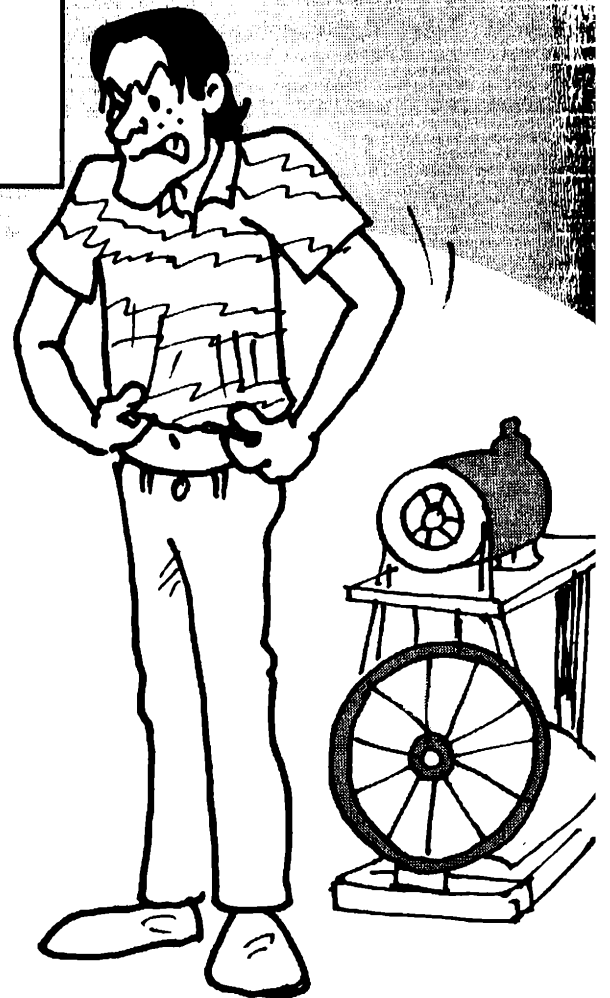
আমি ওইসব পচা রেডিমেড শার্ট বানাই
না! এক নম্বর ফিটিং বানাই! নেন
পইরা দেখেন!



একি! এটা কী
বানিয়েছ?



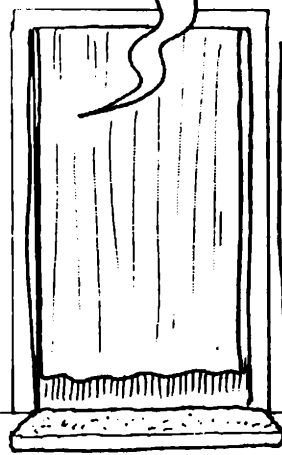
নাঃ! আমার মাপ ঠিকই
আছে! শার্টও ঠিক!
সমস্যাটা আপনি
নিজেই!







এ কূল ভাঙে... ওই কূল গড়ে
কে এই তো নদীর খেলা!



দশীনা ছাই পুত
বাষীক প্রতিযোগিতা
মনোমহন বোর্ড
আজ প্রদীত
মনোমহন চমকে:
- বর্ষীদু/অক্ষন
- পদ্মী
- আই-নিক

তোমার গলায় সুর আছে...

অদ্ভুত...

কিন্তু পল্লীগীতিতে তুমি
ছাড়া প্রতিযোগী নেই।
তিন জন ছাড়া তো
প্রতিযোগিতা হবে না!



প্রতিযোগিতার যা-ই হোক। ওর গলাটা অদ্ভুত।
সুরও আছে, উচ্চারণও ভালো। অথচ শুনলে
মনে হয় একটা আস্ত ব্যাঙ গান গাইছে!

ব্যাঙ? না না, পাতিহাঁসের গলা!



বলু আর শাবাবকে নিয়ে তোমার ঘরে একটু পল্লীগীতি
প্র্যাকটিস করব। তিন জন ছাড়া প্রতিযোগিতা হয় না বলে
স্কুলের প্রতিযোগিতায় অনেক কষ্টে ওদের নাম লিখিয়েছি!



এ KEWL ভাং-এ
ওই খুল ঘড়ে

সর্বোনাশ!



আস্তু! আরে ওরা গান গাইতে পারলে
কি আর প্রতিযোগিতায় নাম লেখাই?
আমাকে ফাস্ট হতে হবে না?



মলি খালা, আজ ম্যাজিকের কারণে আমরা অপমানিত হয়েছি! ওর কথায় আমরা স্কুলে গান প্রতিযোগিতায় আজ গান গেয়েছিলাম। ম্যাজিক সেখানে মেডেল পেয়েছে...

আমরা পেয়েছি ঘৃণা!

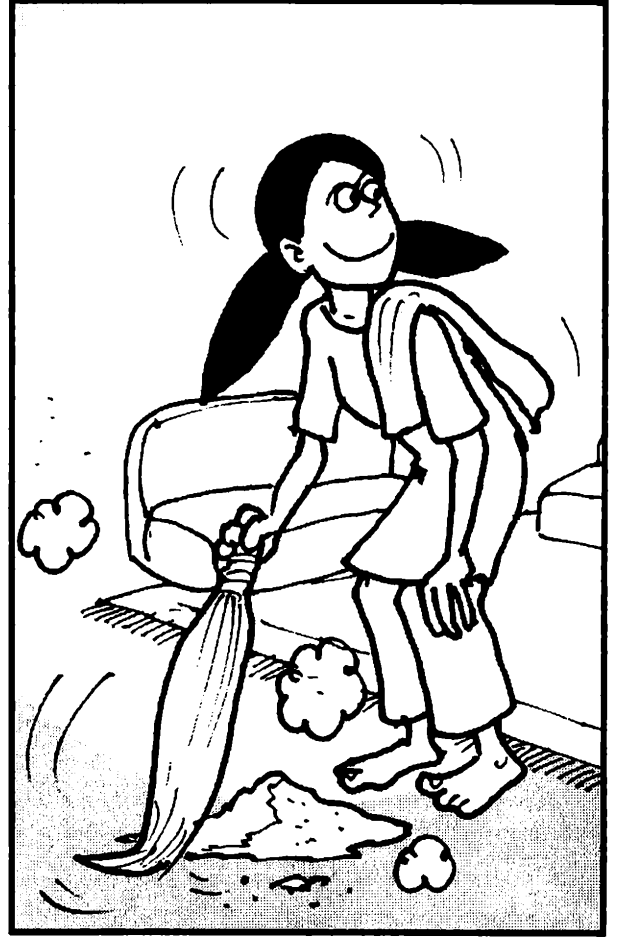


এই যে, ম্যাডেস্ট! এটা আমার পল্লীগীতির মেডেল। আর দর্শকরা বল্টু-শাবাবের গান শুনে এই এক বস্তা টমেটো উপহার দিয়েছে... এটা দিয়ে সস বানাও!



দানিং তুই কাজ-কৰ্মে ফাঁকি দিচ্ছিস, রাজিয়া। এখন
ঠিক-ঠাক মতো ঝাড়ু দে। ফাঁকি দিবি না!

জ্যে, খালাআম্মা!



কাৰ্পিটের নিচে ইবা কীসব লিখা? অ্যা?





হ্যারে হিল্লোল, তোর কি সাহায্য দরকার?
এক্ষুনি তোদের ছাদে আসব কেন?



.. তোরা হাসাহাসি করিস জীবনে
আমি টাংকি মারিনি বলে।
আজ তাই ছাদে এসেছিলাম
টাংকি মারব বলে...

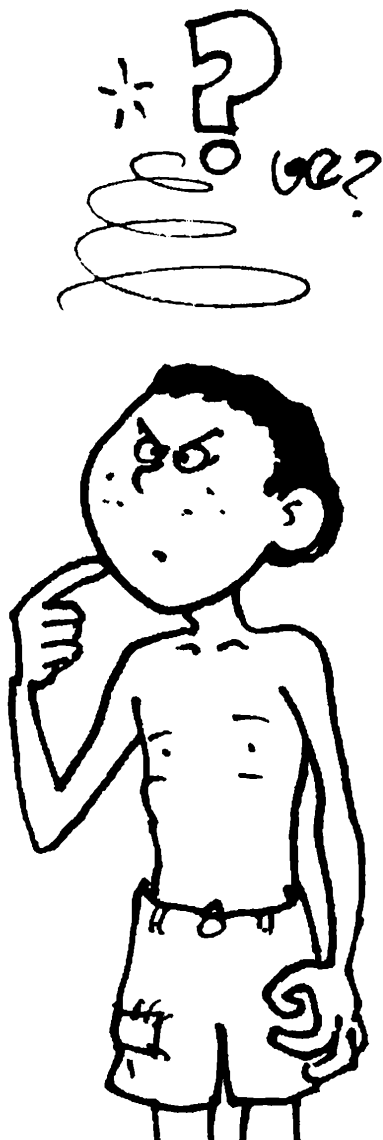


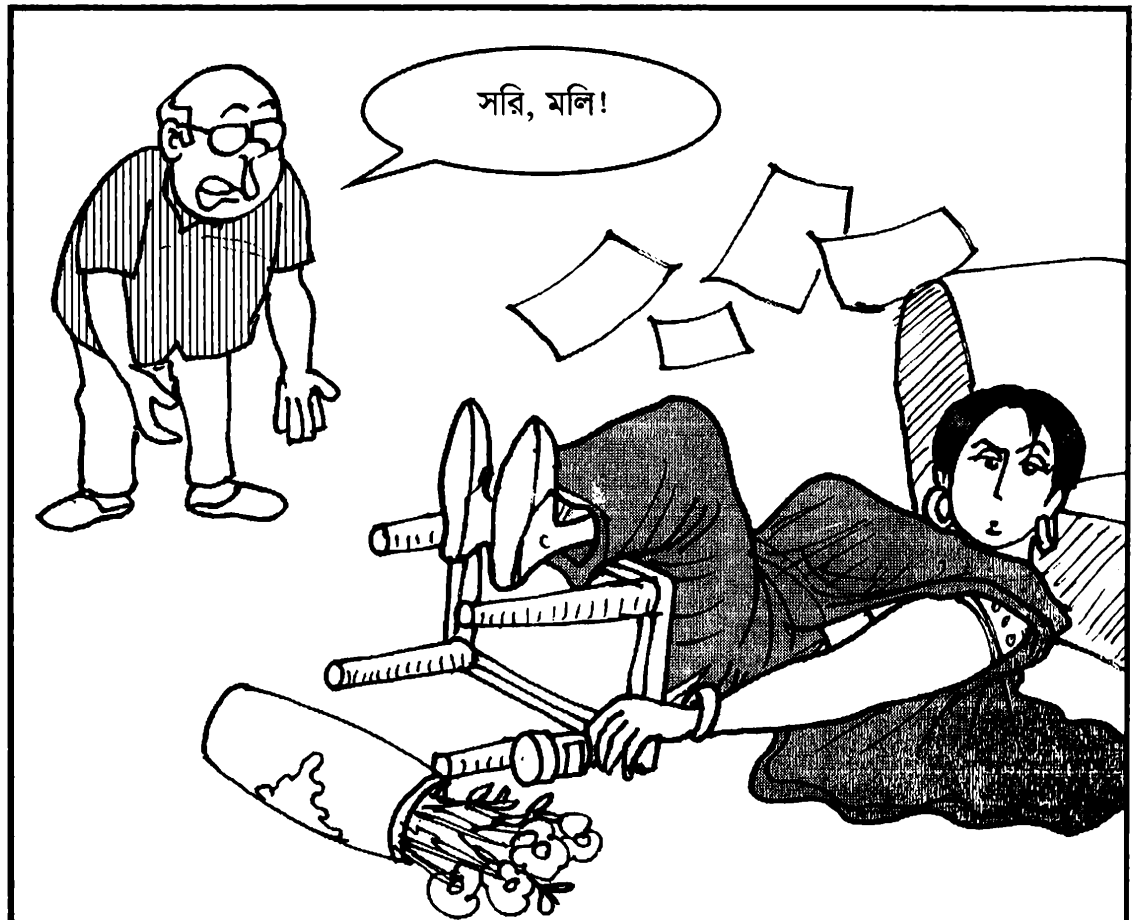
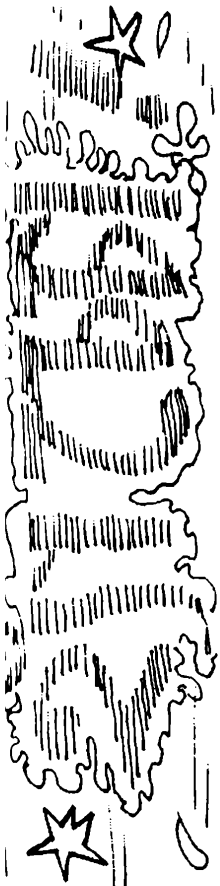
বহু কষ্টে একটা গাজীর
টাংকি উঠিয়েছিলাম,
পাশের বাড়ির রিতাকে
মারব বলে!



কিন্তু এরপর হাত ফস্কে টাংকির নিচে
চাপা পড়ে গেছি!

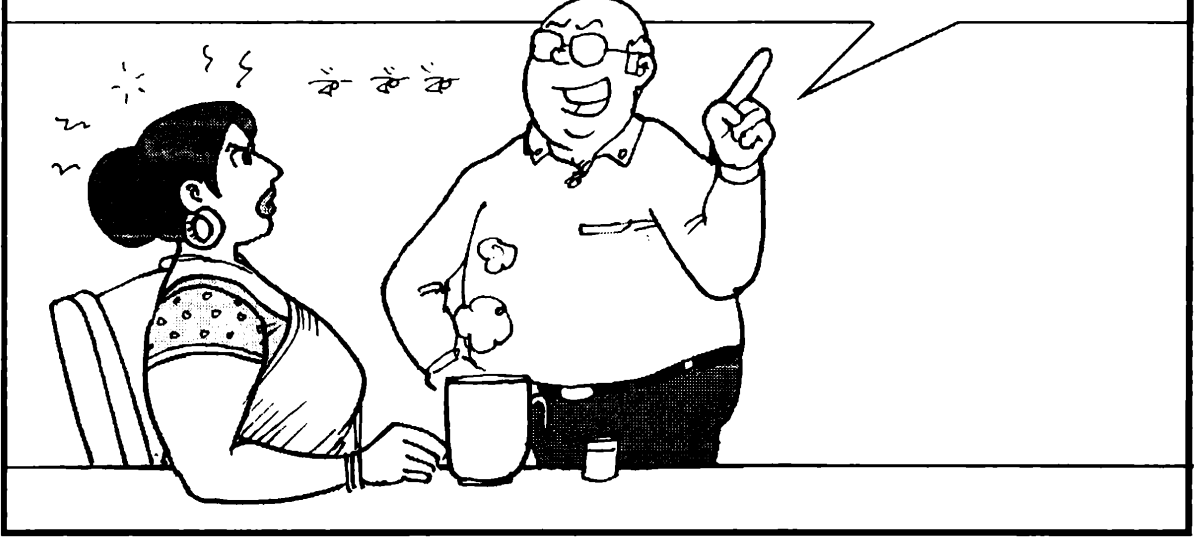






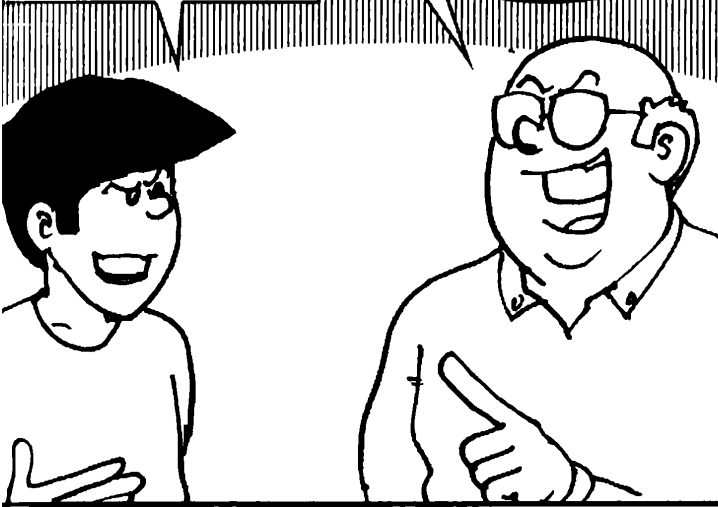


না মলি, তর্ক নয়। আমার নির্দেশ বিনাবাক্যে মানতে হবে। আমি সিংহ পুরুষ। নইশ্যার মেয়ের সাথে বেসিকের বিয়ে বাদ। ম্যাজিককে খামোকাই শাস্তি দেবো। আমি সারা রাত বাইরে পার্টি করব! কিছু বলার সাহস আছে তোমার?



ম্যাডেস্টের গলা বসে
যাবার সুযোগে এন্ত
কিছু বলছ বাবা...
দেখো আবার...

হ্যাঁ! ডরাই নাকি?
কী করবে তোর
দুর্বল মা?
বডং!

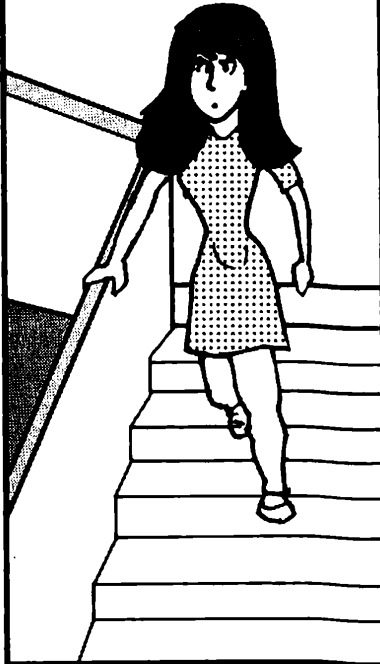


মা? আমার প্রেশার মাপার
যন্ত্রটা দেখেছ?

একটু আগে পাঁজিটাকে দেখলাম
তোর যন্ত্রটা নিয়ে নিচে গেল।



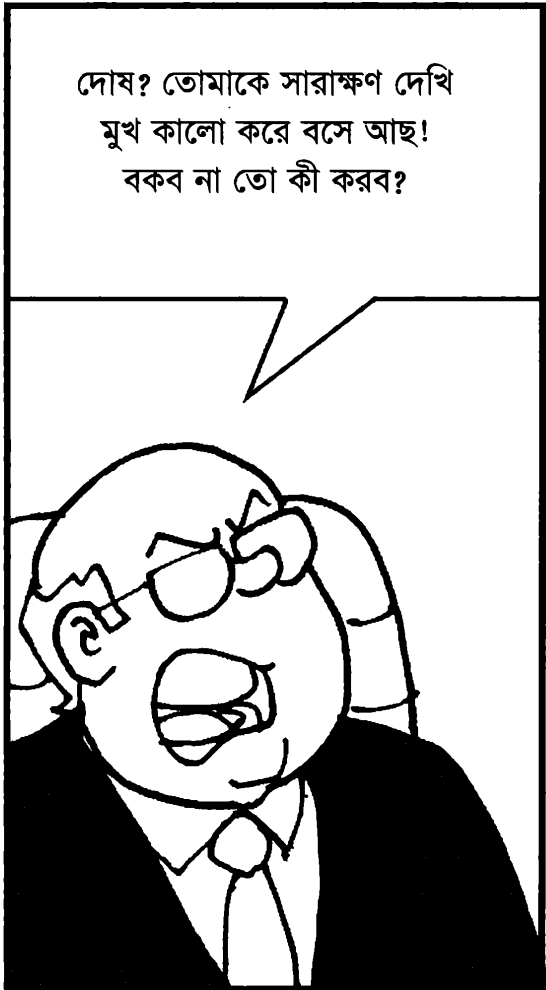
???



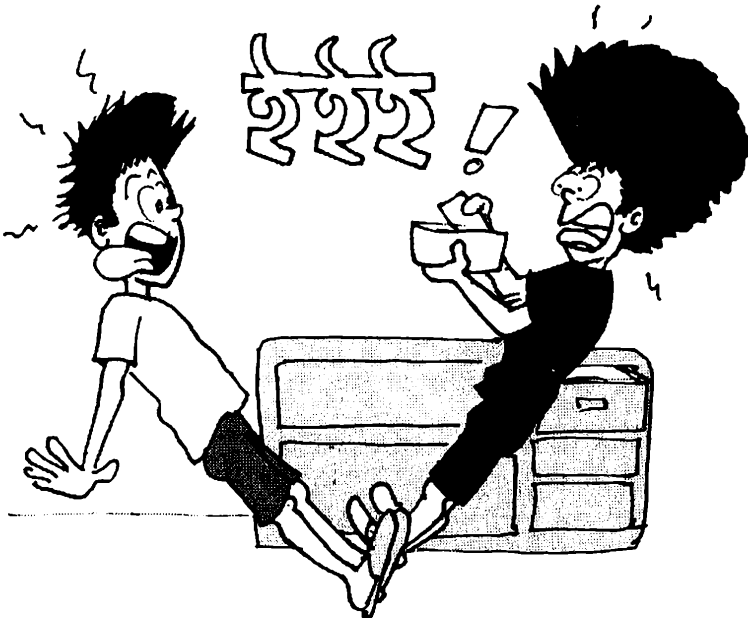
হুঃ! যা ভেবেছিলাম, ভোলা! তোর তো
প্রেশারটা বেশি! সারা রাত কাউ কাউ
করলে এমনই হয়।













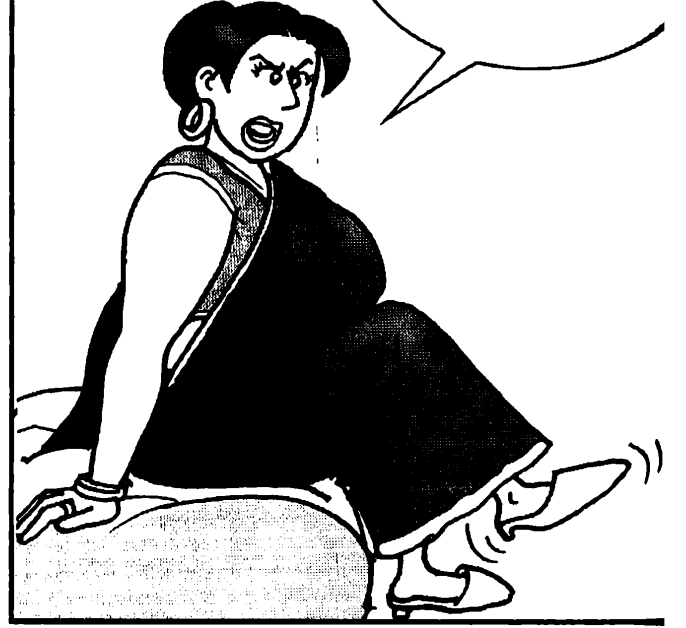
চুলে ভাত ছিটাচ্ছ কেন?
এ কেমন শান্তি?



তোমার দোকানের সব জুতার সাইজই
দেখছি বেটপ বড়!



ব্যাটারা কষ্ট করে এত বড় বড় জুতা না
বানিয়ে একবারে গরুগুলো জুতার দোকানে
পাঠিয়ে দিলে পারে!



যাদের পা অত বড় ওরা
সরাসরি পায়ে গরু
পরে ঘুরতে পারে!





একেকটা হিরার আংটি তিন-চার লাখ টাকা? আমি তো
কতই হিরার গয়না কিনেছি... এত দাম তো দেইনি।
তা কারা এত দাম দিয়ে এসব কিনছে?



হ্যাঃ!!

আপনি হয়তো আগে কাচের আংটি
কিনেছেন। এসব দামি হিরের আংটি
কেনার বহু লোকই আছে। ওই তো
একজন কাস্টমার আসছেন!

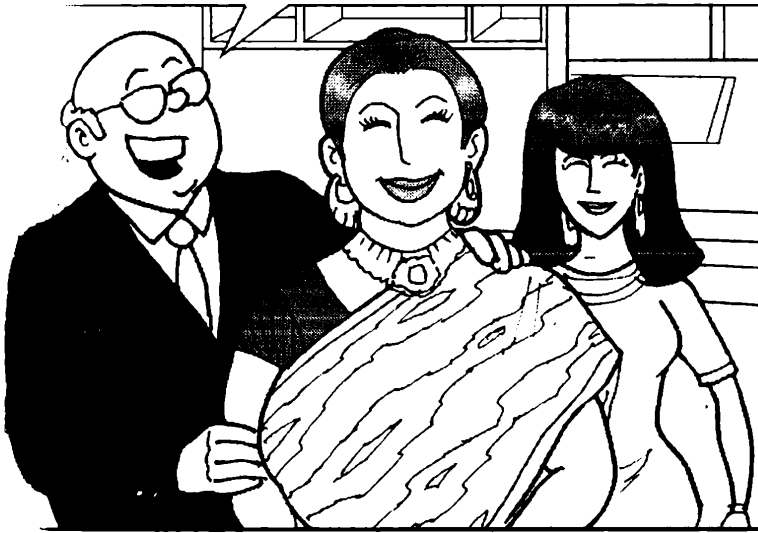


উনি বিমান বন্দরের
সুইপার

দ্যান দেহি এক ডজন
হিরার চুরি!



কাজে দেরি করে লাভ নেই। চলো মলি-নেচার... রিয়ার
বাসায় এফুনি এনগেজমেন্টের আংটি পরিয়ে আসি!



আমার এনগেজমেন্ট?



আমাকে
আরও
একটা বছর
সময় দাও!
এফুনি
কেন?

একি! গাড়ি যাচ্ছে না কেন!
আরে শেকল দিয়ে কে গাড়িটা
আটকে রেখেছে?



হা হা হা... নইশ্যার বাচ্চা! ব্যাপারটা কেমন
হলো? এখন তোর মিষ্টি মেয়েটাকে আমি
ছিনতাই করে নিয়ে যাব! সে আমাকে বাবা বলে
ডাকবে... অথচ আমি কিনা তোর শত্রু বৎসল
বন্ধু... অথবা বন্ধু বৎসল শত্রু...



হা হা... রিয়া আমাকে সকালে
পেপার দিয়ে বলবে- বাবা, চা
খাবে? কেমন? এ জুয়ায় হেরে
গেলি তুই... তোর মেয়ে
আমাকে রান্না করে খাওয়াবে!!



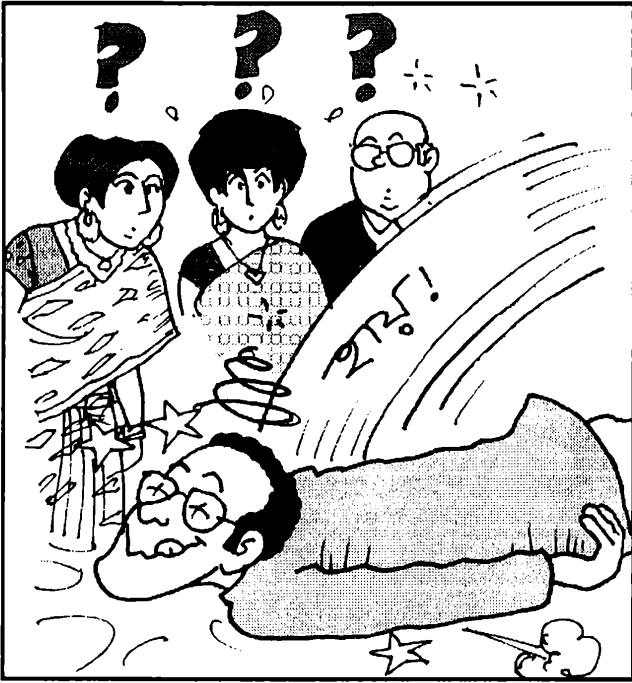
এ জুয়ায় আমি হারব না... যখন রিয়া তোকে
রান্না করে খাওয়াবে তখন বুঝবি ঠ্যালা!
হি হি হা হা!



আরে এত লজ্জা কিসের। নে দেখি মা,
এনগেজমেন্ট আংটিটা পরে নে!

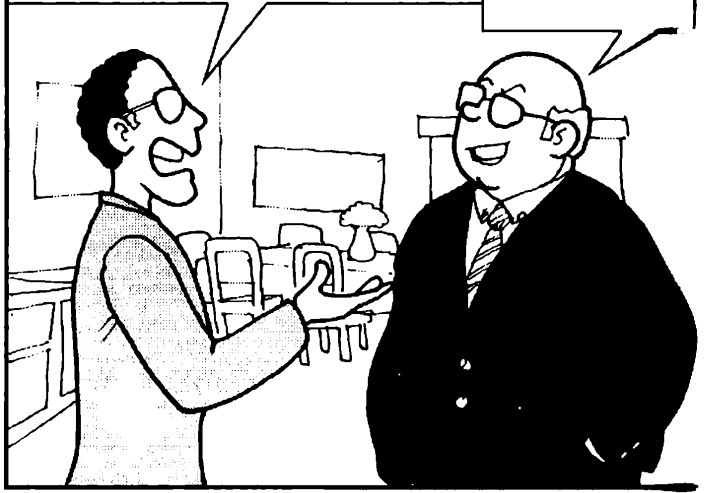
হাঃ হাঃ দেখিস মা,
উত্তেজনায় আবার
অজ্ঞান হয়ে যাসনে!

আরে অজ্ঞান হবার কী আছে।
এই আংটি হচ্ছে তোমার নতুন
জীবনের প্রতিশ্রুতি... এরপর
বিয়ে... নতুন সংসার...



দ্যাখ তালিব, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তোর বাড়ি
পাঠালে আমার বুকটা ফেটে যাবে। এর চেয়ে
বেসিককে ঘরজামাই করে রাখি?

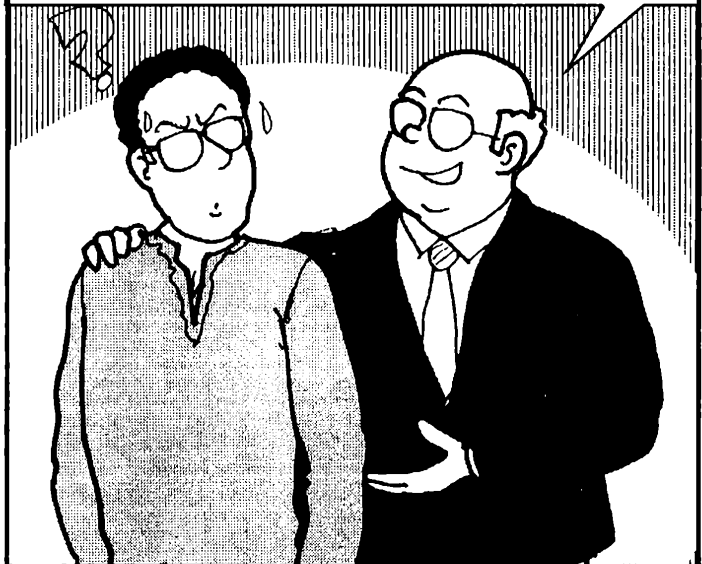
পাগল নাকি!



কেন? আমার মেয়ে যদি তোর
বাড়িতে থাকতে পারে, তোর ছেলে
কেন আমার বাড়ি থাকতে পারবে না?



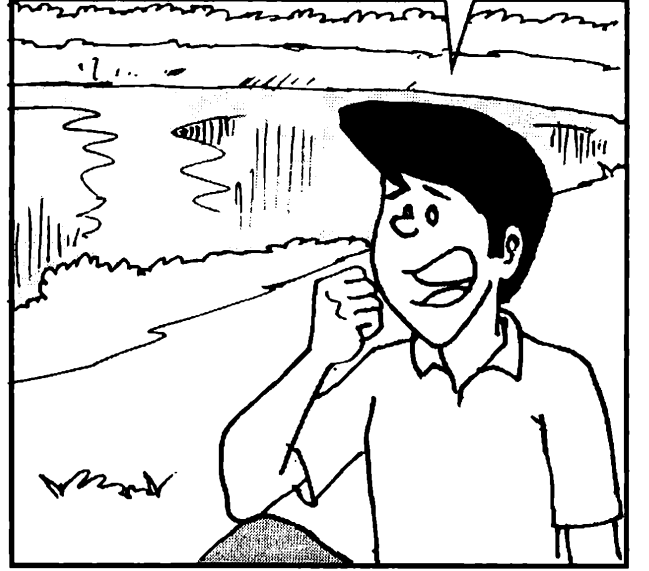
সমস্যাটা যেহেতু তোর... তুই আমার বাড়িতে
'ঘর শ্বশুর' হিসেবে থাকতে পারিস!



অত্যন্ত দুঃখে আছি। বাবা-মা আমাকে
বিয়ের জন্য এনগেজ করে ফেলেছে!



বয়স মাত্র ছাব্বিশ! আর একটা বছর ব্যাচেলর
থাকলে কী হয়? বিয়ে করলেই তো খাব ধরা।
আবার ধরা খেতেও উদগ্রীব হয়ে আছি!



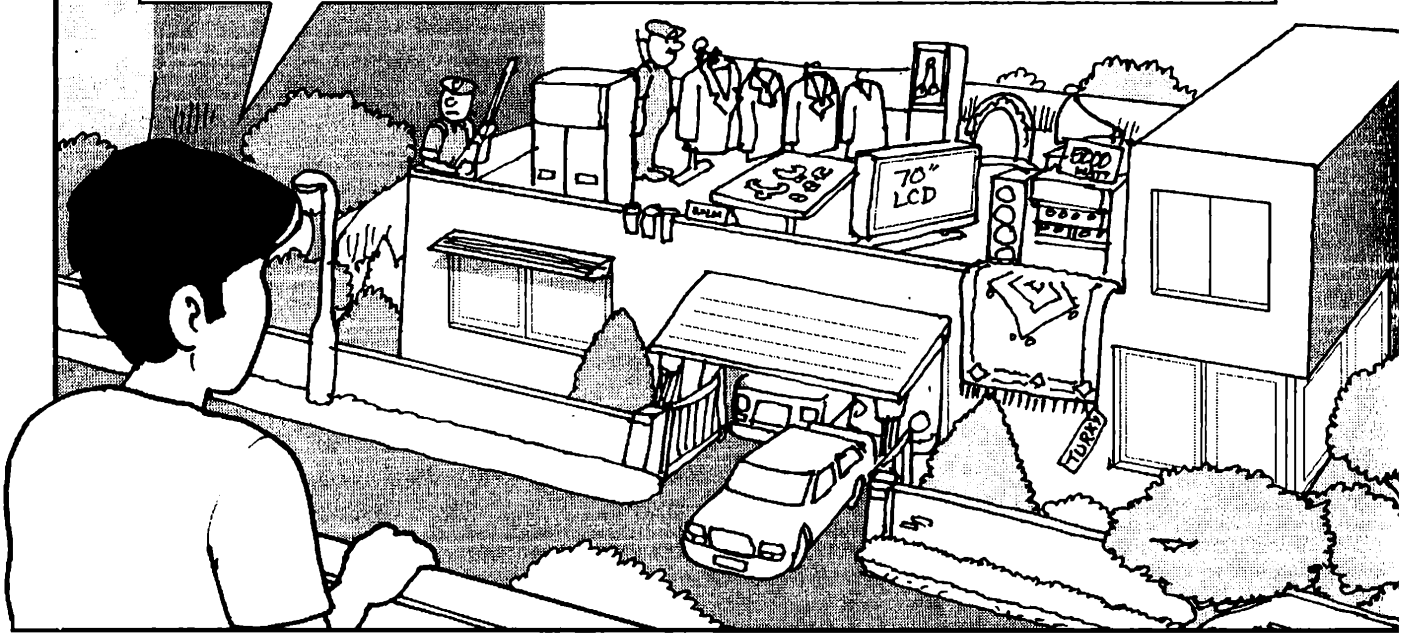
সব তোমার দোষ!



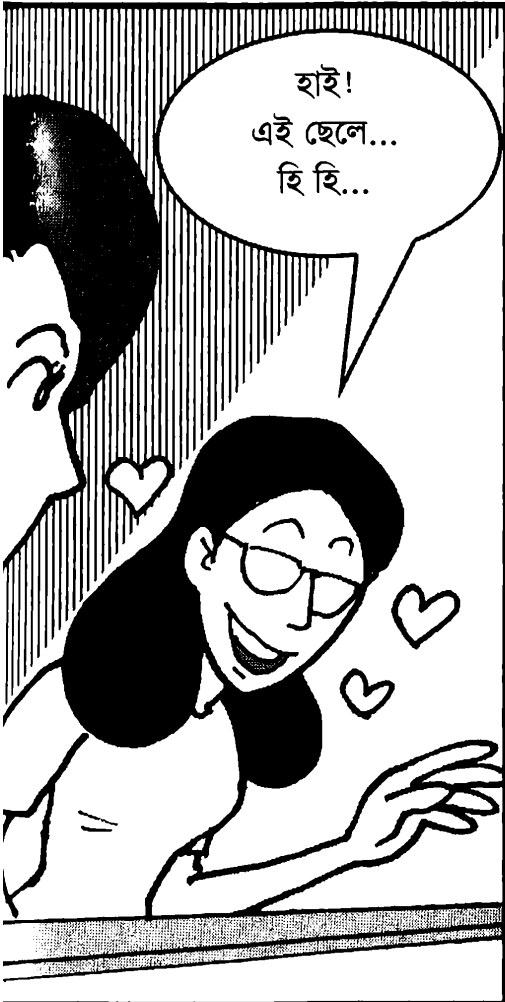
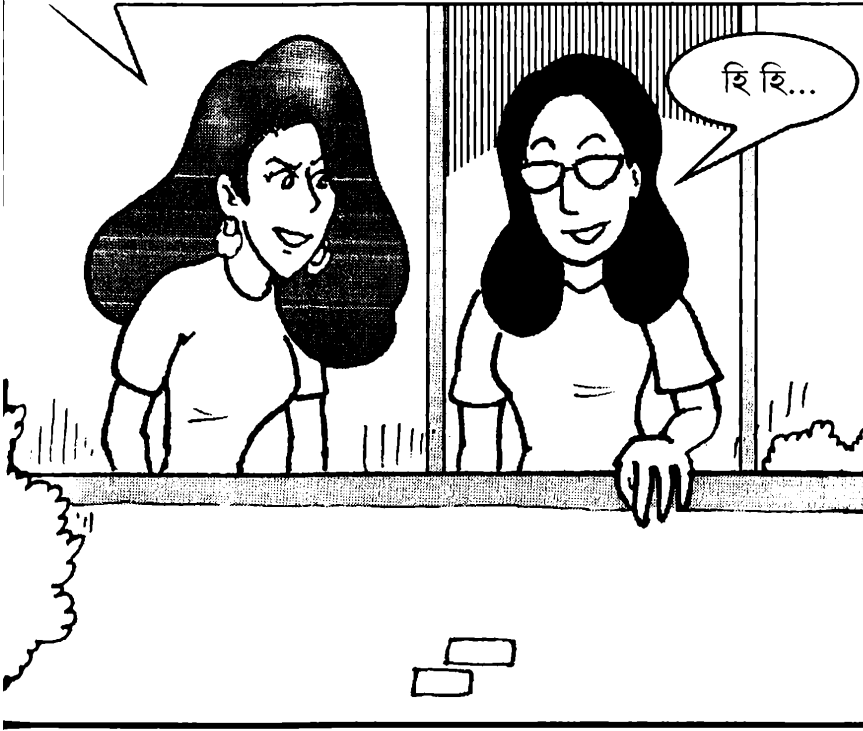
বুঝলে রিয়া, আমাদের পাশের বাসায় এক ভুঁইফোড় বড়লোক
আস্তানা গেড়েছে। এখন সে প্রতিবেশীদের কাছে
নিজেকে জাহির করছে।



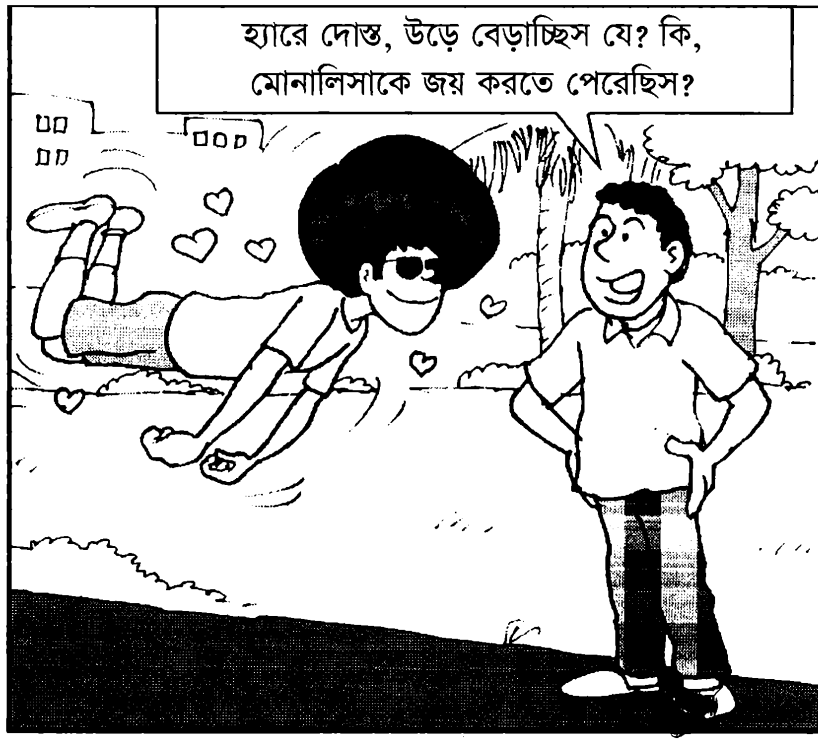
সে তার জিনিসপত্র রোদে শুকাতে দিয়েছে ছাদে... দুইজন গার্ডসহ...!



ওই দ্যাখ রিতা, ওই যে গুটি গুটি পায়ে বিশ্রী এবং ফাতরা
 ছোঁড়া ম্যাজিক আসছে। ওই জন্তুটা আমাকে জ্বালাচ্ছে!
 নিচে দাঁড়ালে আমরা ওর মাথায় এক বালতি
 পানি ঢালব! হি! হি!





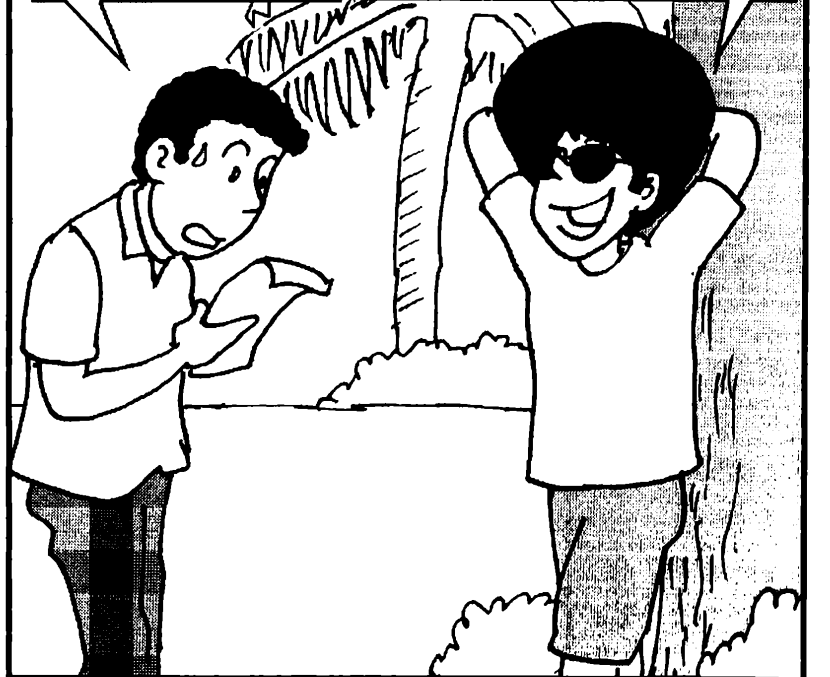


একদম ওর হৃদয় হাইজাক করেছি! দ্যাখ
মোনালিসা আমার প্রেম পত্রের
উত্তর দিয়েছে!



সে লিখেছে- আমি
তোমাকে ঘৃণা করি!

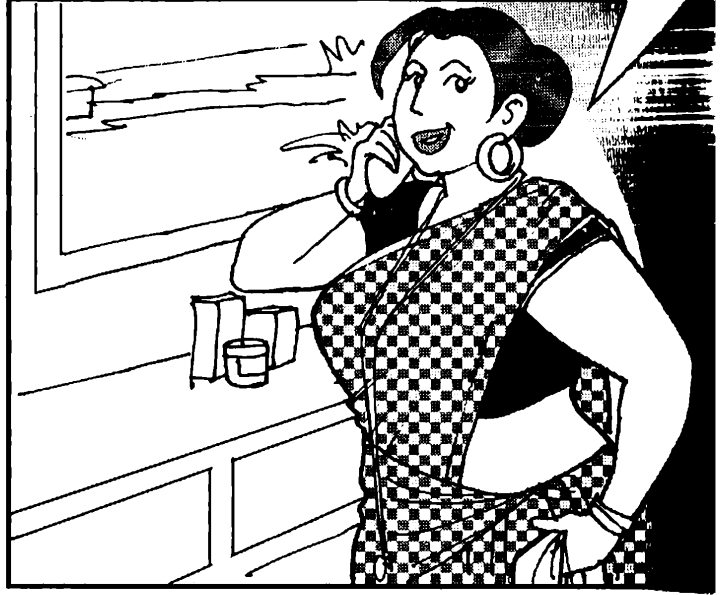
জানিস তো- মেয়েরা যা বলে,
তার উল্টোটা তারা
বোঝাতে চায়!



ভাবী, রাজিয়াকে পাঠালাম। দুটো সিটামল পাঠিয়ে
দাও, মাথাটা ধরেছে!



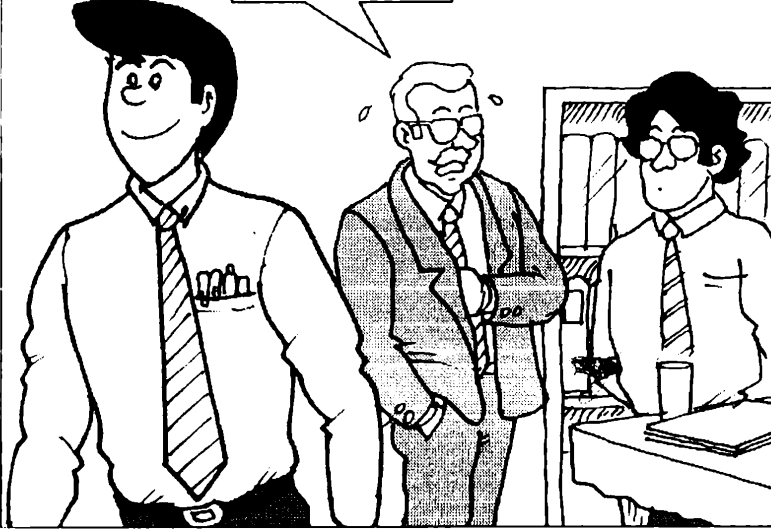
তোমার কাছে সিটামল নেই? এ হতে পারে? আমি তো
জানতাম পৃথিবীর সব ঔষধ তোমার স্টকে থাকে।



ইয়ে... আসলে বাসায় এত ঔষধ জমে গেছে যে এর
ভেতর সিটামল খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব!



খারে কলমটা গেল কই? এই মাত্রই তো এটা হাতে ছিল।
কেমন কারবার!! ইদানিং ডেইলি একটা করে বলপেন
হারাচ্ছি!



জি স্যার, আমরা সবাই ইদানিং
প্রতিদিন কলম হারাচ্ছি।
আমাদের অফিসে কোনো কলম-
আসক্তের উপদ্রব হচ্ছে!



.. ভেবেই পাচ্ছি না ডেইলি আমার পকেটে
এত কলম আসে কোথেকে?



আহা! এবার ধরা খেয়েছ
কলম চোর!

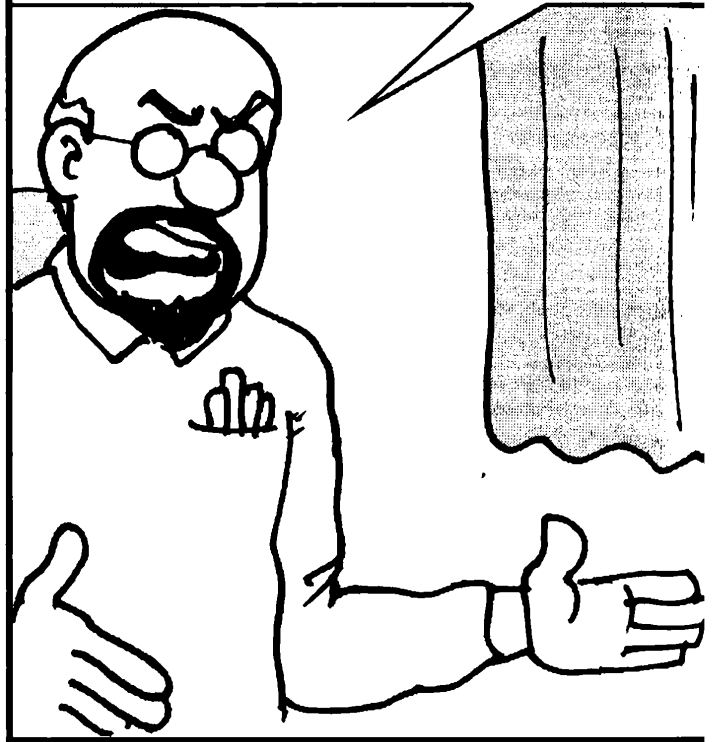
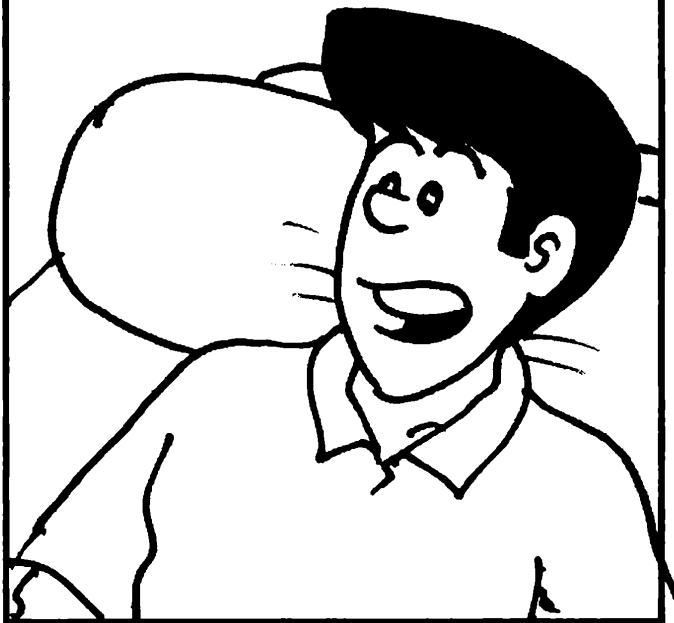
তা হলে মি. বেসিক আলী,
আপনার সমস্যাটা খুলে বলুন...

ডঃ রিয়াজ ফিদা
মনোবিজ্ঞানী
MBBS
(মা বারবার বেকার মস্তান)

আমি ইদানিং
লোকজনের
কলম চুরি
করে বেড়াচ্ছি!

এ মাসে পঞ্চাশটা কলম মেরেছি। লাল,
কালো, সবুজ, নীল- অফিসের সবাই
আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে!

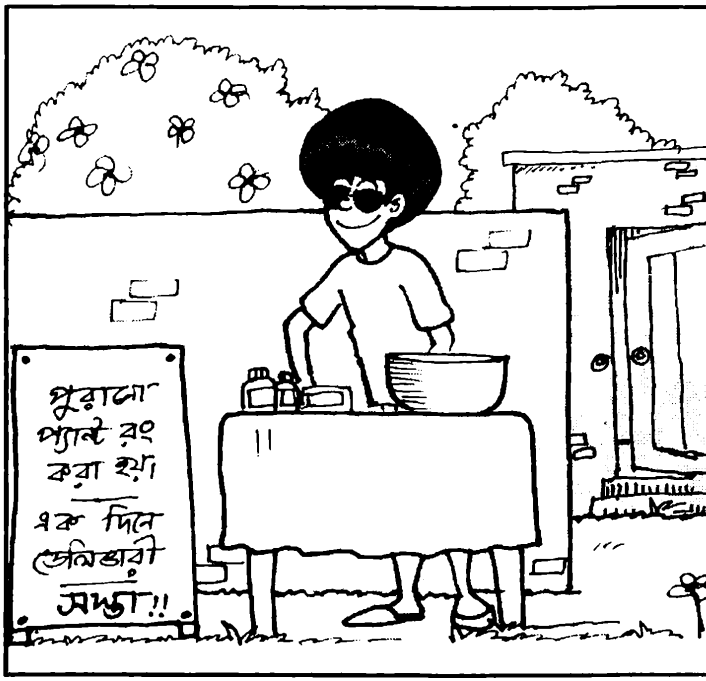
এটা আপনার সমস্যা? আমি তো মাসে দুই শটা
কলম মারি... আমার ছেলেমেয়ের কলমসহ
মারি... ওসব কলমের সৃষ্টি মারার জন্য!



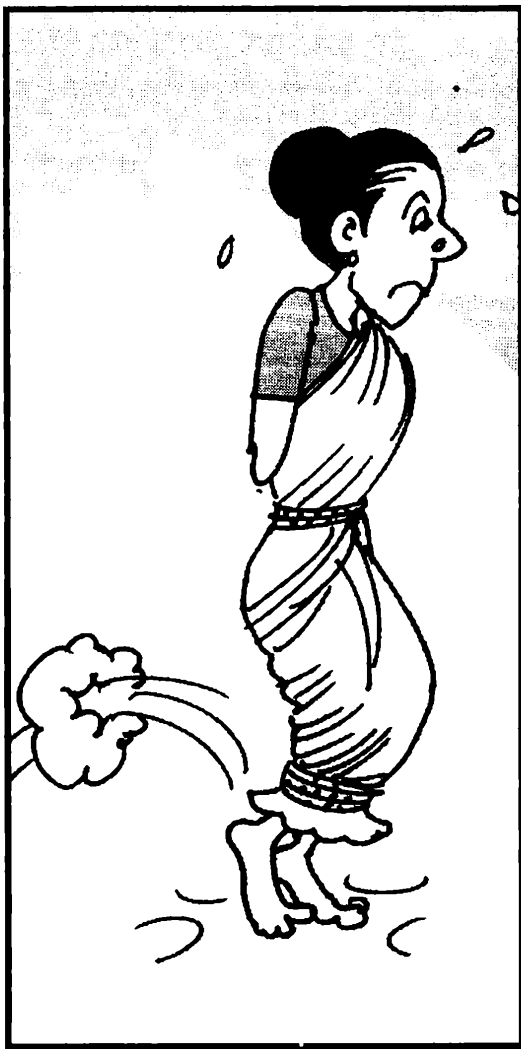


দশ মিনিট পর

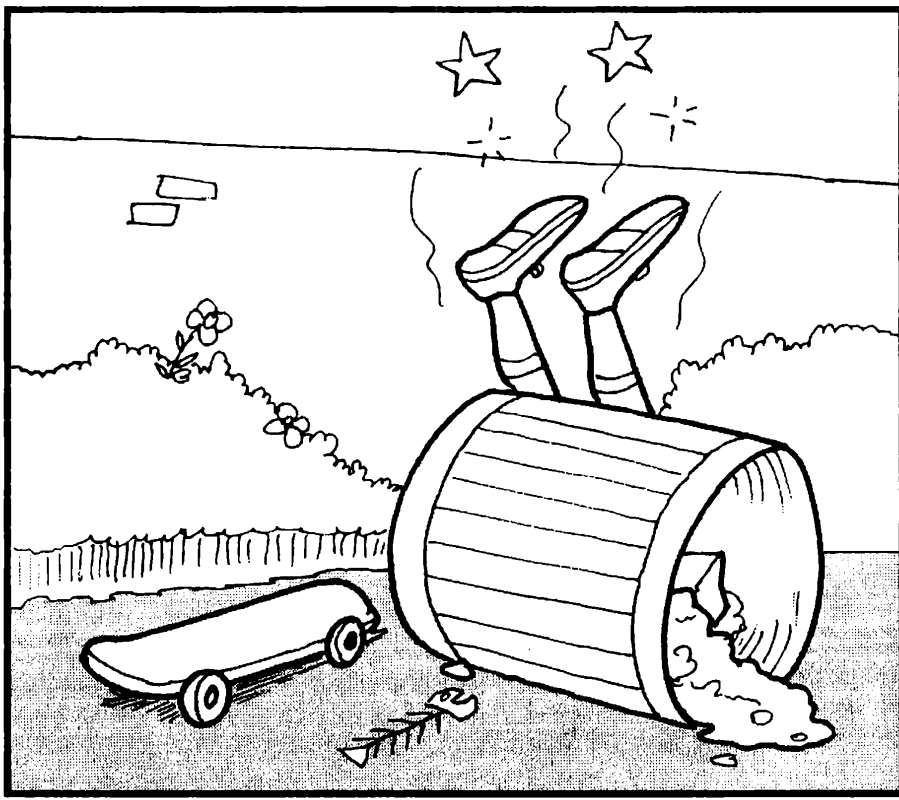


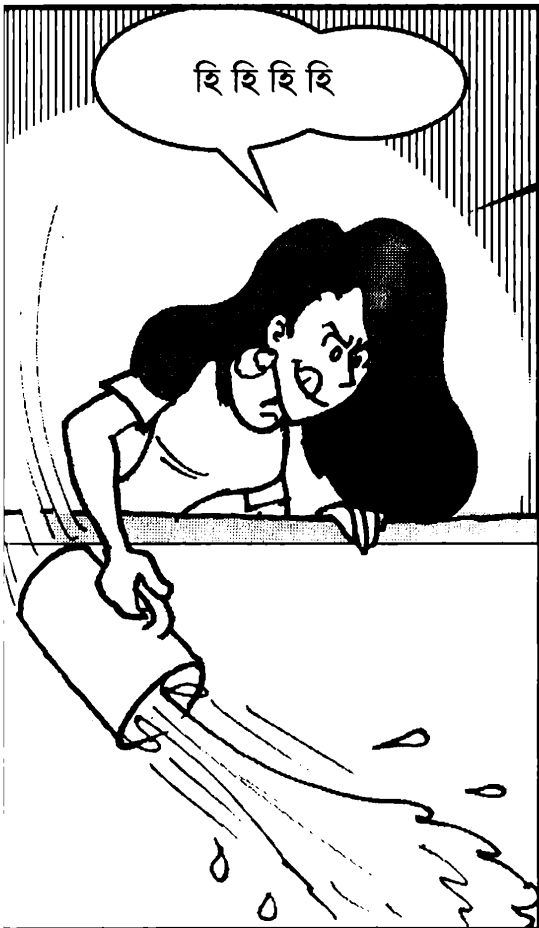
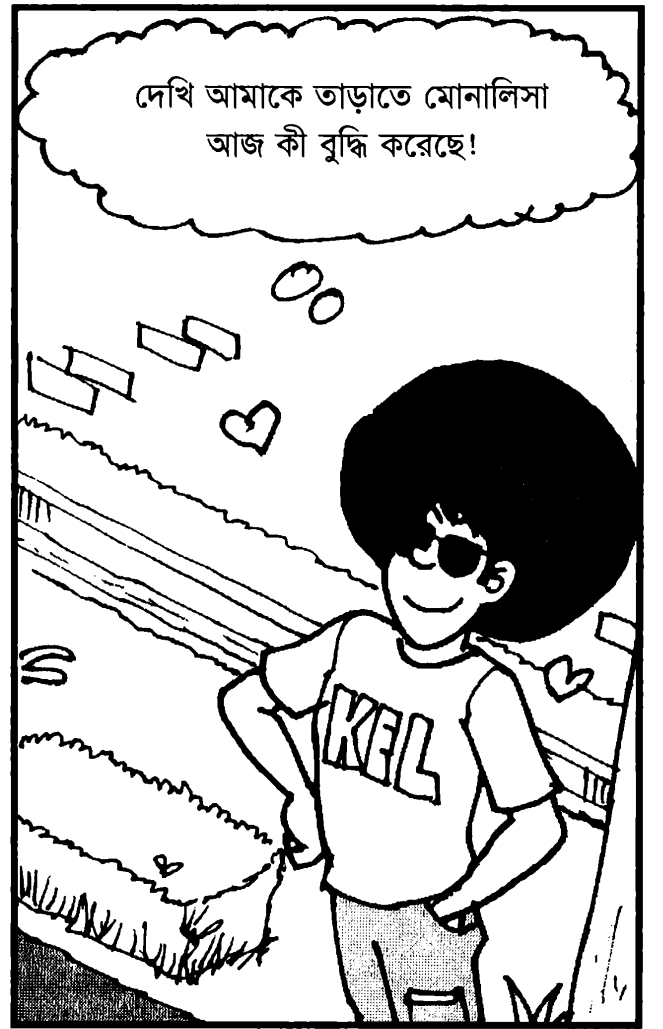
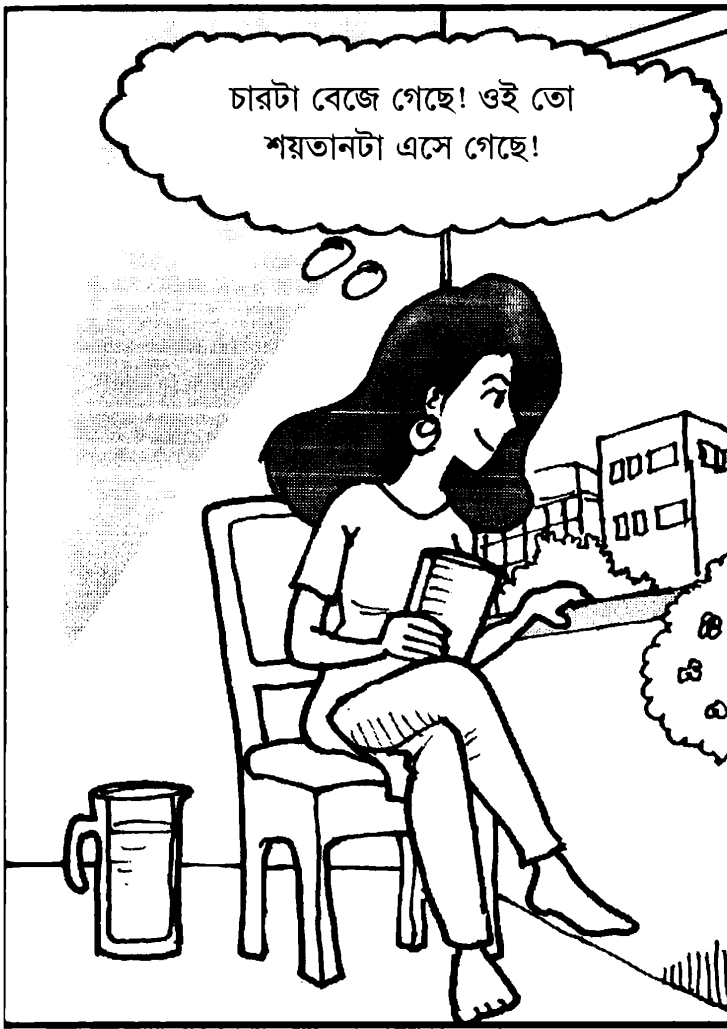


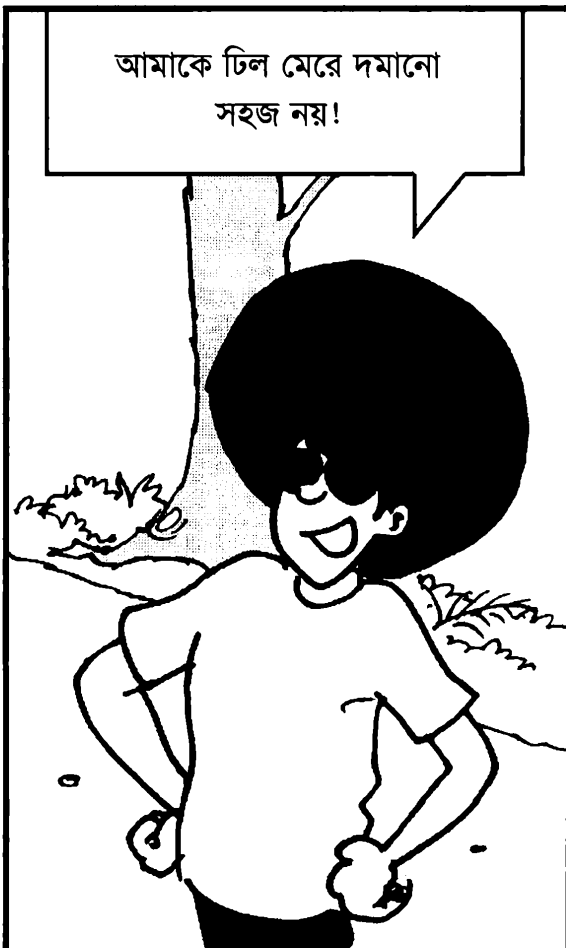
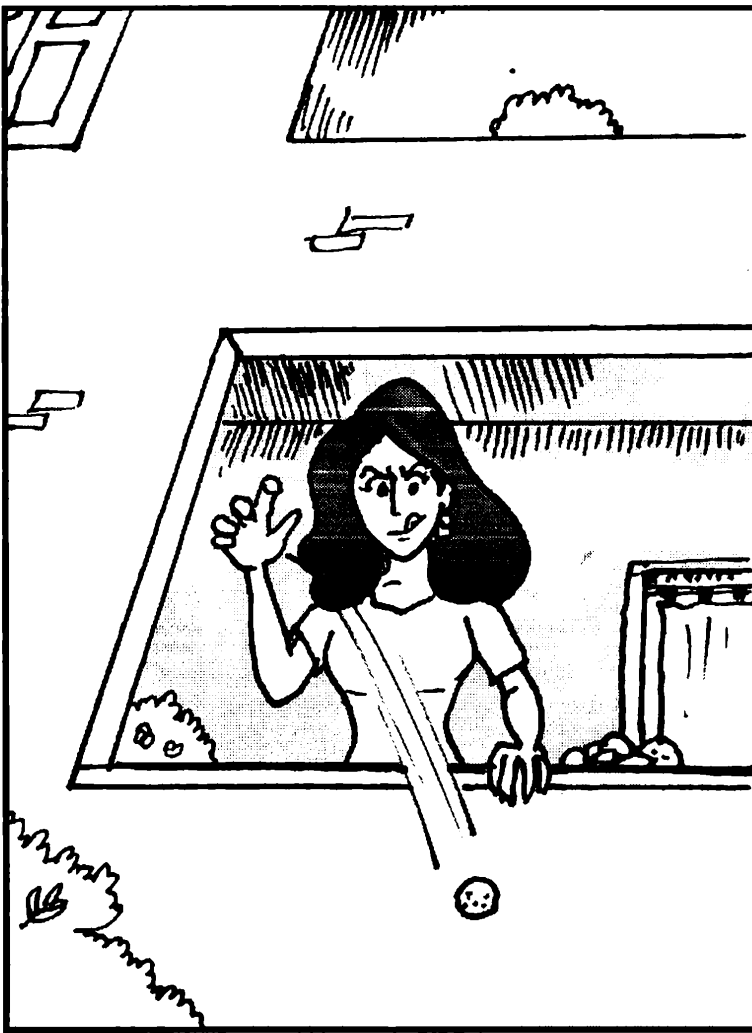




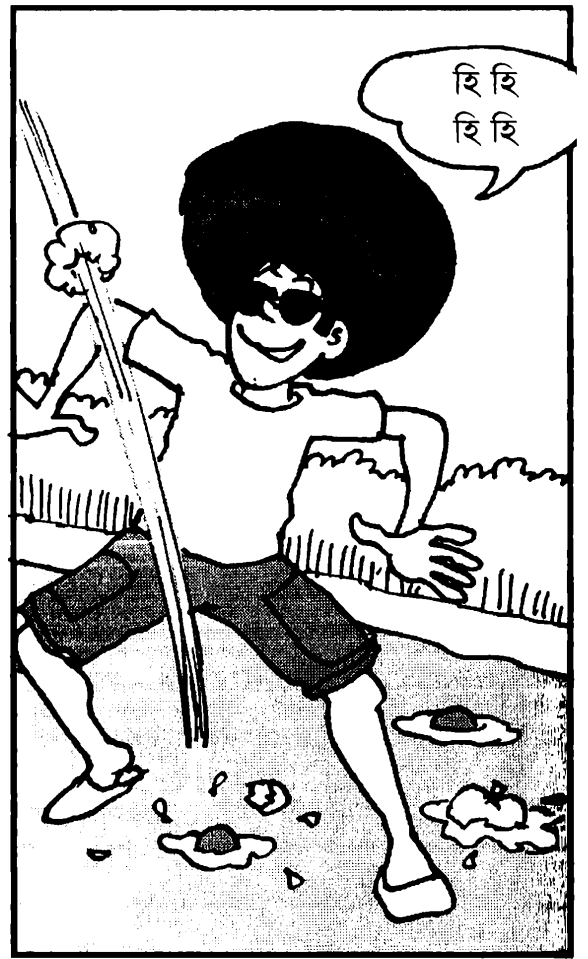
















.. মি-মিথ্যে কথা! মো-মানালিসার
দিকে কখনও তাকাইনি...
তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না!



মলি? দরজার হুকে এটা কিসের
ব্যাগ ঝুলছে?

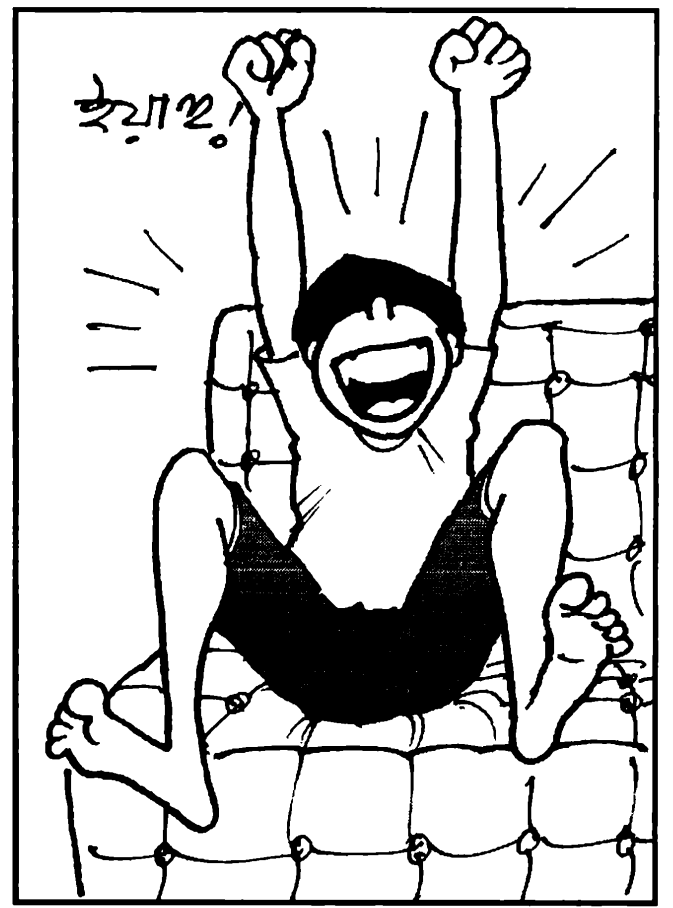
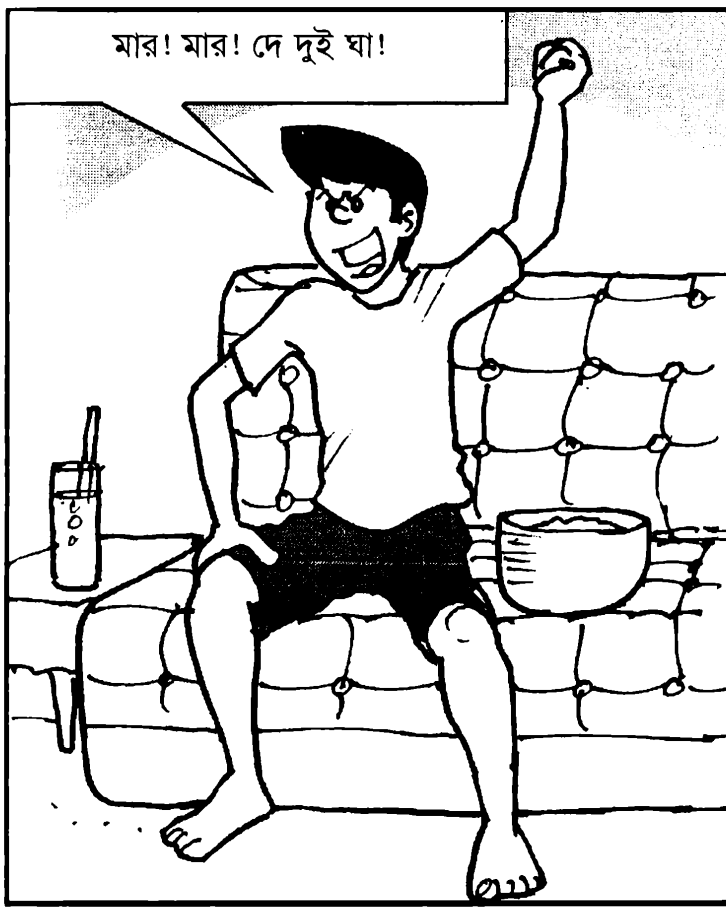
ঢাকায় নাকি যে কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প হতে পারে।
ওটা হচ্ছে ভূমিকম্পের ব্যাগ। এতে গুরুত্বপূর্ণ
জিনিস রেখেছি। ভূমিকম্প হলে এ ব্যাগটা
নিয়ে দ্রুত পালাব!

কী জিনিস এত
ভারী আর
গুরুত্বপূর্ণ?

গয়না? ভূমিকম্প হলে সব ফেলে গয়না নিয়ে পালাবে?

ওগুলো ছাড়া বেঁচে থেকে লাভ কী?

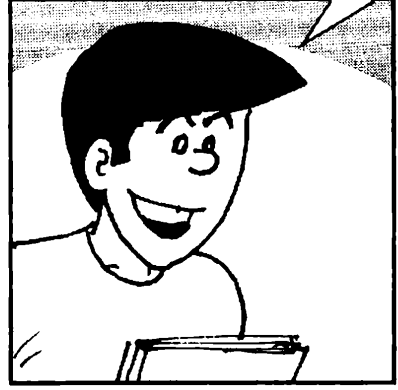




ভালোই তো অ্যাডভেঞ্চার গল্প লিখেছিস। তোর নায়ক
জুডার এক দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানী। তার ল্যাবে আছে SPACE
SHIP-রোবট। তার পকেটে থাকে লেজার গান।



জুডার ল্যাবে বসে অন্য গ্রন্থও
ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু
ভিলেন SATAN KING যখন
ওর ল্যাব থেকে ফর্মুলা চুরি
করে পালাচ্ছে...



তখন জুডারের মতো এক দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানী এত কিছু
থাকতেও ভিলেনের মাথায়
পচা বাগ্গি মারল কেন?

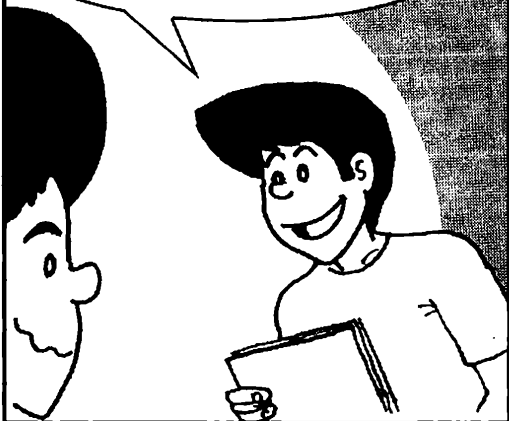
আরে, বাগ্গি তো
মারাত্মক অস্ত্র!!



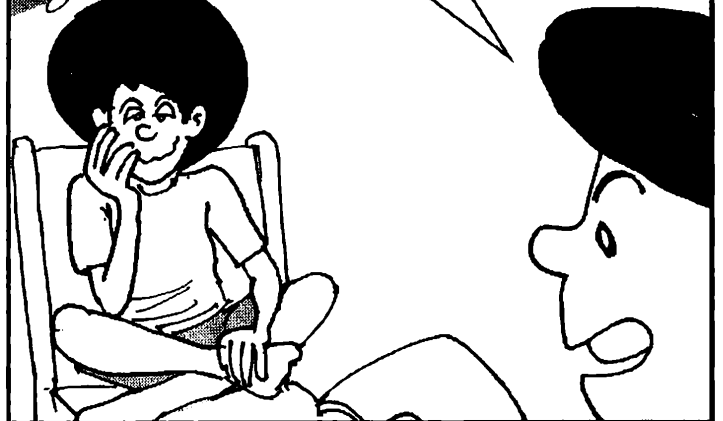
তোর অ্যাডভেঞ্চার গল্প 'জুডার ২'-এ দুর্ধর্ষ ও
সুদর্শন বিজ্ঞানী জুডার 'রিডল' গ্রন্থকে ধ্বংসের হাত
থেকে বাঁচিয়েছে। সুন্দর। এই গ্রন্থের রাজকন্যা
মোনালিসা অপূর্ব সুন্দরী। ঢেউ খেলা চুল- টানা
টানা চোখ...

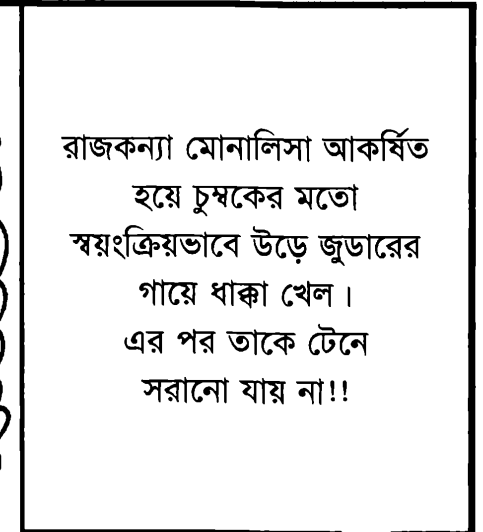
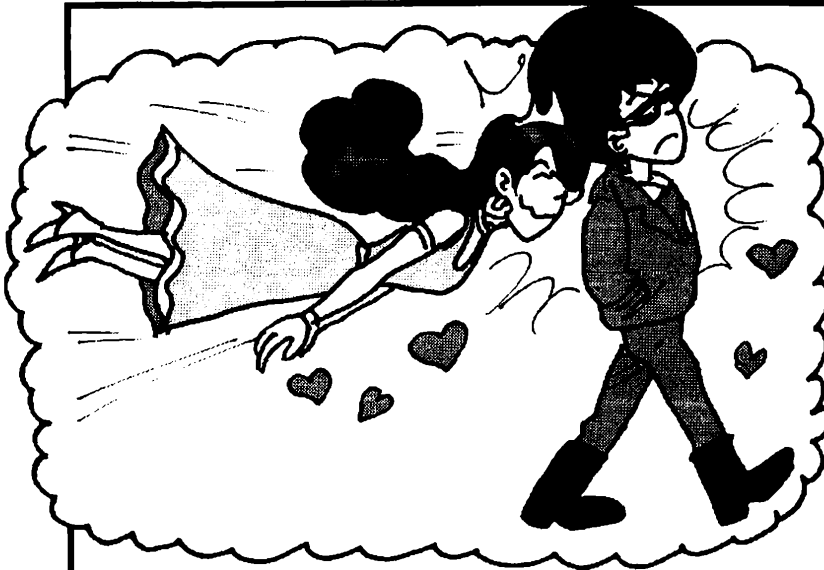


.. মোনালিসা জুডারকে দেখে পাগল।
হাঃ হাঃ এগুলো কী লিখেছিস? জুডার
মোনালিসাকে প্রশ্ন করে, 'তোমার
গ্রন্থের কী ক্ষতি হয়েছে?' মোনালিসা-
I LOVE YOU!



জুডার হতবাক : অ্যা?
মোনালিসা : I LOVE YOU!
জুডার : তোমার গ্রন্থ...
মোনালিসা : গ্রন্থের খ্যাতি
পুড়ি... I LOVE YOU!







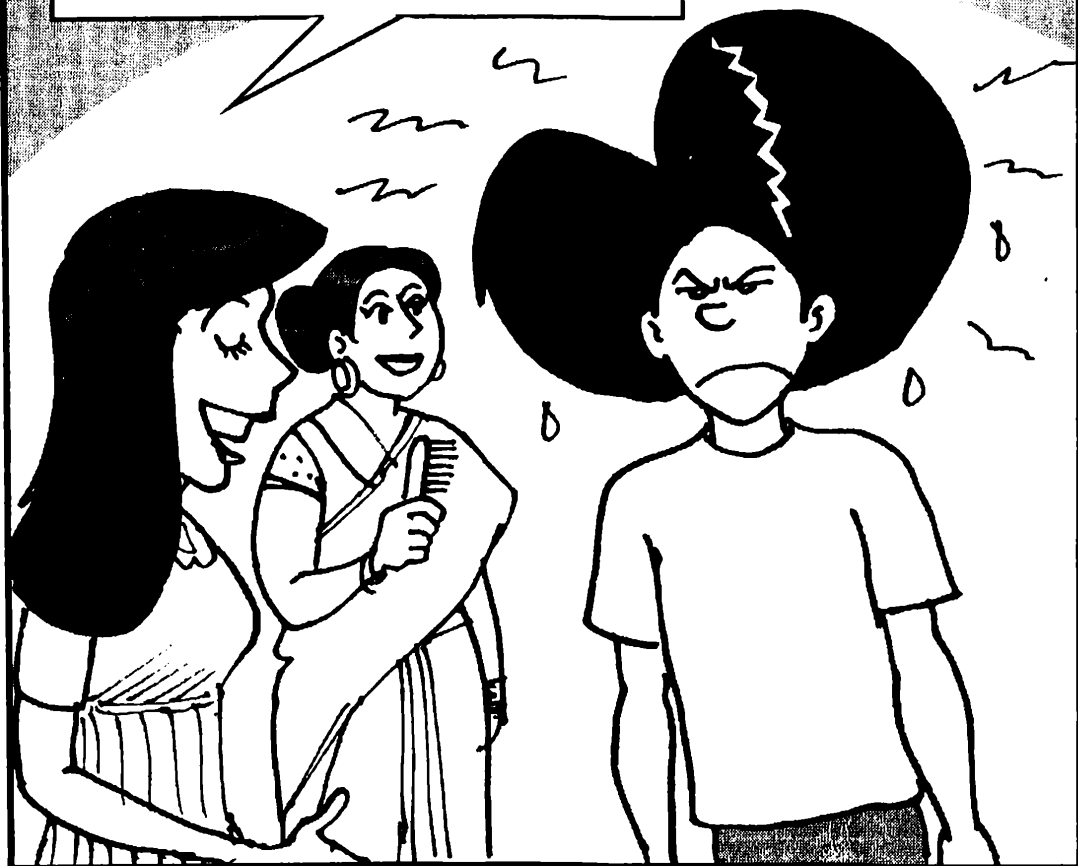
আহ! নড়াচড়া বন্ধ কর। আমি সুন্দর করে চুল মুছে দিচ্ছি!
থাকিস তো পাগলের মতো!



এখন যেভাবে
চুল আঁচড়ে
দিচ্ছি সেটা
রক্ষা করবি!



সত্যি ম্যাজিক, মনে হচ্ছে তোর চুলে একটা বড়
ত্রিভুজ গুঁজে দেই!





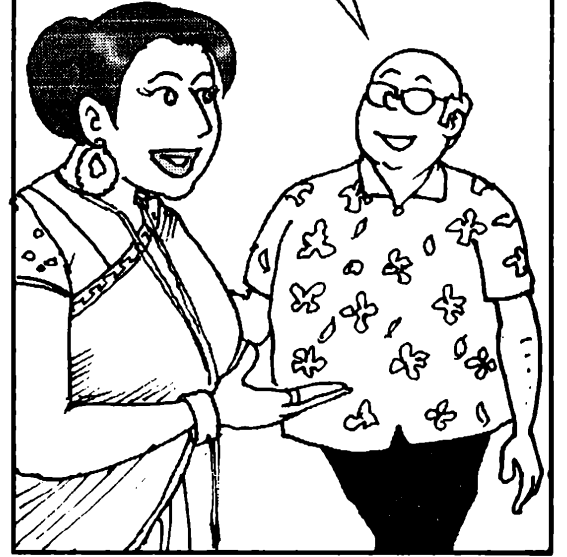


আরে নে নে, লজ্জা করিস না। রিয়াকে নিয়ে শুক্রবার একটু ডেটিং
করবি যখন- আমার লেক্সাসটা নিয়ে যা। তোর ভাংগা গাড়ির
চাবিটা আমাকে দিয়ে যা। আরে তোদের
এটাই তো বয়স!



চলো তালিব আজ
থাই রেস্টুরেন্টে যাই।

চলো... তবে আমরা
বেসিকের গাড়িতে
যাচ্ছি কিন্তু...



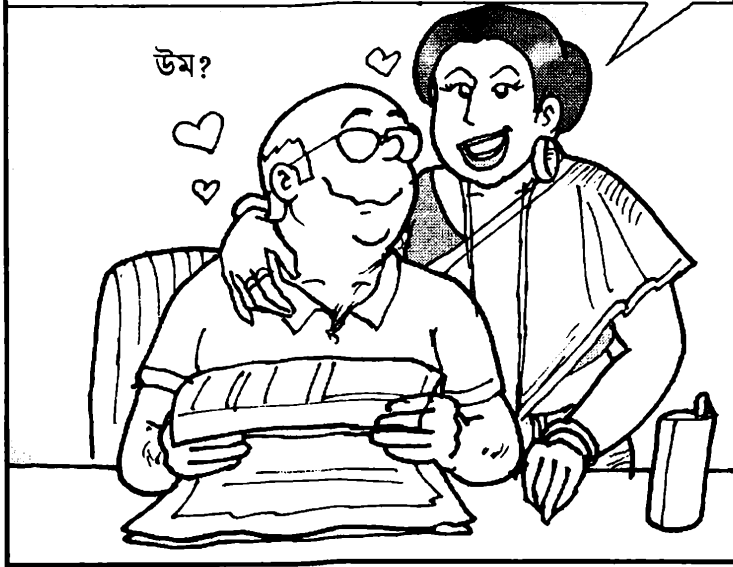
পরে

আমি জেনে-শুনে নিজের পায়ে
কুড়াল মেরেছি!



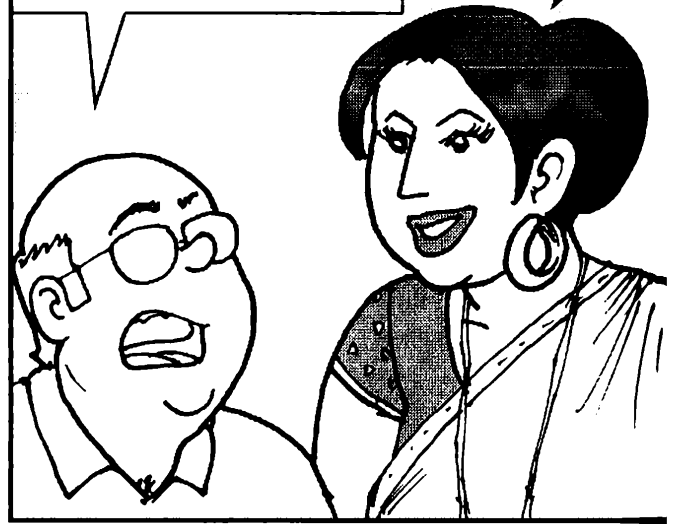


এই শোনো, নওশাদরা একটা নতুন ফ্যামিলি কার
কিনেছে- NOAH! চলো না, আমরাও একটা কিনি।
বেসিকের বিয়েতে কাজে লাগবে!



.. কিন্তু আমি ব্যাংক লোনে
জর্জরিত। ব্যবসায় মন্দা।
এখন গাড়ি কেনার বিশ-বাইশ
লাখ টাকা পাব কই?

আমি জানি।
তুমি একটু চেষ্টা
করলেই টাকা
পাবে!



হ্যালো? তিতাস গ্যাসের এমডি বলছেন?
ভাই, আমাকে এক সপ্তাহের জন্যমিটার
রিডারের চাকরিটা দেবেন?





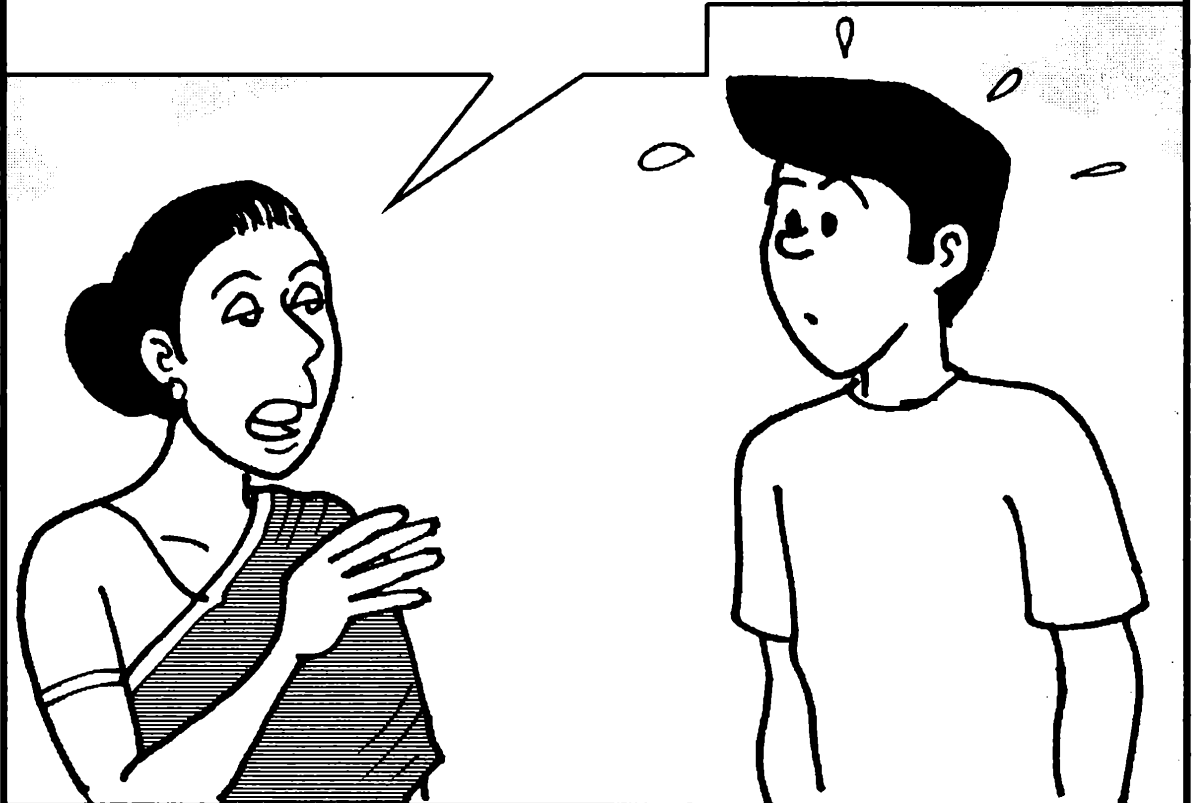
শোনো বাবা, হিল্লোলের ছোটবেলার বন্ধু হিসেবে তোমাকে
বলছি- যেভাবে হোক হিল্লোলের সিগারেট
খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে!



ডেইলি রাতে সিগারেট জ্বালিয়ে মুখে নিয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে... মুখ পুড়ে যায়, বিছানার
চাদর পুড়ে যায়। গতকাল আমি সব
ম্যাচ গায়েব করে দিয়েছি...



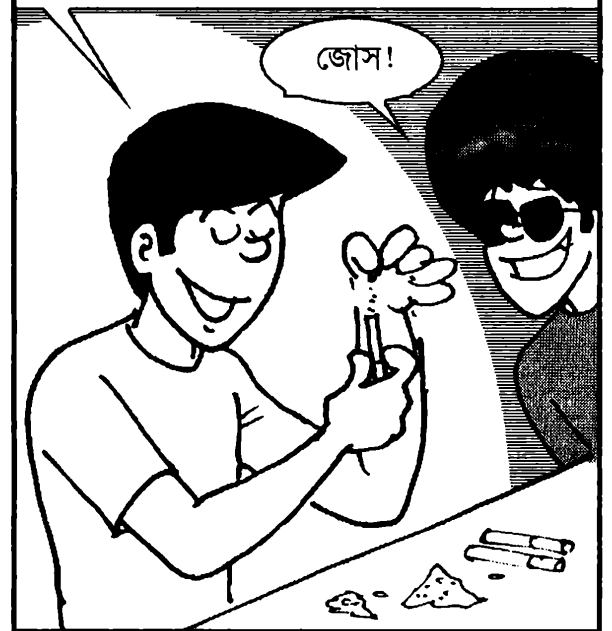
রাতে সিগারেটে আগুন জ্বালাতে না পেরে আস্ত সিগারেট সে চাবিয়ে চাবিয়ে
খেয়েছে... তারপর বমি করেছে... তাও সে সিগারেট ছাড়বে না!



ভাইয়া? ম্যাচের কাঠি থেকে বারুদ ছেঁচে জড়ো করছ কেন?
পটকা-টটকা বানাবে নাকি?



এই বারুদ ঠাসছি হিল্লোলের সিগারেটের
ভেতর। ওকে সিগারেট খাওয়া চিরতরে
বন্ধ করতে হবে!



পরে

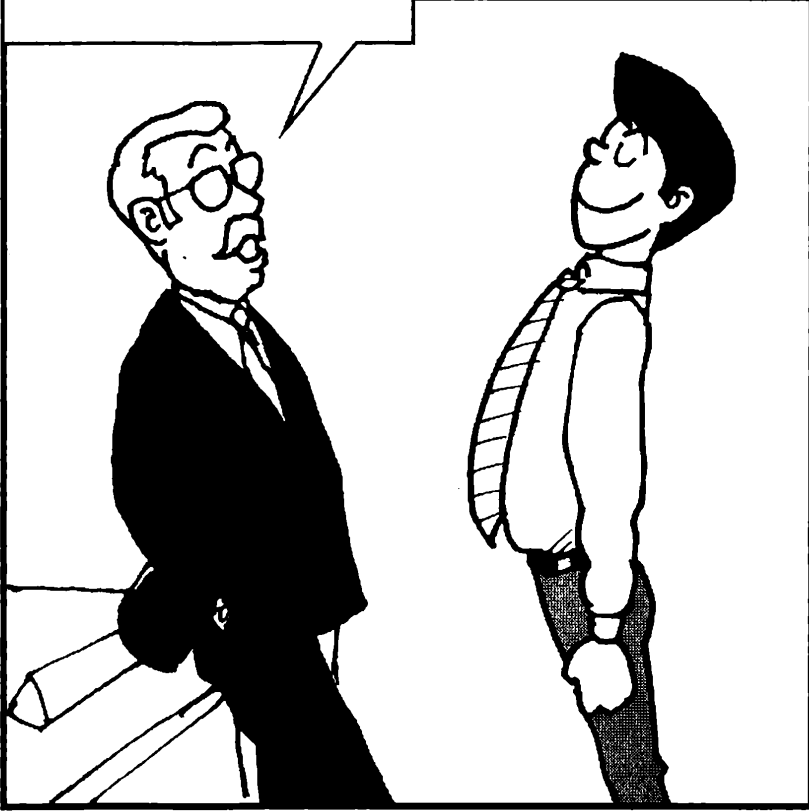
মাই গড! হেল্প! দমকল ডাক!
আমার সিগারেটে আগুন
ধরে গেছে! উঃ উঃ



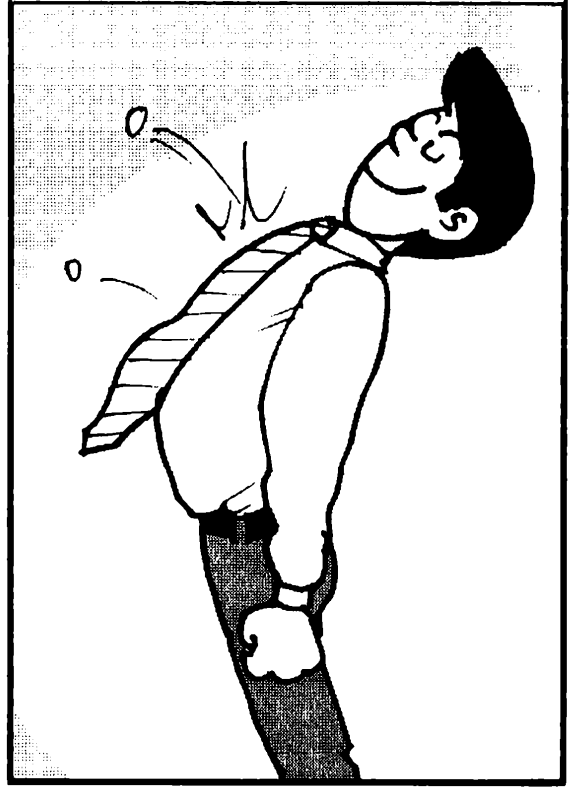




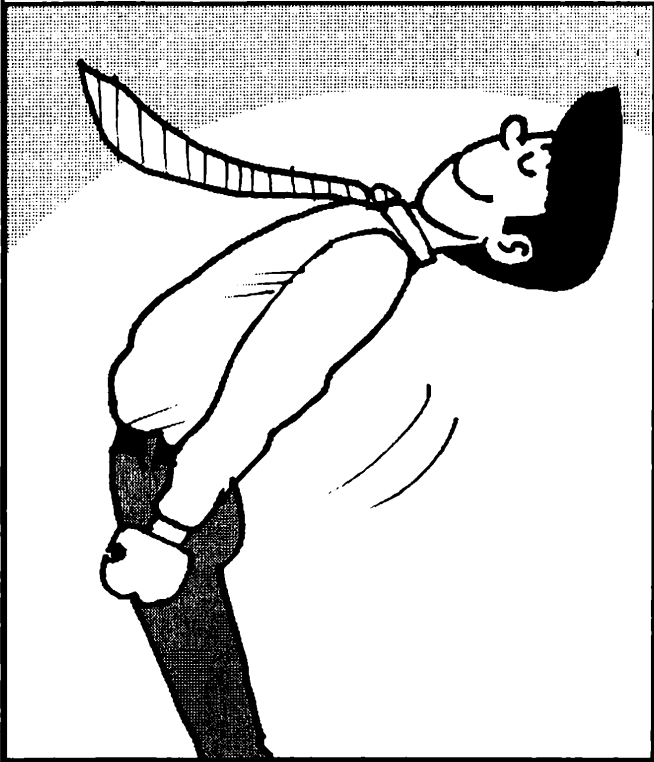
তোমার প্রমোশন ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বছরের সেরা
জুনিয়র ব্যাংকার তুমি!



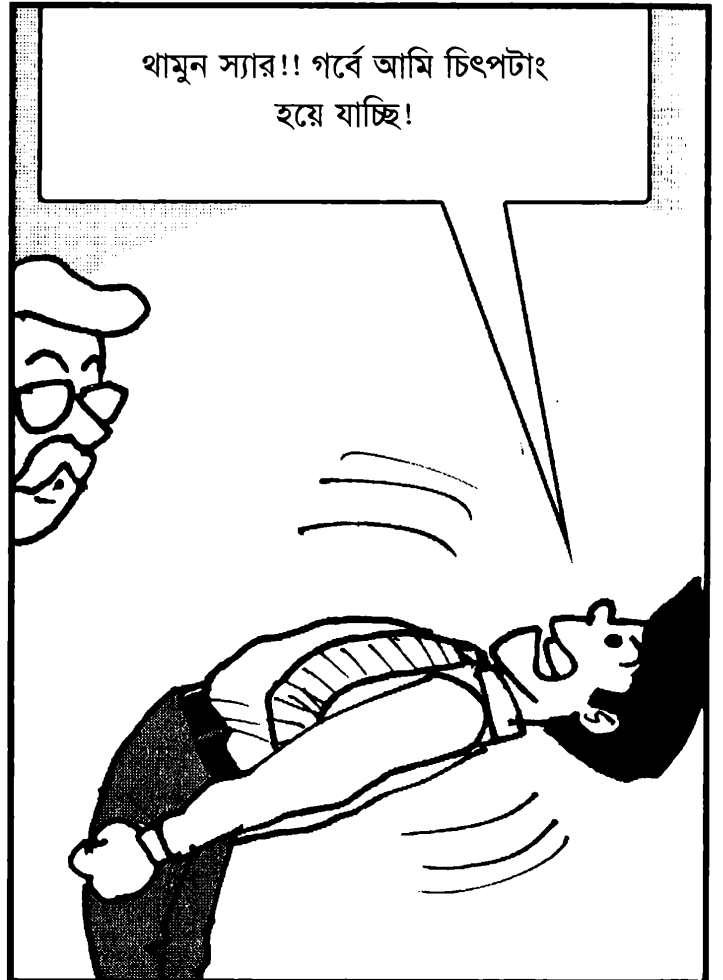
কাস্টমার-কলিং সবাই তোমাকে
পছন্দ করে...



অন্য ব্যাংকগুলো তোমাকে ডাবল বেতনে
নিয়ে নিতে চায়...



থামুন স্যার!! গর্বে আমি চিৎপটাং
হয়ে যাচ্ছি!



বুঝলাম এনগেজমেন্টের আংটিটা তোমার খুব পছন্দ।
তাই বলে বারবার দেখতে হবে?



তোমার কাছে একটা নতুন কম্পিউটার যেমন
আকর্ষণীয় আমার কাছে এই হিরের
আংটিটা তেমন!



পরদিন সন্ধ্যায়

ওকি... এটা নিয়ে হাঁটছ কেন?

আমার Intel core2
duo 333...
2GB RAM
কম্পিউটার...।



এই ফাইলটা আপডেট করে দাও তো বেসিক... একি?
তুমি আবার চশমা পরা শুরু করলে কবে থেকে?



অমন ঠাণ্ডা পলকহীনভাবে আমাকে দেখছ
কেন? যাচ্ছি! যাচ্ছি! কাজটা করে রেখো,
না হয় তোমার নামে কমপ্লেন করব!

